মণিমালা

(নাটক)

"Love is my religion, I can die for that".

Keats.

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি, এ, এম, আর, এ, এস

প্রকাশক
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী
পৃথিবীর ইতিহাস কার্য্যালয়
ক্ষীরতলা, হাওড়া।

এজেণ্ট—
হিণ্টন এণ্ড কোং
১০৯, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কান্তিক প্রেস
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত

মূল্য দশ আনা

মুখবন্ধ

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার বি, এল, এম, আর, এ, এস, মহোদয়ের "কথানিবন্ধ" হইতে মণিমালার উপাখ্যানটী গ্রহণ করিয়াছি। কতিপয় স্থানে তাঁহার ভাষা পর্য্যন্তও নিজস্ব করিতে হইয়াছে। তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনুমতি দিয়া আমাকে বিশেষ ভক্তিঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় কাব্যামোদী শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ হইতেও কতিপয় শ্লোক লইতে হইয়াছে। এ জন্য তাঁহার অনুমতি পাইয়া আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। মণিমালার উৎকৃষ্ট উপাখ্যানটীর সম্যক সার্থকতা করিতে পারি নাই। অনেক দিন পূর্ব্বে বহিখানি লিখিত হয়, কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ নষ্ট হইয়া যায়, সেই সময়ের ভাব ও উৎসাহ ব্যাধিযুক্ত দেহেতে আর কিছুই নাই, দুর্নিবার মায়ায় প্রলুব্ধ হইয়াই অসাধ্য সাধন চেষ্টা করিতেছি। খুলনা দশানীর জমীদার শ্রীযুত বাবু মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় এ পুস্তকেরও মুদ্রণ ব্যয় বহন করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমি কিরূপ ঋণি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে অক্ষম।

কচুবাড়িয়া, যশোহর
আশ্বিন, ১৩১৯

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সমদ্দার।

চরিত্র

পুরুষ

মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধন,
অনন্ত কেশরী—উৎকলরাজ
কলিঙ্গরাজ,
বয়স্য
চিন্তামণি—সোমদত্তের ভৃত্য
মালব রাজকুমার
সভাসদগণ ও নাগরিকগণ
শান্তনু—সিংহল দেশীয় শ্রেষ্ঠী
বিশ্বমুখ—শান্তনুর ভৃত্য
মাধবগুপ্ত,—মগধের বৌদ্ধ ভক্ত শৈব রাজা
থিয়েনসান—চীন দেশীয় বৌদ্ধ পর্য্যটক

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন
পুলকেশী—চালুক্যরাজ
ধাবক—রাজ্যবর্দ্ধন সভাকবি
সোমদত্ত—সৈন্যাধ্যক্ষ
ধনপতি—সিংহল দেশীয় শ্রেষ্ঠী

নারী

মণিমালা—মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনের বিধবা কন্যা
বাসন্তী—সিংহল দেশীয় ধনপতি শ্রেষ্ঠীর কন্যা
নির্ম্মলা }
কুসুমিতা } ঐ বাল্য সহচরী
সুগতা—বৌদ্ধ ভিক্ষুণী

মণিমালা



প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

তাম্রপর্ণী দ্বীপ—ধনপতি শ্রেষ্ঠীর উদ্যান-বাটীকা।

(নির্ম্মলা ও কুসুমিতার প্রবেশ)

গান—লুম ঝিঝিট

দিন ফুরাল, সন্ধ্যা এল,
ফুটিবে সখি তারার মেলা ;
মুচ্‌কি হেসে, গলে যাবে,
দেখে মোদের পারের জ্বালা।
আঁধার পেয়ে ফুটিবে কলি,
ছুট্‌বে বাতাস প্রেমে ঢলি,
মোদের আলো যাবে চলি,
ফুরিয়ে এলো পারের বেলা।
আঁধার যারা ভালবাসে,
থাকুক তারা তারি আশে,
সুগত দেও চরণ আলো,
ঘুচিয়ে দেও গো ভবের জ্বালা।

নির্ম্মলা। বেলা অবসান। সখীর দেখা পাইলে ঘরে ফিরিতে পারি।

কুসুমিতা। দেখা পাওয়া ভার; তাহার চিত্র অঙ্কিত হইতেছে।

নি। শুনিলাম ত। আশ্রম হইতে ফিরিয়া দেখিয়াছি একভাব, আর গত কয়দিন দেখিতেছি অন্যভাব।

কুসু। বুঝি আর আশ্রমে যাওয়া হইবে না।

নি। তাও কি হয়! মাতাজী সখীর জন্মের পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যেন সুগত আসিয়া তাঁহার নিকট কি চাহিতেছেন। তাই, সই আশ্রমবাসিনী।

কুসু। তোমায় ইহা কে বলিল?

নি। এ ঘটনা নাকি গুপ্ত ছিল। শেঠজীর ইচ্ছা কন্যার বিবাহ দেন, কিন্তু মার ইচ্ছা সুগতের চরণ সাধনা।

কুসু। কি যেন হয়! নির্ম্মলা, আমরা আশ্রম হইতে আসিয়া আর কি লাভ করিলাম।

নি। শুধু সংসারের বোঝা।

কুসু। তবে আশ্রম এই পর্য্যন্ত। পট চিত্রিত হইতেছে বিবাহের জন্য বুঝি।

নি। শুনিলাম এ বাটীর সকলকে লইয়া সুগত জীবনের একটি কাহিনী অঙ্কিত করা হইবে।

কুসু। তবেই হয়েছে। সই, এস, দুএকটী ফুল তুলি।

(প্রস্থান)

(সোমদত্তের প্রবেশ)

সোমদত্ত। কই, এই কি সে নির্দ্দিষ্ট স্থান? এই ত সেই কুসুমিতা সুন্দরী-ছায়া! আহা কি মনোরম! কি সুন্দর! আমার কি আসিতে বিলম্ব হইয়াছে? না, আমি ব্যগ্রতাবশতঃ সময়ের পূর্ব্বেই আসিয়াছি।

আমি সে শীতস্নিগ্ধকনকজ্যোৎস্না-স্নাত সুন্দরী দেখিয়া আত্মা হারাইয়াছি। হায় আমার প্রাণ, হায় আমার অদৃষ্ট, আজি কোথায় সে মণিমালা! আমি যেথা যাই বিপত্তির সৃষ্টি করিয়া লই। আজ এই তিন বৎসর দেশত্যাগী, আমার মস্তিষ্ক উষ্ণ হইয়া উঠিতেছে, কোথায় একটু বাতাস পাই দেখি।

(প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে নির্ম্মলা ও কুসুমিতা ও বাসন্তীর প্রবেশ)

বাসন্তী। সই! তোমরা গাইতেছিলে। আমি সংবাদ পাইয়াছিলাম, কিন্তু এক চিত্রকরের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম।

নি। তুমি চীরবাস ত্যাগ করিলে।

বাস। ভাই, বাসত্যাগ ত মানবের অভ্যস্ত!

কুসু। আর আশ্রমে যাওয়া হইবে না, যাক্ সংসার ধর্ম্ম কর। তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারিণী।

বাস। আমি ঐশ্বর্য্য চাহিনা সই। স্ত্রীলোক ঐশ্বর্য্যে কি সাধনা করিবে।

কুসু। ঐশ্বর্য্যের কাণ্ডারী চাও।

বাস। তুই কাণ্ডারী পেয়ে আছিস কেমন?

নি। বোঝা বহা, তা যেদিক্ যাও বহিতে হবে ত!

বাস। তুই বেশ সুখে বহিস্—আমি চাহিনা।

কুসু। তা তোমার পটেই বুঝেছি।

বাস। আমি সেই চিত্রকরের অপেক্ষায় আছি, এস সখি আর একটী গীত গাইবে।

নি। কিবা গাইব, চল।

(প্রস্থান)

(সোমদত্তের প্রবেশ)

সোম। এই ত তাঁহারা ছিলেন, কোথায় গেলেন। চিত্রে সার্থকতা হয় নাই। কেমন করিয়া হইবে? দেখি,—এ আঁখি আরও বিস্ফারিত হইলে অসঙ্গত হয়, নতুবা ও অসীম স্নিগ্ধ জ্যোতির সম্যক বিকাশ অসম্ভব। আমি উষার তরুণ কিরণ লইয়া এ গণ্ডদেশ আমোদিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি কিন্তু সফল হই নাই। তা হইবে কেন? উষা গর্ব্বিতা। আমি এ মুখখানি নিত্য দেখিব বলিয়া চিত্রাঙ্কনে সম্ভবাতীত বিলম্ব করিয়াছি। প্রত্যহ এক প্রহর পর্য্যন্ত নানা ছলনায় তাহাকে সম্মুখে রাখিয়াছি, কিন্তু তবু তৃপ্তি পাই নাই। নিত্য মণিমালাকে দেখিয়া কবে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিতে পারিয়াছিলাম। না, আর সে বিষয় মনে করিব না, যাহা গিয়াছে তাহা যাউক—আর আসিবেই বা কি? (সচকিতে) এ কি আপনি এইখানে?

(বাসন্তী প্রভৃতির প্রবেশ)

বাস। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছেন, দোষ মার্জ্জনা করিবেন। চিত্র আনিয়াছেন কি?

নি। নিস্তব্ধ রহিলেন যে।

সোম। আনিয়াছি, এই তরুতলে আছে। কিন্তু দেবি! শরতের হিম জোছনায় রজত প্রান্তরে কলভাষিনী নির্ঝরিণীর হিরণ্ময় স্রোত রেখার অনুরাগ যদি কেহ তুলিতে আনিয়া দিতে পারে তবে ও মাধুরী চিত্রন কতক সম্ভব। ক্ষুদ্র মানব আমি।

নি ও কুসু। চিত্র অতি সুন্দর হইয়াছে।

বাস। (স্বগতঃ) এ কি আমি, না চিত্রকরের কোন উপাস্য দেবী।

কুসু। সই তোমার যোগ্য চিত্র বটে। চিত্রকরকে সন্তুষ্ট কর।

বাস। (স্বগতঃ) আমার অঙ্গ কাঁপিতেছে। এ চিত্র আজি শেষ।

নি। এ সুন্দরী কে সই!

বাস। চিত্রের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা আপনার সৌজন্য প্রশংসনীয়। আপনার প্রাপ্য বিষয়ে পিতা বিবেচনা করিবেন। তদ্ভিন্ন এই মণিমালা আপনার পরিতোষিক। আশাকরি সুগত আপনার কুশল করিবেন। আমরা আসি, এস সই কার্য্য আছে। (প্রস্থান)

সোম। অর্থ অপেক্ষা সুখ্যাতি বরণীয়; রৌপ্য ও স্বর্ণ অপেক্ষা প্রসন্নতা ভাল। কিন্তু আমি সে সত্য আজি বিক্রয় করিলাম। রাত্রি আসিল, আমি কি যেন হারাইলাম। এ চিত্র আবার আমার কাল হইল। হয় যুগান্তর ব্যাপিয়া এ চিত্র অঙ্কন করিবার অবসর পাইতাম, না হয় এ পথেও আসিতাম না! কিন্তু যাহা যায় তাহা আর আসে না। ভাল, আমি চিত্র দিবার জন্য এখানে আসিলাম কেন? এখানে আহুত হইলাম কেন? সে প্রিয়মুখী আমাকে কিছু বলিবে বলিয়া? কি বলিবে? আর আমার প্রাণই উদ্বেলিত হইতেছে। কিন্তু তবু যেন মনে হয় ইহার ভিতর কিছু আছে। কি আর থাকিবে! একবার মণিমালাকে ভালবাসিয়া আপন পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়াছি। আর এ বিদেশে তদপেক্ষা হীন গতি ভিন্ন আর কি হইবে। তুমি আমায় মণিমালা উপহার দিলে, জাননা, অয়ি সন্তোষিনী; তুমি নির্ব্বাপিত অগ্নি দ্বিগুণ প্রজ্বলিত করিলে। ও! কি ভীষণতা, আকাঙ্ক্ষার কি তীব্রতা, নৈরাশ্যের কি মলিনতা! যাহোক্ আমি ওকথা ভাবিব না। কিন্তু আমার ভরা হৃদয় যদি তোমাকে দেখাইতে পারিতাম, তবে তৃপ্ত হইতাম। নদী বহিতে না পারিয়া দুকূল ভাঙ্গে, বরষা ঝরিতে না পারিয়া ঝড় আনে, আমি প্রাণ সঁপিতে না পারিয়া নষ্ট হইলাম।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নিজ বাটীতে শান্তনু।

শান্তনু। কি করা যায়! লজ্জা আসিয়া বাধা দেয়। লজ্জায় আমি কিছু বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা। বাসন্তী সুন্দরী, আমার অর্থাভাব নাই, এ বিবাহে ধনপতির অমত হইবে না। আর বিশেষতঃ আমা অপেক্ষা ধনী অন্য কোন শেঠ পুত্র এ সোনার লঙ্কায় নাই। ধনপতি আমার পিতার বান্ধব, কোনই গোল নাই, তবে আমি লজ্জা করি কেন? যদি না হয়, না হইবার কারণ কি? প্রথম এ বিষয় ধনপতি আমায় কিছু বলেন না, দ্বিতীয়তঃ, বাসন্তী প্রেম কাহাকে বলে জানে না; যদি কোন আভাষ দিই; তার ডাগর ডাগর আঁখি যেন আরও বিস্ফারিত করিয়া এ বিষয়ে একান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। তবে প্রথম কথার উত্তর এই, ধনপতি আমার নিকট প্রস্তাব করিতে সাহসী নহেন। দ্বিতীয়তঃ, বাসন্তী আশ্রমে ছিল, এসব কিছু বুঝে না। এ বিরক্তির ভাব নয়। দেখা যাক্—আমিই বলিব।

(বিশ্বমুখের প্রবেশ)

বিশ্বমুখ। চিত্রমুখের শিষ্য উপস্থিত।

শা। লইয়া আইস।

(সোমদত্তের প্রবেশ)

শা। আসুন, আসন গ্রহণ করুন।

সোম। আপনার সম্মুখে আমি বসিবার যোগ্য নহি, আপনি আমার প্রতিপালক।

শা। সংসারে কে কার প্রতিপালন করে, একমাত্র সুগত ভরসা, আপনি বিশ্রাম করুন।

সোম। আমার সর্ব্বক্ষণই বিশ্রাম। আমি বিদেশে আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছি। গুরুদেব নির্ব্বাণ সময়ে আমাকে আপনার আশ্রয়ে সমর্পণ করিয়াছেন, আমি তাহাতেই আশ্বস্ত।

শা। আপনি সেই সময় হইতেই আমার সুখ ঐশ্বর্য্যের তুল্যভাগী হইয়াছেন; যদি কখনও কোন অসুবিধা বোধ করেন, সানুগ্রহে জানাইবেন। এ প্রাসাদ ইত্যাদি আপনি যথেচ্ছরূপে ভোগ করিতে পারেন, আমাকে আপনার সোদর ভিন্ন অন্য কিছু জানিবেন না।

সোম। কৃতার্থ আছি। শাস্ত্রে আছে, টিকটিকি হাত দিয়া চলে, তবু প্রাসাদে থাকে। মহতের আশ্রয় লাভে আমি আপনাকে ধন্য জানিলাম।

শা। আর অত কথায় প্রয়োজন কি? স্নান আহারের সময় উপস্থিত, আপনি প্রস্তুত হইয়া আসুন, আমি আপনার অপেক্ষায় রহিব।

সোম। আমায় আর প্রস্তুত হইতে হইবে না। গুরুদেব শেষ সময় তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ভিক্ষুগণকে দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আমি আশীর্ব্বাদপ্রার্থী, করে তুলিকা ও শিরে গুরুভার, এই আমার সমস্ত সম্পত্তি।

শা। আপনার এ প্রসন্নতা সর্ব্বাংশে বরণীয়, আপনি এদেশে কিরূপে আসিলেন?

সোম। আমি পিতৃকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত। তাই নিজ ইচ্ছায় ভারতের সীমা ত্যাগ করিয়াছি। দুই বৎসরের অধিক কাল যাবৎ চিত্রমুখের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছি।

শা। আপনার দেহে বা মনে কোন পাপ থাকিতে পারে এমত বোধ করি না। নির্ব্বাসন কেন? কোন সত্যে আবদ্ধ কি?

সোম। সবিশেষ গুরুদেব কে বলিয়াছিলাম আপনাকেও বলিব। ভাল, না বলিলে আপনি থাকিতে দিবেন কেন? কথাটা গুরুতর বটে আর অজ্ঞাত কুলশীলস্য—

শা। আমি সে সন্দেহ করিতেছি না, এবং তাহা আপনি এখন বলিলেও শুনিব না, আপনি প্রকাশ করিবেন না। আসুন আহারাদির উদ্যোগ করা যাউক।

সোম। যে আজ্ঞা।

শা। বিশ্বমুখ? পূর্ব্ব হইতেই জানিয়াছ ইঁহাকে আমার সোদর-সম দেখিবে, এবং সমস্ত দাসদাসী এবং লোকবর্গকে বিহিত জানাইয়া দিবে।

(বিশ্বমুখ ও সোমদত্তের প্রস্থান)

শা। আমি এ চিত্রকরের সাহায্যে বাসন্তীকে লাভ করিব। এ তাহাকে প্রেম শিখাইবে। এ তাহার মুখ ফুটাইবে। যদি আবশ্যক হয় চিত্রকরই আমার দূত হইতে পারিবে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

শান্তনুর বাটী।

সোমদত্ত। আজ একবার জীবনের পুরাতন স্মৃতি আলোচনা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাহাতে যে কঠোর ও সুতীক্ষ্ণ নৈরাশ্যের কশাঘাত তাহা মনে করিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। কিন্তু ভুলিতেও ত পারি না। স্বপ্নেও ত ভুলিতে চাহি না। আমার প্রাণের

এমনি বৃত্তি যে যাহাতে বেদনা, যাহাতে দুঃখ, যাহাতে নৈরাশ্য তাহাতেই যেন অধিকতর তৃপ্তি। ইহাতে কি লাভ! কিন্তু প্রাণে প্রবোধ মানে না। আমি যে কি চাই তাহাও বুঝি না, প্রাণের এক অব্যক্ত অভিলাষ—কি যেন চাই—কি যেন নাই—আমার নিজের প্রাণ যেন আমার পর হইয়া গিয়াছে। কোন আনন্দ নাই, ভাল করিয়া কাঁদিতেও পারি না, কাহারো সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে ভয় হয়—আমি কোথায় গিয়া প্রাণ জুড়াইব—কে বলিয়া দিবে। মণিমালার সেই মুখখানির স্মৃতি আমি প্রাণে ধরিয়া সকল দুঃখ সহিতেছি। কিন্তু কি মোহ! কখনো ত মিলন হইবে না। আবার এই চিত্রাঙ্কণের বিষম বিভ্রাট আসিয়া প্রাণকে আকুলিত করিয়া দিল। কেহই ত আমার নহে। আমার কি নির্ব্বুদ্ধিতা। জগতের যত সুখ, যেখানে যতরূপ সবই কি বিধাতা আমার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। মন, শান্ত হও, আমি আলস্যকে আশ্রয় করিয়াছি—তুমি তাহাতে অনেক কল্পনা সংগ্রহ করিতে পাইবে।

(শান্তনুর প্রবেশ)

শা। আপনি কি ভাবিতেছেন? অদ্য কি কোন অসুবিধা হইয়াছে।

সোম। আপনার অনুগ্রহে আমি পরম সুখে আছি।

শা। আমি বিষয়কর্ম্মে অনেক সময় ব্যাপৃত থাকি, নিজের সুখ নিজে করিয়া লইবেন। আমার সমস্তই আপনার আজ্ঞায় চলিবে।

সোম। আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত আছি।

শা। আপনার আর কতকগুলি চিত্র অঙ্কণের সুবিধা সত্বরই করিয়া দিতে পারিব। আমি প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে বিবাহ করিব না। কিন্তু এ ঐশ্বর্য্য বিত্তাদি ভোগ করিবার লোক পাই না।

সোম। জগতে কত অভাব আছে, আপনি অনেক পূরণ করিতে পারেন।

শা। বিবাহের দ্বারা নিজের অভাবই প্রথমতঃ পূরণ করিব।

সোম। ইহা বেশ; কারণ আপনার দয়া, আপনার বংশধরগণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন। আপনি একা যাহা করিবেন, তাহা আপনাতেই লোপ হইবে।

শা। আমি নিঃস্বার্থ নই। আমার লালসা বৃদ্ধি হইয়াছে।

সোম। তাহার নিবৃত্তি করিতে কতক্ষণ?

শা। জগতে কেহ কি তাহা পারিয়াছে?

সোম। সুগত।

শা। তিনি ঈশ্বরের অবতার। আমরা মানব। আমি মানবধর্ম্ম পালন করিব।

সোম। ইহাও উত্তম।

শা। আপনাকে সে পাত্রী খুঁজিতে হইবে। আমি যাহাকে ভালবাসি সে সরলা, ভালবাসা বুঝেনা, প্রেম কি বুঝেনা, সে অত্যন্ত সরলা না হইলে বলিতাম যে, সে আমার উপর বিরক্ত।

সোম। সেই তবে সব চেয়ে ভাল; আপনার হৃদয়-ভরা প্রেম তাহাকে সঁপিয়া দিবেন। ফুল ফুটিবেই।

শা। আপনি তাহাকে চিত্রবিদ্যা শিখাইতে পারেন?

সোম। আপনার অনুমতি হইলে পারি। কিন্তু আমি কি জনি, আর বিশেষতঃ তাহাতে আপনি কি সফলকাম হইবেন? আমি চিত্রবিদ্যা শিখিয়াছিলাম ভ্রান্তির জন্য।

শা। সে ভ্রান্তিতেও আমার লাভ, কেন না তবু সে নূতন কিছু শিখিবে।

সোম। কোথায় কার্য্য করিতে হইবে?

শা। তাহা আপাততঃ বলিব না, যদি হাস্যাস্পদ হই। জানি আমি তাহাকে চাহিলেই পাই। কিন্তু লাভ কি? সে কি আমার হইবে। সুবর্ণশৃঙ্খলাবদ্ধা বিহঙ্গিনী তাহাতে কি সুখ পাইবে? আমিই বা কি পাইব।

সোম। তবে এ ভালবাসা কেন?

শা। আমি বুঝিনা। কিন্তু ভালবেসে দুঃখ পাওয়া এক সুখ, ভালবেসে না পাওয়া তাও এক সুখ। প্রাণ তীক্ষ্ণ বাসনায় দিবানিশি দগ্ধ হয় তাও বুঝি সুখ, তা না হলে কুসুমকলি পুষ্পকীট বুকে লুকাইয়া রাখে কেমন করে! কেন এমন ভালবাসা হয়।

সোম। এ পৃথিবীর গতি বিচিত্র।

নর বলে ভালবাসি, ভালবাসা পাই না।
নারী বলে ভালবাসি, কেহ ভালবাসে না॥

শা। আপনি তাহাকে চিত্র শিখাইবেন, সে প্রেম শিখিবে।

সোম। বিধির এ বিচিত্র লীলা। আমি প্রেম শিখাইব? নিজে কতটুকু জানি! আমার অদৃষ্ট মন্দ, আমি যাহা করিতে যাইব তাহাতেই বিপত্তি ঘটিবে, আমার অদৃষ্টে আপনি নষ্ট হইবেন। ভগবান আমার কপালে প্রেমের পুরস্কার লিখিয়াছেন নির্ব্বাসন।

শা। আপনি তবে মহাপ্রেমিক, আপনি আমার দূত হইবেন। আমি সে বালিকার মত লইয়াছি, সে চিত্র শিখিতে অতিশয় আগ্রহান্বিতা। তাহাদের পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ আমার এ আগ্রহে অসম্মতি দেয় নাই। আপনার সম্মতি হইলেই হয়।

সোম। আমার কোন অসম্মতি নাই।

শা। আমি অতিশয় সন্তোষলাভ করিলাম। অদ্য রাত্রে

আমি সেখানে যাইয়া সব ঠিক করিয়া আসিব। চলুন একটু সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া আসি। বেলা অবসান হইবে।

সোম। চলুন, আমার কি! দিবারাত্রি সব সমান।

শা। আমি সামান্য একটু কাজ শেষ করিয়া লইব।

সোম। বেশ।

শা। আসিতেছি। (প্রস্থান)

সোম। এ বিষম বিভ্রাট। (প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সমুদ্র তীর।

(বাসন্তী, কুসুমিতা ও নির্ম্মলা)

গীত।

বাসন্তী। তমাল বনছায়ে, আঁচল বিছায়ে,
আকাশ পানে চেয়ে রই।
যায়, ভেসে যায়, মেঘ মেখে গায়
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বায় সই!

এই বেলাভূমিতটে, শিকর নিকর
আসি, মুক্তাসম সাজিত চিকুরে। ঘোর
গর্জ্জনলোভী জলধি উপেক্ষিত ক্ষীণ
কণ্ঠে বালসুলভতা; শুভ্র বালুস্তূপ,
কোমলে বিছায়ে রেণু, শয্যা পেতে দিত।

একদৃষ্টে দেখিতাম নীলছবি আমি ;
তমাল ছায়ার তলে, দেখিতাম চেয়ে,
পাখী উড়ে যেত, কত মেঘ ভেসে যেত
বৈশাখের খরতাপে ফুল্লদেহ খানি
কুসুম কোমল ক'রে ; তারপর চেয়ে,
আকাশে মিলায়ে আঁখি, নীলিমায়
নীল মিশাইয়ে, শুধু ঢেউ, শুধু ঢেউ ;
আকাশ, বাতাস, সাগর, ভূধর, সব
ঢেউয়ে ভেসে যায় ;
আজি কোথা সেই দিন।

নি। দিন যায়, দিন আসে ; আবার দিন পাবে, আর তোমার কোন দিনই বা মন্দ যায় ?

কুসু। আমার মনে হয় তোমার যেন কেমন ভাব হয়ে উঠেছে। আশ্রম ত্যাগ করেও তুমি বেশ ছিলে। এখন কি চাও বল দেখি, কি বাসনা !

নি। সই বাসন্তীর বাসনার অন্ত নাই।

বাস। কারই বা আছে ! এই অনন্ত সমুদ্র, সেও তার অনন্ত কায়া বিস্তার ক'রে কূলভূমি গ্রাস করিতে চায়।

কুসু। তাত বুঝিলাম, তোমায় আবার কথা বলিতে ভয় হয়। বল দেখি ভয়ে বলি না নির্ভয়ে বলি।

বাস। কথা বলিতে ? তা আবার তোর ভয় কি ?

কুসু। বলি শেঠজীকে কিছু বলতে হবে নাকি ?

বাস। সুখের কথা ভাব্‌তে দুঃখ আসে ; বল সই, দুঃখের কথা ভাব্‌তে অত ভাল লাগে কেন ? তা দেখ্‌ পোড়া মন কি বলিতে কি বলি।

কুসু। বটে!

নি। তোমার কোমল প্রাণ, ভাব যে পরে দুঃখ না পায়, তুমিই শুধু পাও।

কুসু। শুনেছি সুখের ইচ্ছায় দুঃখের ভাবনা আসে।

বাস। তা হবে।

যখন আশ্রমে বসি, বটতরুমূলে,
পাশে বসি তপস্বিনী, ভিক্ষুণীর মেলা,—
হতো কত ধর্ম্ম আলাপন; বুদ্ধপদে
জনম সঁপিয়া দিয়া, নির্ব্বাণের পথ,
কামনার বিসর্জ্জন, ভিক্ষাব্রত লয়ে
মুক্তি ভিক্ষা পথে;—সে সুখের ইচ্ছায়
বিষম বিষাদ সখি আসি দিত বাধা,—
কবে—সুপথ ছাড়িয়া, সংসারের মাঝে
পড়ি, হবে সব ব্রত নিষ্ফল কাহিনী।

নি। আশ্রম ত্যাগ করিলে কেন?

কুসু। ফুল ফুটিতেই হবে, শুধু কলি হয়ে থাকা শুকাতে।

বাস। কলি হয়ে থাকা বরং ভাল।

কুসু। চাহনা ঝরিতে!

বাস। পথে দলিতা হ'তে?

কুসু। এ জ্ঞান কোথায় পেলে?

বাস। তোমার আঁখিতে। কি বলিস্ নির্ম্মলা!

নি। উহাতে বুঝি তোমারই চিত্র।

বাস। এস ওই পুরাতন তমালতলায় অলসে বিশ্রাম করি।

কুসু। রবি ডুবে যায়।

বাস। আমি আঁধার বড় ভালবাসি।

কুসু। তবে আঁধারে আলো দেখিয়াছ। কে বল দেখি, কেন ভাবিয়া কাহিল হইবে, এখনও বল।

বাস। কেন? আমায় কি পাগল পাইয়াছিস্।

কুসু। পাগলের রক্ত গরম থাকে, তুমি যে হিমাঙ্গ হইলে দেখিতেছি।

নি। তোমার বিবাহ যা হবে, তা ভালই হবে, তার জন্য কি?

বাস। কোথাকার বোকা মেয়ে, তুই কি বিয়ের আগে ঘুমাতিস্ না।

নি। অনিদ্রা তার পরে আসিয়াছে।

কুসু। সইএর চিত্রখানি একদিন দিও, বাড়ীতে দেখাইব।

বাস। সে চিত্র ভাল হয় নাই। আমি চিত্রকরকে পাইলে আর কয়েকখানি আঁকাইতাম।

কুসু। তোর মরণ আর কি?

বাস। সাথে যাইবি?

কুসু। আমার দায়!

বাস। আমায় পথ দেখাইতে।

কুসু। এইবার নির্ভয়েই বলি—বলি চিত্রকর ত বেশ সুন্দর?

বাস। দূর পোড়ামুখী।

কুসু। তোর বাপের অতুল ঐশ্বর্য্য; অর্থের জন্য ত আর ভাবনা নাই।

বাস। তুই গান গা'।

কুসু। সকলেই বলে স্বভাব সুন্দর।

বাস। আকাশে একটু মেঘ করেছে।

নি। উত্তর দিস্‌না কেন?

বাস। ও পাগলীর কি উত্তর দিব।

কুসু। হুঁ—সই রাগ্ করিসনা।

বাস। চল্ তমাল তলায় যাই।

নি। আমি দু একটী ঝিনুক কুড়াইব।

কুসু। চল্ আমিও তোর সাথী।

নি। সই তুমি মুক্তা কুড়াইবে এস!

(প্রস্থান)

(সোমদত্ত ও শান্তনুর প্রবেশ)

সোম। দেখ, দেখ রবি ডুবে যায়।

শা। যায় যাক্ আর যেন নাহি আসে।

সোম। কেন সহেনা আলোক?

শা। সহেনা, সত্য সহেনা। সারারাতি বসি
ভাবি, ভাবি, মনে গড়ি, মনে ফিরে ভাঙ্গি;
আসিলে প্রভাত, তার সহস্র করেতে
দেয় দেখাইয়া সব মিথ্যা! সব মিথ্যা!
শুধু সত্য, বাসেনা সে ভাল, জানেনা সে
কিছু মাত্র ভালবাসা; কারে বলে প্রেম
তার নাহি প্রয়োজন।

সোম। (স্বগতঃ) এ কি জানে জানিনা, কেবল আমি জানি পুড়িয়া মরিতে। (প্রকাশ্যে) ইচ্ছা হয় ওই রবির মত ডুবিয়া শীতল হইতে।

শা। যদি ডুবিয়া রত্ন পাই, তবে ডুবিতে পারি।

সোম। আগে ডুবিয়া দেখি যদি পাইত পাইলাম, না হয় ফিরিবনা।

শা। তুমি আশ্চর্য্য লোক; ফিরিব না কি দুঃখে?

সোম। যদি ফিরিব তবে আর সুখ কি? বিসর্জ্জন ত পাইলেও দিতে হইবে, না পাইলেও দিব।

শা। তোমার এ প্রেম বটে, আমায় কিছু শিখাও—

সোম। ওই শুন কে গাইতেছে।

নেপথ্যে সঙ্গীত

কুসু।

ঘন তমসায় ডুবে যায় ধরা।
আসিল সন্ধ্যা শান্তি লয়ে আঁধার পরা।
কপালে তারার টীপ্, ঘরে ঘরে বধূ হাতে লয়ে দীপ—
পিয়াল কুঞ্জে, তমাল পুঞ্জে, শুধু শান্তি শান্তিভরা।

(বাসন্তী প্রভৃতির প্রবেশ)

শা। কি বাসন্তী, কুশল ত? বেড়াইতে আসিয়াছ?

বাস। অনেক দিন পুরাতন স্থানে আসি নাই। (সোম দত্তের প্রতি) আপনার কুশল ত? চিত্রমুখের নির্ব্বাণে আপনার সমুহ বিপদ গিয়েছে।

সোম। আমি ইহার আশ্রয়ে সকল কষ্ট ভুলিয়াছি। আর আমার কষ্টই বা কি?

নি। তুমি ত এক দিনও সংবাদ লইলে না। এত কষ্ট করে তোমার চিত্র আঁকিয়াছেন।

বাস। আমার পিতার দ্বারা সংবাদ লইয়াছিলাম; জানিতে পারিলাম স্থান পাইয়াছেন।

সোম। আপনাদের কৃপায় আমি সুস্থ আছি।

শা। ইনি তোমাকে চিত্রবিদ্যা শিখাইবেন।

কুসু। সই আমার, চিত্রের কি শিখিবে?

বাস। না, আমার শিখিতে একটু বাসনা হইয়াছে।

কুসু। তবেই হয়েছে। প্রথম আশ্রম, তারপর ত্যাগ, তারপর চিত্র, তারপর বিত্তা, তোমার বর জুটিবেনা!

শা। সে ভয় তোমার নাই!

সোম। দেখ কি প্রলয়ের মেঘ।

বাস। প্রকৃতির বিচিত্র গতি।

সোম। দেখ সাগর যেন স্তব্ধ, আর বাতাস নাই; তরুরাজি নিস্পন্দ, সকলে মস্তক ধূসর বর্ণ করিয়া ভ্রুকুটী করিতেছে।

শা। ঝড় আসিল।

বাস। সখি চল, ঝড় বহিবে।

সোম। (স্বগতঃ) ঝটিকা সর্ব্বত্র।

বাস। চলুন, এ উন্মুক্ত বেলাভূমিতে ঝটিকা প্রবল বহিবে।

শা। বৃষ্টিও আসিল।

সোম। এ বরষা সর্ব্বত্র নয়।

বাস। এ অবস্থায় আমাদের গৃহে চলুন, নিকট হইবে। পরে দেখা যাইবে।

শা। তাই চল। (সকলের প্রস্থানভাব)

সোম। (স্বগতঃ) ঝটিকা আরও প্রবল হও, অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া দেখ, কোথায় কি আছে।

(সকলের প্রস্থান)

———

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

শান্তনুর বহির্বাটী—কক্ষ মধ্যে ভৃত্য।

ভৃত্য। না, বড় গোল বাধালো। ঠক্ ঠক্ ঠক্, বিরাম নাই, এই ভয়ঙ্কর বর্ষা, ঝড়, এর মধ্যেও ঠক্ ঠক্—বলি কেহে ?

নেপথ্যে। এখানে শ্রেষ্ঠীপুত্র আছেন ?

ভৃত্য। কি বলে বুঝ্‌বার যো নাই, এ চোয়াড়ে গলা আমদানি হল কোথা হতে, সোনার লঙ্কা রাজ্যে এমন নাই, বলি কে ?—

নেপথ্যে। বৃষ্টিতে ভিজে গেলাম, দোর খোল।

ভৃত্য। গেলে গেলে বয়ে গেল, কেবল খরচ কেবল খরচ, আজ কর্ত্তা বাড়ী নাই। কি চাও ?

নেপথ্যে। দোর খোল না !

ভৃত্য। ওই এক ঘেয়ে সুর, না ঘুম হলোনা, দোর খুল্‌তেই হলো। ঠক্ ঠক্ কর্‌ছে ঠগী নয় ত ? ভাল একখান অস্ত্র হাতে রাখা ভাল।

(চিন্তামণির প্রবেশ)

ভৃত্য। তুমি কেহে বাপু ?

চিন্তামণি। আমি সোমদত্তের ভৃত্য ; তিনি কোথায় ?

ভৃত্য। তা পরে বোঝা যাবে, তুমি বল্‌ছো ভৃত্য, আমিও যে এক ভৃত্য। কই, বাবা, এযে আকাশ মাটী তফাৎ ! তোমার রকমটা ভাল বলে বোধ হচ্ছে না,

চিন্তামণি। কেন ?

ভৃত্য। তোমার গলায় আওয়াজ নাই।

চিন্তা। মাসাবধি পথশ্রমে, তারপর এই আকস্মিক ঝড়ে বড়ই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। আমার প্রভু কোথায়?

ভৃত্য। কেন, কি দরকার?

চিন্তা। তাঁর কাছেই বল্‌ব।

ভৃত্য। উহুঁ, তবে হলো না।

চিন্তা। আমি তাঁকে দেশে নিয়ে যেতে এসেছি।

ভৃত্য। তাও হলো না, তাঁর তিন কুলে ত কেউ নাই শুনেছি।

চিন্তা। সবই আছে। সে অনেক কথা। তাঁহার পিতার মৃত্যুতে তিনি অতুল বৈভবের একমাত্র অধিকারী।

ভৃত্য। বাস্‌রে! সংসারে সবাই বড়, কেবল আমরা যাহা আছি তাহাই থাকিয়া গেলাম।

চিন্তা। তাঁর কাছে নিয়ে চল।

ভৃত্য। তিনি ত ধনপতি শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে আছেন। তা হবে। এখন কাপড় ছাড়, বিশ্রাম কর, কাল প্রাতে দেখা হবে।

চিন্তা। তা হয় না। প্রাতেই একখানি পোত বন্দর ত্যাগ কর্‌বে। সকলেই তাঁর জন্য বড় উৎকণ্ঠিত।

ভৃত্য। আর এতকাল—

চিন্তা। তা যা হোক্। তুমি সে বাড়ী জান?

ভৃত্য। হুঁ, এ বাড়ীতে থাকে কে, আচ্ছা লোক দেব। তা তিনি কাল আর যেতে পাচ্ছেন না।

চিন্তা। সে বিষয় পরে বিবেচ্য, আগে ত দেখা হোক্।

ভৃত্য। হুঁ, ব্যাপারটা স্বপ্নের মত বোধ হচ্ছে। ভাল, দেখত আমি ঘুমিয়ে নই ত?

চিন্তা। বল কি?

ভৃত্য। রাত্রে ঘুমিয়ে আছি সকালে উঠে দেখি রাজা হয়েছি, এ যে তাই!

চিন্তা। সে অনেক কথা, সব শুন্‌তে পাবে।

ভৃত্য। না ভাই, আগে বল। ভাল, তোমার আহারাদির প্রয়োজন! তুমি একা?

চিন্তা। আমার সঙ্গীগণ বন্দরেই আছে সেথাই রাত্রে থাক্। আমার কোন আহারের প্রয়োজন নাই।

ভৃত্য। তা হবে না, তা হবে না—এসো—কিন্তু তোমাকে বাড়ীর মধ্যে যেতে দিচ্ছি না, কি জানি যদি কিছু মত্‌লব থাকে।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

ধনপতি শ্রেষ্ঠীর উদ্যান।

সোমদত্ত। সেই স্থান, যেথা আমি চিত্ত দিয়াছিনু।
দিন যায়, দুঃখ আসে ঘনীভূত হয়ে,
বৃদ্ধি হয় এ চিত্তের ক্ষুব্ধ চঞ্চলতা।
চমকে বিজলী, তীক্ষ্ণ বহে সমীরণ,
বহে ঝড় আপনার সর্ব্বশক্তি ল'য়ে,
প্রাণে আন্দোলন মোর অধিক প্রবল!
বিধি বিড়ম্বনা, দারিদ্র্যে ছিলাম বেশ।
অকস্মাৎ ঘটিল ঘটনা, আশা হলো

তারে পেতে পারি, আমি দীন নহি আর।
বাধা এল, যেতে হবে সব মায়া ত্যজি।
কোথা যাব? সেথা মণিমালা আছে। আমি
পাবনা তাহারে, মরিব জ্বলিয়া, সেও
হবে জ্বালাতন। ফিরে যাব, ফিরে হবো
স্থির নির্ব্বাসিত; এবার রাজার আজ্ঞা।
যুদ্ধ বিদ্যা সব, প্রায় ভুলে আছি,
সামান্য সামন্ত হয়ে কাটাইব কাল!
তার চেয়ে এই ভাল। জ্বলিব, মরিব,
দেখিব কি হয় শেষ! ভাল নির্ব্বুদ্ধিতা!
আমার ঐশ্বর্য্য বলে প্রাপ্তি সম্ভাবনা,
নতুবা দরিদ্র মোরে কে দিবে সোহাগ!
যাব, আবার আসিব, আমি তারে চাই!
শৈশবের প্রেমে আছে ঘোর অভিশাপ;—
তাই অপরাধ হীন, পিতৃ কোপানলে,
কি সামান্য তিরস্কারে, আত্ম অভিমানে
গৃহ ছাড়ি আসি! কেহ জানিল না, কেহ
বুঝিল না। মণিমালা, মণিমালা, যেথা
যাই, সেথা তোর নাম, সেথা ভাগ্যে মোর
বিপরীত অদৃষ্ট পীড়ন।

(প্রস্থান)

(বাসন্তী ও কুসুমিতার প্রবেশ)

আমি অধীরা হয়েছি সখি, তাই আসি
শরীর জুড়াতে। প্রভাত না হতে, মোর

হৃদয় পিঞ্জর ভাঙ্গি, চলে যাবে পাখী,
দূরে, কত দূরে, সাগর ওপারে ; আর
ফিরে আসিবে না। জানিবে না, বুঝিবে না,
হেথা পড়ে র'ল অভাগিনী, সই, সই,
শুধু ছায়া মাখা কায়া—

কুসু। এত ভাল বাসিয়াছ, কেন বল নাই ?

বাস। কে শুনিবে, কে বুঝিবে, চিত্ত দিনু তারে
তৈল চিত্র গ্রহণ করিয়া ! তদবধি,
সারা নিশি বসি জাগরণে কত কষ্টে
হয়েছে বাহিত ; সারা দিবা অনাহারে,
তাও সহিয়াছি, তারে দেখিবার আশে।
ভাবিতাম মনে, যদি তারে পাই, সই,
প্রচুর ঐশ্বর্য্য দিয়া বিত্তশালী করে
আপনারি অঙ্কে টেনে লই। আজ শুনি
সে যে মহা ধনী—

কুসু। তবে আর ভাবনা কি ? তোমার পিতার তাহলে অমত হবে না।

বাস। তা হবে না ; তবে তারে কোথা পাব !

কুসু। তিনি এখানেই আজ অতিথি !

বাস। কালি প্রাতেই তিনি কান্যকুব্জ যাত্রা কর্‌বেন।

কুসু। আবশ্যক হলে বিলম্ব কর্‌তে পারেন ত ?

বাস। সে আবশ্যকতা তাঁকে জানায় কে ? আমি যদি দেখা পাই—

(সোমদত্তের প্রবেশ)

সোম। তা হ'লে।

বাস। ও চরণে পরাণ সঁপিয়ে দিই।

সোম। ঝটিকা আরও প্রবল বহিতেছে।

কুসু। আপনি কি বলিতেছেন ?

সোম। বলিবার কিছুই নাই, আপনি গৃহে প্রত্যাগমন করুন। আমি আপনার জন্য আরও ৪।৫ দিন এখানে অপেক্ষা কর্‌বো। আর কিছু বলিবার আমার সাধ্য নাই। আমার মাথা ঘুরিতেছে, আমি যাই। অপেক্ষা কর্‌বো, নিশ্চয় করবো, আর বল্‌তে পারি না। আমি সেই প্রথম দিন হতে তোমারই দাস। তুমি আমার জ্ঞান, তুমি আমার ধ্যান, তুমি আমার চিত্র, তুমি আমার তুলিকা। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা কর্‌বো।

(প্রস্থান)

কুসু। যাহা হইল ভালই। চল সই ঘরে যাই।

বাস। চল, গৃহেই যা'ব। (প্রস্থান)

(শান্তনুর প্রবেশ)

শা। সোমদত্ত কোথায় গেল ? এই পথে বোধ হয় এসেছে। কিছু দেখা যায় না, বিদ্যুৎ আলোকে যেন আঁধার আরও ঘন হয়ে আসে। এখন যদি তারে দেখা পাই, তবে প্রাণের কথা বলি। সে যদি শুনে ভাল, না শুনে আগন্তুক ঘন বরষায় সব ধুয়ে যাবে।

নেপথ্যে—আমি নিশ্চয় অপেক্ষা করবো।

শা। কেও ? সোমদত্ত—কোথায় তুমি ?

নেপথ্যে। আমি আসিতেছি কিছু বলিব।

শা। কি বলিবে এস।

সোম। তুমি! তুমি এখানে কেন?

শা। তোমায় অন্বেষণ করিতে। কেন? তুমি কার সঙ্গে কথা বল্‌ছিলে।

সোম। সে কথা তোমায় বলিব। আমার প্রিয়তমের দেখা পাইয়াছি।

শা। কোথা?

সোম। এইখানে।

শা। কে সে?

সোম। ধনপতির কন্যা, আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব।

শা। কে—

সোম। বাসন্তী—

শা। (স্বগতঃ) বাসন্তী? এ কি! তা হবে না, তুমি পাবে না। না হয় আমিও পাব না। তাব'লে তুমি পাবে না তারে, তুমি বন্ধু ছিলে, শত্রু হলে। না আগে শোনা যাক্।

সোম। কি ভাব্‌ছ?

শা। কি বাতাস!—ও তোমার সৌভাগ্য। অনেক গাছ ভেঙ্গে পড়েছে! সে কি বল্লে?

সোম। সে আমার। আমি প্রাতে চলে যাব শুনে সে দুঃখিত। আমি তার কথা মত ৪।৫ দিন অপেক্ষা কর্‌বো। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠিকে সমস্ত প্রকাশ করা হবে, আমার ঐশ্বর্য্যে বোধ হয় তিনি আর আপত্তি কর্‌বেন না।

শা। ধিক্ তোমার জীবনে! তুমি স্বার্থপর পিশাচ। কামান্ধ হয়ে এখানে বিলম্ব কর্‌বে! বন্ধু, রাগ করো না।

সোম। তুমি আমার পরম হিতৈষী, ঠিক্ বলেছো।

শা। আগে পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করো—এদিক্ আর কোন গোল হবে না, আমি সব ঠিক্ করে রাখবো।

সোম। তবে আমি প্রাতেই যাব। তাকে বলো, তার সাথে একবার দেখা করবো।

শা। এ সাক্ষাৎ যদি অন্য কেহ দেখে কুভাবে গ্রহণ করবে।' কার্য্যে বাধা হবে।

সোম। তাও বটে, তবে তুমি এই রত্নহার গ্রহণ কর, এ তারই প্রদত্ত। এই নিদর্শন দেখিয়ে তাকে সবিশেষ বলো। পারবে?

শা। একথা বাহুল্য।

সোম। তবে তাই ভাল। আমার ভৃত্যের সঙ্গে আমি এখনি দেখা করবো। তুমি প্রাতে গৃহে যাবে?

শা। চিন্তা নাই, তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

সোম। আমি তবে এখন আসি।

(প্রস্থান)

শা। যাও আর ফিরিও না, এ অভাব্য ভাবনায় আমার অঙ্গ কাঁপিতেছে। বিধাতার কি অবিধি। আমি বাল্যাবধি পরিচিত, সুন্দর ঐশ্বর্য্যশালী, আমার প্রতি কটাক্ষপাত নাই; আর একে সামান্য চিত্রকর জেনেও তার প্রতি আসক্ত, আমি জীবন্ত থাকিতে ইহা হইবে না। প্রতিফল স্বরূপ আমি বাসন্তীকে লাভ করিব।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

বিশ্বমুখ। প্রভুর যেন কেমন কেমন ভাব দেখিতেছি, এতকাল ছিলাম বেশ। আমার বোধ হচ্ছে, এই ধনপতির মেয়েটার জন্য প্রভুর এত কাণ্ড। তা, আমায় দিয়ে ভূত ছাড়ান কেন? নিজে গিয়ে বল্লেই হয়। এই এতক্ষণ আমায় শিখিয়ে পড়িয়ে পাঠালেন, দরজা পার না হইতেই আবার ডাক। আর পারি না।

(শান্তনুর প্রবেশ)

শা। যা বলেছি ঠিক মনে আছে! চোখের জলে মালাটি ধুয়ে তবে তার হাতে দিতে হবে। কাঁদতে পারবি?

বিশ্ব। এই দেখুন না।

শা। না এখন দেখাতে হবে না; প্রস্তুত থাকা চাই। অতি ব্যগ্রতা প্রকাশ করো না।

বিশ্ব। তাহ'লে কি আর আমায় ডেকে ফেরাতে পাত্তেন! আমি যাবত, আজও যাব, কালও যাব,—একটা কথা বলবো আর দুদণ্ড কাঁদবো। আপনি ভাবতে থাকুন, আমি যাই।

শা। কি হলো, কি কল্লেম। যে প্রশস্থ পাপের পথে চলেছি, আমার সাধ্য কি সে পথ ক্ষুদ্র প্রাণের আয়ত্তাধীন রাখি। সামান্য ভুলে, সামান্য ছিদ্রে সমস্ত প্রকাশ হ'তে পারে। তারপর—সোমদত্তকে যে সমুদ্রে মিথ্যা ডুবাইলাম সেই সমুদ্রে আমাকেই ডুবিয়া মরিতে হইবে। নচেৎ উপায় নাই, কি করবো। এখনও ফিরা যায়, এখনও পথ আছে। জীবনের প্রথম ভুল এখনও সংশোধন করা যায়। ইহাতে পাপ? পাপ, তাহাত অনেকেই করে, কই তার পতন কোথায়? অশান্তি কোথায়?

আমি শত মুদ্রায় যে মাণিক্য ক্রয় করি, তাহা সহস্র মুদ্রায় হয়ত অনেক সময় বিক্রয় করিয়া থাকি ; ইহাও পাপ, কিন্তু আমার ব্যবসায়ের ত পতন নাই, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ! পাপ পুণ্য কাল্পনিক কথা। বিশেষতঃ ইপ্সিত সামগ্রী লাভে কোন দ্বিধা পুরুষোচিত নয়। আমি যাকে দিবানিশি ভাল বেসেছি সে আমাকে চায় না, আমি যাকে দিবারাত্রি চাই সে আমার তত্ত্ব লয় না। ভগবানকে যদি এরূপ করে ধ্যান করতেম, তাঁকে যদি দিবারাত্রি এমন করে ডাকৃতাম, শয়নে, স্বপ্নে, জাগরণে তাঁকে যদি এমন করে দেখতে পেতাম তবে তিনিও বোধ হয় দেখা দিতেন। আর এ সামান্য বালিকা ! আমি লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, বাসন্তীর রূপে দগ্ধ, তাকে না পেয়ে জীবন্মৃত, আমি তাকে চাই। সোমদত্তকে পত্র দিব, বাসন্তী মরিয়াছে, সকলে মনে করিতেছে, তুমি কি যাদু করিয়াছ, আর এ দেশে আসিও না। ইতিমধ্যে আমি বিবাহ করিব। বাসন্তী যদি বিবাহ না করে ? আশ্রমে যায় ? যাক, আমার চোখের সামনে অমন করে চোখ অন্ধ করবে না ! তাকে কেউ পাবে না।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

সাগর তট।

বাসন্তী। সব ত ফুরাইয়াছে, তবে আর কেন ? প্রহেলিকার মত আমার প্রণয় সাধনা কোন অতীতে মিশিয়া গিয়াছে—তাহাকে ত আর পাইব না। জীবন দুঃসহ হইয়াছে। এ কোন্ বিধাতার লীলা ? আমি ত কিছু চাহি নাই, আমাকে আশা দিয়া এ বঞ্চনা কেন ? আমি ত কিছুতেই চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছি না। এই সাগর জলে ডুবিয়া মরিলে জ্বালা

জুড়াইবে কি ? আর ত কিছুতেই তৃপ্তি নাই। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত সম এ নিদারুণ বার্ত্তা আমাকে একেবারে দগ্ধ করিয়াছে। কি করিব ? কোথায় যাইব ? সত্য মিথ্যা কে বলিয়া দিবে ? আমার প্রাণ বলিতেছে শান্তনুর কথা মিথ্যা, কিন্তু মালা ফিরাইয়া দিবার কারণ কি ? তাহাও যদি মিথ্যা হয়, মালা যদি তিনি ভুল ক্রমেই ফেলিয়া দিয়া থাকেন—তবে ! কোন সংবাদই ত আমাকে দিলেন না। ভারতীয় একখানি অর্ণবযান যে জলমগ্ন হইয়াছে তাহাও ত সত্য। শান্তনুর কথা, তিনি আমাকে উচ্ছৃঙ্খল কামোন্মত্তা নারী ভাবিয়া মালা ফিরাইয়া দিয়াছেন, পরে তাঁহারা পোতসহ জলমগ্ন হইয়াছেন। হায়—হায় আমি আর ভাবিতে পারি না। সুগত তোমার পুণ্য চরণে আমায় স্থান দেও। আমি আর সহিতে পারিব না।

(শান্তনুর প্রবেশ)

শা। বাসন্তী, তুমি এখানে কেন ? সকলে তোমার অনুসন্ধান করিতেছে। এ তোমার কেমন স্বভাব ! আমি ত সমস্তই অবগত আছি, যদি তুমি সংযত না হও, আমি সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া দিব।

বাস। তুমি পাষণ্ড ! তুমি মিথ্যাবাদী ! তোমার ন্যায় দুরাচার পশু জগতে দ্বিতীয় নাই।

শা। বাসন্তী সাবধান ! আমি সব প্রকাশ করিয়া দিব।

বাস। তুমি আমার সম্মুখ হইতে এখনি প্রস্থান না করিলে আমি এই সাগর জলে ডুবিয়া মরিব।

শা। মরিবে কেন ? মরিলে কি লাভ হইবে ? তোমার মত তুমি যাইবে, তাহাতে অপরের কি ? তোমার সহিত গুটিকতক কথা আছে, শুনিবে ? আমি তোমার জন্য সব বিসর্জ্জন দিতে পারি, কিন্তু

তোমাকে লাভের প্রতিজ্ঞা আমার অটল থাকিবে। বাসন্তী, আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমার হইবে? আমি তোমাকে চাই, এবং আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কথা নাই যে? সমুদ্রে ডুবিতে দিব না। যদি তুমি সহজে স্বীকৃত না হও—

বাস। দয়াময়, হে করুণ, হে সর্ব্বশক্তির আধার, পাপ তাপ নাশন হে সুগত—আমায় গ্রহণ কর?

শা। ওসব শেষে হইবে। তুমি কোথায় আছ আমি জানিতাম। আমি একখানি পোতে আমার অধিকাংশ সম্পদ সংস্থাপন করিয়াছি। বাসন্তী, চল দুই জনে দেশান্তরে যাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তুমি যদি সহজে স্বীকার না কর—আমি বলপ্রকাশ করিব। আমার সঙ্গে লোক আছে।

বাস। ভগবান, ভগবান—

(সমুদ্রের দিকে অগ্রসর)

শা। আমি তেমন পিশাচ নই। কোথায় যাইবে, হয় বাসন্তী, না হয় মরণ—

(ছুটিয়া বাসন্তীর হস্ত ধারণ)

বাস। ওগো হৃদয় স্বামী, কোথায় তুমি! (মূর্চ্ছা)

(বিশ্বমুখ ও অন্যান্য অনুচরের প্রবেশ)

বিশ্বমুখ। সাধু যাহার ইচ্ছা, ভগবান তাহার সহায়। বেশ হইয়াছে। সত্বর করুন। এই বেলা যথা কর্ত্তব্য সমাধা করা যাক্।

১ম অনুচর। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। পোত কিছুক্ষণ তীর ত্যাগ করিতে পারিবে না।

শা। না হয় সমুদ্রে ডুবিব, এখানে থাকিলে সমূহ বিপদ সম্ভাবনা।

বিশ্ব। তাইত! তাইত!

শা। কোন চিন্তা নাই। আমি ইপ্সিত বস্তু লাভ করিয়াছি। দেবতা আমার অনুকূল, আমি কোন বিপদ গ্রাহ্য করি না।

নাবিক অনুচর। প্রভু, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন।

শা। আর বিবেচনায় কাল নষ্ট করিতে পারি না। এখন কার্য্য চাই। না হয় সমুদ্রেই ডুবিব। বাসন্তীকে আমি না পাই ত কেহ পাইবে না। সত্বর কর।

(পটক্ষেপ)



দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মণিমালা।

মণিমালা। কি তীব্রতা! আমি এমনই হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহাতেই তৃপ্তির আশা করি! নিদ্রা আসিতেছে না! কি করি, কোথায় যাই; বাহিরে শীত, অন্তরে তাপ, আমি যেন অস্তিত্ববিহীন। আমার মনের গতি এমন কখন হয় নাই। কেন, আমার সোমদত্তকে দেখিয়া? আবার বলিতে আমার বলিয়া ফেলি। সে আমার জন্য কত কষ্ট পাইয়াছে, কত দেশে কত দুঃখে কাল যাপন করিয়াছে। আমিই কি সুখে ছিলাম? লোকে কত কি গোপনে বলিল, আমি ত তখন এত বুঝিতাম না। কষ্টের উপলব্ধি তখন ত হয় নাই। ভালবাসিতে জানিতাম, ভালবাসার এ অর্থ বুঝিতাম না। সোমদত্ত চলিয়া গেলে বুঝিলাম কষ্ট কি? লোকের কথায় আমি লজ্জা পাইলাম না, সোমদত্তকে আরও ভালবাসিতে শিখিলাম। আমি তাহার মর্ম্ম বুঝিলাম। ফুল ফুটিতে হয় জানিত না, জানিল; নদী ক্ষীণ ছিল ভরিল; বাতাস মন্দ ছিল, ঝড় আসিল। আমার খেলা ঘরের স্বপ্ন আমায় জাগ্রত করিয়া যেন এ বিশ্বের প্রকৃত সত্য দেখাইয়া দিল।

আবার সোমদত্তকে পাইয়াছি। কই! আমি এ দীর্ঘ তিন বৎসর যাবৎ যাহার নাম জপ করিয়াছি, সে তপস্যা ত আমার বিফল হইতে ছিল! সোমদত্ত সিংহল হইতে তার পাত্রী খুঁজিয়া আনিয়াছে, বিধি

বিরূপ তাই ; তাই বা কি ? আমি যেন অবিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছি (জানু পাতিয়া)—

পতিত পাবন দয়াময়, আমায় রক্ষা কর, আমায় সুমতি দাও, তাহার দোষ কি ? দেশে যে ফিরিবে এমন আর সম্ভাবনা ছিল না। আসিয়া অবধি সে আমার সহিত একরূপ বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছিল। আর আসিত না, আমিই কয়দিন ডাকিয়া আনিয়াছি। আমার মন যদি সত্য হয়, তবে তাহার বুকে ভার আছে। কিন্তু তাহা কি মণিমালার জন্য ? ছি ! আমি আর সহিতে পারি না। (করে শির স্থাপন করিয়া চিন্তা)

(সোমদত্তর প্রবেশ)

ও কি, তুমি আসিয়াছ ? আমি তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি, আজ মন ভাল নাই—তোমার কাছে বিদেশের গল্প শুনিব।

সোম। হেমন্তের শিশির তোমার ক্ষতি করিবে যে।

মণিমালা। বেশ চাঁদ উঠিয়াছে, দেখিব বলিয়া আসিয়াছিলাম। দূরে ঝাউ গাছগুলির আড়ালে থাকিয়া চাঁদ উঁকি দিতেছে। তার আভাখানি যেন কত করুণার, কত কাতরতার ! বেলাভূমিতে কেমন চাঁদ উঠে ?

সোম। বেলাভূমিতে চাঁদ বেশ। তোমার অসুখ হইবে যে, মণিমালা !

মণি। না আমার কিসের অসুখ, তুমি বল।

সোম। কই এমন চাঁদ ত দেখি নাই ! থাকিতাম দীনতায়, চাঁদের দিক্ দেখিয়াছি কি ?

মণি। তুমি আমায় ভুলাইবে ? তুমি চাঁদ দেখ নাই ?

সোম। দেখিয়াছি।

মণি। আমার প্রতি এ কঠোরতা কেন ?

সোম। ছি মণি ! কাঁদিবে কেন ?

মণি। আমায় ফাঁকি দিবে।

সোম। তুমি এখনও বালিকা ; সহজেই—

মণি। আমি সহজেই কাতরা।

সোম। আমার প্রাণ দুশ্চিন্তাময় বলিয়া অন্য মনে থাকি, তাই।—

মণি। তাই তুমি আমায় কিছু বলিবে না। আমি পরের মুখে তোমার কষ্ট কাহিনী শুনিয়া তৃপ্ত হইতে পারি নাই। আমি নিজে যদি তোমার কাছে শুনিতাম, তবে কাঁদিয়া সে তৃপ্তি লাভ করিতাম।

সোম। জগতে যদি প্রাণ থাকে তবে সে তোমার।

মণি। ছি? তুমি কাঁদ কেন? মহারাজ তোমার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতেছেন ; তুমি সুন্দরী ও লক্ষ্মী স্ত্রী পাইবে, তোমার দৈন্যদিন দূরে গিয়াছে, ভাগ্যও সুপ্রসন্ন, মহারাজ ত তোমা বই জানেন না, তুমি এ অসীম সাম্রাজ্যের নবীন কাণ্ডারী, তোমার হৃদয় অটল হউক।

সোম। মণিমালা, সহস্র বিশ্ব পাইলেও আমি অসুখী রহিব।

মণি। কেন—যাহা গিয়াছে তাহা পাইবে না?

সোম। জগতে আমি কিছুই পাইব না।

মণি। (স্বগতঃ) আমি অবিকৃত রহিতে পারিতেছি কই!

সোম। তুমি কি ভাবিতেছ, মণিমালা।

মণি। বাসন্তী কেমন?

সোম। তুমি বাসন্তী নাম কিরূপে জানিলে?

মণি। আমি কি জানিতে পারি না?

সোম। তাহা বলিতেছি না। আমি ত কাহাকেও বলি নাই।

মণি। কোন ব্যথিত প্রাণে কি নামটির অস্ফুট উচ্চারণ হয় নাই?

সোম। সত্য। কিন্তু সে অস্ফুট আর্ত্তনাদ, আমার প্রাণ ভিন্ন অন্য কেহ জানে না।

মণি। আমি তোমার প্রাণ জানি।

সোম। তবে আজ আসি।

মণি। যাইও না।

সোম। আমি সহিতে পারিব না।

মণি। কি সহিতে পারিবে না সোমদত্ত!

সোম। মণিমালা! আমি তোমার নিকট পরাস্ত হইলাম। তুমি যাহা পার আমি তাহা পারি না। বলিতে হইলে বহু পুরাতন কথা আবৃত্তি করিতে হয়। সে জ্বালা সহিতে পারিব কি? মনে পড়ে আমি এমনি ভাঙ্গা প্রাণে এ জন্ম ভূমির নিকট বিদায় লইয়া ছিলাম। নিবান আগুন আর জ্বালিতে চাহি না।

মণি। (স্বগতঃ) আগুন নিবিল কবে, আরও জ্বলিয়া উঠিতেছে। কি করিব, আমি কি বলিব? যাহা বলিব ভাবিয়াছিলাম, সব কোথায় গেল! আমি সব সহিতে প্রস্তুত আছি, তোমার ম্লান মুখ আমার সহ্য হয় না।

সোম। মণিমালা! কি ভাবিতেছ! ভাবনার অন্ত কই! আমি চিত্ত দৃঢ় করিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু সব মিথ্যা। আমি ত বেশ ছিলাম, নির্ব্বাসিত,—দুর্দ্দশাগ্রস্থ,—চিত্রাঙ্কনে আমি প্রাণের জ্বালা জুড়াইতাম, কিন্তু তাহাও মিথ্যা হইল। জগতে আমি যত বাধা লইয়া আসিয়াছিলাম এমন আর কে? আমি আবার মরিলাম। মরিলাম ত বাঁচিলাম কেন? বাঁচিলাম ত পাইলাম না কেন? তবু আমি বেশ ছিলাম। সব বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম—ভুল কথা, তাহাও মিথ্যা। আমি দিবানিশি, জ্বলিতে ছিলাম। তবু নিজে পুড়িয়া মরি ক্ষতি নাই, অন্যে মরে কেন মণিমালা!

মণি। আমায় রক্ষা কর! আমি অবলা দুর্ব্বলা।

সোম। সোমদত্ত স্বার্থপর হবে না। ভাল, একটী কথা জানিতে চাই।

মণি। তুমি কি বাসন্তীকে ভুলিয়াছ ?

সোম। বলিতেছি, আমার কথার উত্তর দিবে ত !

মণি। কি বলিব। আমি এখন হইতে সংযত হইব। আমি তোমারই কথা ভাবিতেছি, তুমি দেখা দাও না আমি তোমায় দেখি ; তুমি কথা বল না কিন্তু আমি তোমার প্রতি বাক্যই শুনিতে পাই। আমাকে সংযত কর।

সোম। আমি বাসন্তীকে ভুলি নাই, কিন্তু আমার দশা কি হইবে। মণিমালা, তুমি যে আমার সর্ব্বময়।

মণি। ক্ষণেক অপেক্ষা কর—আমায়—ভ্রান্তি শিখাইবে ?

সোম। আমি নিজে তাহা জানি না, তবে আর আসিব না। তাহা হইলে বোধ হয় উভয়েই শিখিব।

মণি। আমায় ক্ষমা কর, আমি কি বলিতে কি বলিয়াছি।

সোম। মণিমালা, জানিও, সোমদত্ত নিজে পুড়িবে, আর কাহাকেও পুড়িতে দিবে না। আমি বিদায় হই, তুমি গৃহে যাও। আমার পুনরায় নির্ব্বাসন হইবে। তাহাতে ভয় নাই ; তোমায় আর দেখিতে পাইব না, তাহা সহিতে পারিব না। মণিমালা, আমার কেমন আত্ম-বিস্মরণ হইতেছে। আর রহিব না, হায় এই আমার স্বার্থত্যাগ।

(প্রস্থান)

মণি। তুমি রহিবে না ? আমার একি হইল ! আমি কি বলিতে কি বলি,—হে দয়াময়, অভাগার ধন, অবলার বল, এ তোমারই আত্মা; তোমারই দেহ, পাপ হোক্ পুণ্য হোক্, হয় দাও, নতুবা, আর আমি,

বলিতে পারি না। হে গুরো! আমায় বল দাও, আমি আর যে সহিতে পারি না!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজপথ।

(ভিক্ষুণীবেশে বাসন্তী ও সুগতা)

বাসন্তী। (স্বগতঃ) সুগত একি করিলে! প্রত্যহ প্রাতে সোমদত্তর নূতন কোন গুণের কথা শুনিতে পাই, আর আমি তাহাতে হতাশ হইয়া পড়ি। কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এখানে আসিলাম। একমাত্র ভয় ছিল, যদি তিনি বিবাহ করিয়া থাকেন। তবু তাঁর পায় পড়িয়া থাকিতাম। চরণ ভিক্ষা লইয়া দাসীবৃত্তি করিতাম, আমি তাঁহার দাসী হইয়া থাকিতাম। কি করিব, কি হইবে! সুগত উপায় দেও। বেশ, আমি সোমদত্তকে প্রেম শিখাইব। যে ভিক্ষুণী হইয়াছি তাহাই রহিব। আমি মণিমালাকে ভিক্ষুণী করিব, সোমদত্তকে সুগতের মোক্ষগতি দিব, নহিলে তাঁহার শান্তি নাই।

সংবাদ দিতে পারিতাম, পরিচয় দিতে পারিতাম, হয় ত তিনি আমায় গ্রহণ করিতেন, কিন্তু শান্তি পাইতেন না। তাঁহার প্রাণে নির্ব্বাপিত অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ইহা নিবিতনা। যে বাল্যবন্ধুতা পুনরায় অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহা শুকাইলে সোমদত্ত বাঁচিতেন না। যদি সোমদত্ত তাহা ভুলিতে পারিতেন, তাহলে তাঁহার প্রেম কোথায়?

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

১ম। এই বৌদ্ধদের জন্য সব গেল, ধর্ম্ম কর্ম্ম আর থাকিবে কি ?

২য়। তাহাতে আবার যুবরাজ ইহাদের পক্ষে।

৩য়। কেন ইহাদের নিন্দা কর, ইহারা বিশেষ শিষ্ট ও পরোপকারী।

১ম। তা নয় ত কি ? কুল গেল, খ্যাতি গেল, তীর্থ গেল, বারাণসী ধামের কি হতশ্রী হইয়াছে জান ?

২য়। মহাকাল মন্দিরে ভৈরবী মিলিতেছে না।

৪র্থ। ও গুলো না মিলাই ভাল, তবে সকলের মধ্যেই ভাল মন্দ আছে। আমার একটী আত্মীয় সম্প্রতি ভিক্ষুব্রত ধারণ করিয়াছেন, স্বভাবের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

৩য়। আমি ও ব্রত গ্রহণ করিব ভাবিতেছি। ওহে ভিক্ষুণি !

বাস। সুগত রক্ষা করিও। আপনার কি আজ্ঞা।

৩য়। তুমি এত অল্প বয়সে এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছ কেন ?

বাস। মৃত্যুর কি বয়স আছে।

১ম। এত অল্প বয়সে ধর্ম্ম হয় ?

বাস। যদি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইবার পূর্ব্বে মৃত্যু হয়, তবে ধর্ম্ম হইবে কবে ?

৩য়। ঠিক্ কথা। বাঁচিলে ত বাণপ্রস্থে গিয়া ধর্ম্ম করিব।

২য়। যুবরাজও নাকি তাই বলেন।

৪র্থ। যাহার যাহাতে রুচি। বানপ্রস্থে যাইবার পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম করিতে নাই এমন কথা ত কেহ বলে না।

২য়। তাত বটেই।

১ম। ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি। এ বয়সে সে জ্ঞান ভাল হয় না।

৩য়। শোনা যাক্‌ ভিক্ষুণী কি বলে।

বাস। ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু মনের গতি সূক্ষ্মতর।

সুগতা। পথ সূক্ষ্ম, কিন্তু পার-নিয়ন্তা অসীম শক্তিময়।

বাস। তাঁহার দয়া হইলে সব হইতে পারে।

৪র্থ। কথাটা চিন্তার বিষয় বটে।

১ম। ইহা আমাদের ধর্ম্মেরই কথা।

(অন্য কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

প্রথম। স্ত্রী কি পুরুষ কিছু বোঝা যায় না।

দ্বিতীয়। অত পথ কত ক্লেশে আসিয়াছেন।

১ম। কে? কে?

প্রথম। চীন হইতে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু আসিয়াছেন—বৌদ্ধতীর্থ পর্য্যটনে।

১ম। বৌদ্ধেরও আবার তীর্থ।

প্রথম। কি উজ্জ্বল তাঁহার জ্যোতি! দেবদুর্লভ।

দ্বিতীয়। অতি সদাশয়। মহারাজের নিকট তাঁহার মহাসম্মান।

২য়। বটে?

৩য়। ধর্ম্মের কি প্রাণ, কি অসীম উদ্দীপনা! এই ব্যক্তি দুর্ল্লঙ্ঘ্য পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে। এস ইহাকে দেখিয়া ধন্য হইব।

প্রথম। তাঁহারা এই বুঝি আসিতেছেন।

১ম। কি জনতা।

২য়। তাই ত।

দ্বিতীয়। মহাপুরুষের পথ প্রশস্ত।

সুগতা। এখানে থাকিবে না যাইবে?

বাস। (স্বগতঃ) তিনি সঙ্গে আসিতে পারেন। দেখা যাক্ অপেক্ষা কর—দেখিয়া যাই।

সুগতা। জনতার ভয় হইতেছে।

বাস। আমার সাহস আছে।

[নেপথ্যে] আপনারা গৃহে গমন করুন, আপনাদের আতিথ্যে বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিলাম। বেলা অধিক হইয়াছে, আপনারা আর কষ্ট করিবেন না।

নেপথ্যে। "জয় সুগতের জয়।"

নেপথ্যে। সুগত আপনাদিগকে শান্তি দান করুন।

নেপথ্যে। সোমদত্ত আপনি জনতা নিবারণ করুন,—আমরা আশ্রম হইতে আসি।

নেপথ্যে। "জয় সুগতের জয়।" আমরা এই স্থানেই অপেক্ষা করিব।

(হর্ষবর্দ্ধন ও থিয়েনসানের প্রবেশ)

থিয়েনসান। যিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী তাঁহাতে প্রীত হউন। সকলের মঙ্গল হউক।

৪র্থ। মহাজনের আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য।

থিয়েন। ভিক্ষুণী দেখিতেছি যে।

সুগতা। আমরা আশ্রমবাসিনী।

হর্ষ। ইনি আশ্রমেই যাইতেছেন।

বাস। আপনাদের শুভাগমনে জীব পবিত্র হউক।

থিয়েন। বৎসে! তুমি কতদিন এ পুণ্যব্রত ধারণ করিয়াছ? তোমাতে কোন দিব্যজ্যোতিঃ লুক্কায়িত আছে দেখিতেছি, কিন্তু তুমি বিষাদময়ী কেন?

বাস। (স্বগতঃ) এ কি অন্তর্য্যামী, আমার অন্তর বুঝিতে পারিয়াছেন!

সুগতা। ইনি সম্প্রতি আসিয়াছেন। পথশ্রমে ক্লান্ত ছিলেন, এখনও সুস্থ হইতে পারেন নাই।

বাস। সুগত কৃপায় আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে।

হর্ষ। ভিক্ষুণী তোমায় আমি দেখি নাই, শুনিয়াছি তোমার গীতগুলি বড় মর্ম্মস্পর্শী। তুমি তরুণী কিন্তু জ্ঞানে প্রবীণা সমা।

থিয়েন। সুগত তোমায় সুস্থ রাখুন।

বাসন্তী। (স্বগতঃ) প্রাণে ইচ্ছা ত তাই, কিন্তু পাই কই।

হর্ষ। তুমি আমার প্রাসাদে যাইও, আমি তোমার গীত শুনিব। বৌদ্ধ ভিক্ষুণীগণ সকলেই আমাকে তাঁহাদের সন্তানের মত দেখিয়া থাকেন।

সুগতা। দুঃখিনীর সন্তানই মহারাজ হয়।

থিয়েন। বিশ্ব প্রীতিময় হউক।

হর্ষ। সুগতের ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আসুন, আমরা অগ্রসর হই।

থিয়েন। সকলের কুশল হউক।

(হর্ষ, বাসন্তী প্রভৃতির প্রস্থান)

১ম। দেখিলে প্রাণ ভরে।

২য়। হুঁ—

৩য়। আমি ভিক্ষু হইব।

প্রথম ও দ্বিতীয়। সাম্যের জয় হউক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মণিমালা ও মুক্তভিক্ষুণী নামধারী বাসন্তী।

মণি। তোমার এত আনন্দ কিসে? এই বয়সে তুমি ভিক্ষুণী, এ জগতের কিছুই জাননা বলিয়াই কি তোমার আনন্দ?

মুক্ত। প্রাণে আনন্দের স্থান দিলেই আনন্দ আসে।

মণি। আহা, আশ্রমের কি সাধনা? কোন বিফলতা নাই।

মুক্ত। বিফলতা থাকিলে যে আনন্দ আসে না, আমার ত এমন বোধ হয় না। যদি একটা চিন্তা মনে স্থান না দিলে শান্তি পাওয়া যায়, তবে সে চিন্তা করিব কেন?

মণি। ভিক্ষুণী! তুমি কিসের চিন্তার কথা বলিতেছ?

মুক্ত। যে কোন চিন্তা হোক্।

মণি। আমায় প্রতারণা করিও না। কিসের চিন্তা, আমাকে বল।

মুক্ত। রাজকুমারি! আপনি চিন্তা বিসর্জ্জন দিতে পারেন!

মণি। না। কেহ কি পারে?

মুক্ত। বলিতে পারি না, চেষ্টা করিবেন, প্রাণে শান্তি আসিবে।

মণি। তাহাতে সুখ?

মুক্ত। শান্তিই সুখ?

মণি। মিথ্যা কথা। ভিক্ষুণি! তুমি আশ্রমবাসিনী, সংসারের কিছু জাননা।

মুক্ত। জানি। কিন্তু বুঝি না।

মণি। তুমি ধন্য বটে। কিন্তু আগুনে না পুড়িলে জলের শৈত্য বুঝা যায় না; যাক্—তুমি একটা গীত গাও, আমি তোমার গানে

বহু আনন্দ পাই। আমার যেন আর কোন জ্ঞান থাকে না। একটা গাও!

গীত

মুক্ত—

নমো নমো নমো সুগত চরণে,
শ্রীপাদপদ্মে লও হে শরণ।
মনের, মোহের যত মলিনতা
ঘুচাইয়ে কর সফল জীবন।
মানব তোমারে করেছে বিধি,
পেয়েছ পরম বুদ্ধি বৃত্তি নিধি,
সে ধন হারাবে, কি ছার পাইবে,
কি কথা বলিবে শমন সদন॥

মণি। এ সুকণ্ঠ, এ তন্ময়তা, ঘুমন্ত বনচ্ছায়াসঞ্জীবনী ঊষার কনক কান্তি, কোন্ সাধনার ভিক্ষায় লাভ করিয়াছ ভিক্ষুণি! তুমি কোথায় যাইবে? আমার এই প্রাসাদে, আমার এই হৃদয় মন্দিরে, আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণের অসীম কামনায় তোমার আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর। আমি চিন্তা বিসর্জ্জন দিতে পারিব না, কিন্তু তোমার সেবায় আমি চিন্তার সহচরী পাইব। ভিক্ষুণি! তুমি ত সবই ত্যাগ করিয়াছ? প্রাসাদ ও আশ্রম তোমার তুল্য। কিন্তু আসন্নবর্ষী নীল মেঘের ন্যায় তোমার দুটী চক্ষু ভরিয়া উঠিয়াছ কেন? এস ভিক্ষুণি! আমার এ দুঃখে তুমিও কাঁদিবে এস? আমায় কাঁদা শিখাইবে এস? আমার প্রাণের ভার লাঘব করিবে। ভিক্ষুণি! নিশ্চয় তোমার প্রাণে কোন ব্যথা আছে। হায়, তুমি আমার কি বেদনা জুড়াইবে, তোমার প্রাণ ভরা, তুমি আমাকে কোথায় স্থান দিবে?

মুক্ত। আপনি অধীরা হইতেছেন যে ?

মণি। তুমি ভিখারিণী কেন ?

মুক্ত। ভিক্ষার জন্য।

মণি। তুমি সর্ব্বস্ব ত্যাগিনী, তবু ভিক্ষা কর ? আমি কিছু ত্যাগ করি নাই, আমি ভিক্ষা করিতে পারিব না।

মুক্ত। ভিক্ষায় কি সুখ আছে ?

মণি। তবে ভিক্ষা কর কেন ?

মুক্ত। সুখ বিসর্জ্জন দিব বলিয়া।

মণি। আমিও সুখ বিসর্জ্জন দিব বলিয়া প্রাণ সমর্পণ রূপ ভিক্ষা চাই।

মুক্ত। ইহা অধিকতর সুখের আকাঙ্ক্ষা মাত্র।

মণি। তুমিই ত বলিয়াছ ইহাতে সুখ নাই।

মুক্ত। সুখ ও আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক্।

মণি। তোমার ত সুখ ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা আছে।

মুক্ত। রাজকন্যে! চিত্ত সংযত করুন।

মণি। কেমন করিয়া।

মুক্ত। ভ্রান্তি।

মণি। লাভ ?

মুক্ত। অধীরা হইতে হইবে না, জ্বলিতে হইবে না, দুশ্চিন্তা থাকিবে না। প্রাণে শান্তি আসিবে।

মণি। তার পর।

মুক্ত। তারপর এ নশ্বর দেহ যাঁহার তাহাতে লয় পাইবে, এ আত্মা যাঁহার তাঁহাতে মিশিয়া যাইবে। দুঃখের দীপ নির্ব্বাণ লভিবে।

মণি। তবে এ দীপ জ্বলিল কেন ?

মুক্ত। গৃহস্বামীর ইচ্ছায় দীপ জ্বলিয়াছে,—তাঁহারই ইচ্ছায় নিবিবে। দীপের অত সংবাদ আবশ্যক কি?

মণি। তুমি কোথা হ'তে এদেশে আসিলে?

মুক্ত। দেশ হ'তে দেশান্তরে, দেহ হতে দেহান্তরে, এই ত সকলেরই পরিচয়।

মণি। তুমি একটা কিছু গাও।

মুক্ত। কি ভাবিতেছেন!

মণি। ধূসর আকাশ, উদাস বহিছে বায়ু,
মাথাখানি ভার করি বিটপির কায়া
দাঁড়ায়ে নিথর; কোথা যেন কিছু নাই,
কেহ যেন কিছু চাহে নাকো।
তাম্রবর্ণ রবিচ্ছবি যেন, চিত্রলেখা
চিত্রমত করেছে ধরণী। সব আছে,
প্রাণ নাই!

মুক্ত। সুগত সুমতি দিন, আমি আসি।

মণি। এস, আমি দেখি আমার প্রাণ কই।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সোমদত্তের গৃহ-সম্মুখ।

সোমদত্ত। একটা কিছু চাই। আমি যে কি চাই তাহা নিজেই বুঝি না। সারা দিন রাত্রি মণিমালার ধ্যান করি, অথচ তাহার কাছে যখন থাকি, তখন যেন আমি কত দৃঢ়, অটল ও জিতেন্দ্রিয়। কেন

এমন হয়? বাসন্তীর কথা যেন মনেই আসে না। কেন? অথচ আমার প্রাণ তার মাধুরীতে পরিপূর্ণ। আমি কোন্ কূল রাখি। হায় আমার উন্মত্ততা! কি পরিতাপ! মানুষের এতটুকু প্রাণ, সে আর কত সহিতে পারে? বাসন্তী কোথায়? স্বর্গে! মণিমালা কোথায়? আমার প্রাণে! এই পৃথিবীতে থাকিয়াও সে আমার পার্থিব সম্পর্কের অতীত। এ জীবনে আর কোন আশা নাই। পর পারেই বা কি আশা! আমার ত কোন বৃত্তির স্থিরতা নাই। পর পারে যাহা চাই তাহা আমার নাই। যে যাহা চায়, সে তাহা পায় না। না পাইলে কষ্ট হয়, তবু মন প্রবোধ মানে না। না পাইয়া যে কষ্ট পাই তাহা যেন কত মধুর! প্রাণ দিতে চাই, আর না দিতে পারিয়া আমার প্রাণ কত কাঁদিয়া উঠিতেছে। কি করিব। মণিমালা, আমার বেদনা তোমায় জানাইতে পারিলাম না। যেদিন বাসন্তী আমায় মণিমালা উপহার দিয়াছিল—হায়, হায়, আমার প্রাণ ভাঙ্গিয়া যায়।

(ধাবকের প্রবেশ)

ধাবক। তোমাকে অন্যমনা দেখিতেছি।

সোম। আসুন আসুন! চলুন ভিতরে যাই।

ধাবক। "ঘনঘোর তমোপুঞ্জ তালতরু কুঞ্জমম ছাইল গগন,
বসুমতী শেষ প্রান্ত নব জলধর সম আহা যেন হইল মগন।"

সোম। আপনি কবি! তবে, এই স্থানেই বসুন, আপনি যাহাতে তৃপ্তি পান আমি তাহাতেই প্রীত রহিব।

ধাবক। কি ভাবিতেছ হে, যুদ্ধ বিগ্রহ! ওটা তোমার পৈতৃক ব্যবসা, কিন্তু তাহাতে কিছু লাভ নাই।

সোম। কিসে আছে?

ধাবক। চুপ করে বসে কাব্য লিখ। জগতে কাহারো ধার ধারিতে হইবে না।

সোম। সবাই যদি কাব্য লিখে, পড়িবে কে ?

ধাবক। কাব্য লিখিব নিজের জন্য, অন্যের কি যায় আসে। এতে নিজের একটা বড় সুখ আছে।

সোম। সে স্বার্থপর সুখ।

ধাবক। জগতের কোন্ সুখ নয় ?

সোম। তাও ত বটে।

ধাবক। আমি সভা হতে পালিয়ে এসেছি। তোমার অতৃপ্ত বাসনায় আমি একটু তৃপ্তি পাব বলে।

সোম। আমার অতৃপ্ত বাসনা কে বলে ?

ধাবক। আমি একটা কাব্য লিখ্‌বো।

সোম। আপনি ।ক অন্তর্যামী ?

(হর্ষের প্রবেশ)

হর্ষ। এই যে, আমার যাত্রা সিদ্ধ হয়েছে, যাহা চাই সব হেথায় দেখিতেছি।

সোম। আমার আজ সুপ্রভাত।

ধাবক। আমার এ মহাসন্ধি।

হর্ষ। কেন কবিবর, জীবনটা কি এতই দুঃসহ ?

ধাবক। জীবন যখন যায় গো বয়ে
একলা তরীখানি,
কেউ চাহে না সঙ্গী হতে
ভরা প্রাণে রাণী।

আকুল হয়ে চাই গো যবে
সঁপে দিতে প্রাণ,
বিশ্বে যেন শুধুই এক
বিষম অভিমান।
সঙ্গী কেহ নাই বা হলো
একলা বয়ে যাই,
প্রাণটি আমার যেতাম রেখে
নাই কি তারো ঠাঁই ?

হর্ষ। সোমদত্ত কি বলে।

ধাবক। সুখ বল, দুঃখ বল, প্রেম, কি বিরহ,
বিষাদের অবসাদ, কিম্বা অহরহ
আহ্লাদের তীব্রতায় প্রাণে অস্থিরতা,
দিবানিশি আকাঙ্ক্ষার মিথ্যা একাগ্রতা,
যত কিছু বৃত্তি আছে, সকলের সাধ,
বিসর্জ্জিয়া চিত্তে মোর দিতেছে প্রমাদ।

হর্ষ। অতি সুন্দর, কবি কি পুরস্কার চাও !

ধাবক। মহারাজ ! আপনার উদ্যানে যে চন্দ্রমল্লী প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহারই একটি দিবেন কি ?

হর্ষ। সহস্র সহস্র দিব।

ধাবক। অত চাহি না। আমি আসি। (প্রস্থান)

হর্ষ। তারপর, সেনাপতি।

সোম। আজ্ঞা করুন।

হর্ষ। আমি দেখিতেছি, তুমি সর্ব্বকার্য্যেই সুপারগ। আমি যখন তোমাকেই প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করিবার জন্য মহারাজকে

অনুরোধ করিয়াছিলাম, তখন আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে তুমি সর্ব্বকার্য্যেই এত বিচক্ষণ।

সোম। সমস্তই আপনার অনুগ্রহ ও শিক্ষামাত্র। কিন্তু কথা এই, আপাততঃ কি কোন যুদ্ধ উপস্থিত ?

হর্ষ। কতকটা বটে। আমি তোমার বিবাহ দিতে চাই। পাত্রী দেখিয়াছি, তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে কি ?

সোম। আমি এমন স্পর্দ্ধা রাখি না।

হর্ষ। তোমাকে আর অধিক দিন অবিবাহিত রাখা সঙ্গত বোধ করি না।

সোম। মহারাজ ! আমাকে আবার নির্ব্বাসন দিন।

হর্ষ। আমারও ইচ্ছা তাহাই, তবে বিবাহটা দিয়া। পাত্রী তোমার মনোমত হইবে—সে বিষয়ে তোমার চিন্তা নাই।

সোম। মহারাজ ! বিশেষ স্নেহ করেন, তাই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমার সিংহল বৃত্তান্ত ত সমুদয়ই অবগত আছেন।

হর্ষ। ভগবান কেন যে তোমায় কবি করেন নাই, বুঝিতে পারি না। তাহা যাক্, বিবাহটা তোমায় করিতে হইবে। সহজ হইবে না বটে। সমাজ, ধর্ম্ম, দেশাচার, কুলাচার, রাজধর্ম্ম, সব বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

সোম। মহারাজ ! লঘু পাপে এত গুরু দণ্ড ব্যবস্থা কেন ?

হর্ষ। শুন, বাধা দিও না, জগতে কোথাও সুখ নাই। যদি সব প্রচলিত নিয়ম ভাঙ্গিয়া, এমন কি নিজেকেও নষ্ট করিয়া জগতে একজনকেও সুখী দেখিতে পারি, তবে আমার জীবন সার্থক হইবে।

সোম। আপনি এমন কি গুরুতর কার্য্যে প্রস্তুত, বুঝিতে পারিতেছি না।

হর্ষ। আমি মণিমালাকে তোমার সহিত বিবাহ দিব।

সোম। (নত জানু) মহারাজ, রক্ষা করুন।

হর্ষ। সোমদত্ত! তুমি কাঁদিতেছ? উঠ, উঠ। এ তোমার কেমন প্রকৃতি! মুখ লুকাইও না, আমায় দেখিতে দাও। দেখি, তুমি পিশাচ কি দেবতা!

সোম। আমি পিশাচের অধম। আমায় ক্ষমা করুন। আমি যে কিসে সুখী হইব, আমি যে কি চাই তাহা নিজেই বুঝি না। সময় সময় ভাবি, মণিমালা যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করে, তবে সেই নিদারুণ মর্ম্মব্যথা আজীবন বহিতে পারিলেই বুঝি সুখ; কখনো ভাবি, যদি কখনও উভয়ের মিলন না হয়, দিবানিশি উভয়েই চিন্তাজ্বরে জ্বলিত হই, তাহাতেই বুঝি সুখ; জন্ম জন্ম মণিমালার জন্য নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করাই সুখ; মণিমালা অটল রহিবে, আমি কেবল ক্ষিপ্ত হইয়া তাহারই সাধনা করিব—অথবা মণিমালার জন্য শুধু কষ্টই সহিব—তাহাতেই বুঝি সুখ। অন্য কোন সুখের আভাষ প্রাণে আসে না।

হর্ষ। তুমি মানুষ নও। সোমদত্ত, তুমি বাসন্তীকে চাও?

সোমদত্ত। মহারাজ, পরীক্ষা করিবেন না। আমি মানুষ—

হর্ষ। তুমি দেবতা। তোমারি হাতে আমি মণিমালাকে সমর্পণ করিব। মহারাজকে আমি এবিষয় আভাষ দিয়াছি। তোমাকে উদ্‌ভ্রান্ত মত দেখিতেছি কেন?

সোম। সমস্ত সৃষ্টি যেন আপন আপন স্থানচ্যুত হইতেছে। আমি একবার মণিমালাকে দেখিব।

হর্ষ। বেশ। এস, হাসিমুখে আমার সহিত দেখা করিয়া আসিও।



পঞ্চম দৃশ্য

কান্যকুব্জ—প্রাসাদ

মণিমালা। গ্রীষ্মের প্রখরতার পর নবীন মেঘের সজলকাহিনী বড় মধুর, কিন্তু আমার প্রাণে কিছুই শীতলতা আসিল না। ভিক্ষুণী যাহা বলে, তাহার সত্য মিথ্যা কিছুই বুঝি না। সত্য হোক্, মিথ্যা হোক, বড় কঠোর। সোমদত্ত সুবর্ণ দ্বীপের সে নারীমূর্ত্তি ভুলিতে পারে নাই, ভুলিবে কিরূপে! সে ভুলিতে পারে না বলিয়াই ত আমি মরিয়া আছি, সেই পায় আমি সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াছি।

(সোমদত্তের প্রবেশ)

সোম। মণিমালা!

মণি। কোন্ পাষাণী তোমার সর্ব্বাঙ্গে কালিমা মাথিয়া দিয়াছে।

সোম। তুমি সচকিতা কেন?

মণি। তোমাকে অত্যন্ত বিষাদময় দেখাইতেছে।

সোম। কারণ আছে। বাতাস একটু শীতল হইয়াছে বরষার আশায়, ফুলে সুগন্ধ অধিক হইয়াছে বরষার ভয়ে, তরুরাজি নিষ্পন্দ, দামিনীর খেলা দেখিবে বলিয়া, আমার প্রাণ শূন্য হইয়াছে এই অপূর্ব্ব প্রকৃতির লীলায় আদরের কোন স্থান না পাইয়া। মণিমালা!

মণিমালা। তোমার এ কোন্ ভাব দেখিতেছি।

সোম। আমার জীবন ধন্য হইয়াছে। অদ্য মহারাজ শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন, তিনি ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ন্যায়, তত্ত্ব সব বিসর্জ্জন দিয়া আমাকে সুখী করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। মণিমালা, কিছু বুঝিতে পার?

মণি। শেঠজীর কন্যার কি কোন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আমায় ছলনা করিও না, আমি সুখী হইব।

সোম। মণিমালা, আমি সেই সংবাদ জানিবার জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি।

মণি। সেই ধন্য যে তোমাকে পাইয়াছে, তাহারই গৌরব আকাঙ্ক্ষিত যে তোমাতে লয় হইয়াছে, তাহারই সাধনা সার্থক যাহাকে তুমি দিবানিশি মনে রাখিয়াছ।

সোম। সে যদি কেহ থাকে তবে সে তুমি! এ প্রাণ কাহাকে দেখাইব? এই যে আকাশভরা মেঘ, নীলকান্তি-বনরাজি-সঞ্চালিত শীতলপবন, ঈষৎ তরঙ্গায়িতশস্যপূর্ণপ্রান্তরচুম্বিত কলভাষিণী স্রোতস্বতী, কই, আমার এ অসহনীয়তা প্রশমন করিবার স্থান এ জগতে কোথায়ও নাই ত! বিপত্তিময় জীবনের কোথায়ও কোন শান্তি নাই ত! মণিমালা!

মণি। তুমিই ধ্যান, তুমিই জ্ঞান, তুমি আমার মোক্ষ, তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তোমার প্রাণে আমায় লয় হইতে দাও।

সোম। মণিমালা মহারাজ শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন—

মণি। শুন। আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল ছিল, তুমি দেখা দিলে কেন? আমি কি ভাবিতেছি, কি করিতেছি, কেন এমন হইলাম কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি যেন অন্ধ, কিছু দেখিতে পাই না; আমার চিত্তবৃত্তি কেন এমন হইল! আমি একাকিনী বসিয়া ভগবানের নিকট কত প্রার্থনা করি, কত কাঁদি, কিন্তু কিছুতেই আমার প্রাণের ভার লাঘব হয় না। এ বিশ্বে আমার এত আছে; কিন্তু কিছুই যেন আমার নয়। কোন সুখেই আমার তৃপ্তি নাই, আমার যেন কেমন শুধু কষ্ট পাইতেই ইচ্ছা হয়, দুঃখে যেন আমি ভাল থাকি,

এ তীব্র অবস্থায় আমি কালি সারা রাত্রি বিভোর ছিলাম, অকস্মাৎ কাহার করুণ ক্রন্দন আমার প্রাণ চমকিয়া দিল। ভিক্ষুণী গাহিতেছিল।

সোম। ভিক্ষুণী কে? তাহার আদি নিবাস কোথায়? কিছু পরিচয় জান কি? সে আমার সাক্ষাতে আসে না, আসিলেও আমি যেন কেন মূর্চ্ছাপন্ন হই। আমি তাহাকে কোথায় দেখিয়াছি, সে যেন আমার বহু পরিচিত, সে যেন আমার নিতান্তই আদরের কিছু, কে সে?

মণি। আমি ত কিছুই জানি না।

সোম। তুমি তাহাকে ভালবাস বলিয়াই কি আমি তাহাকে প্রীতিময় দেখি, এ বিষয় কত চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কিছুই নির্ণয় করিতে পারি নাই। আমি তাহার কথা ভাবিতে কত আনন্দ পাই। সে তোমাকে দীক্ষা দিবে, আমিও কি তাহার নিকট শিক্ষা পাইতে পারি না?

মণি। আমি এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।

সোম। আর একটী কথা জিজ্ঞাস্য আছে। মণিমালা, নগরে দেখিলাম, আমি সুবর্ণদ্বীপে যে সমুদয় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলাম তাহার দুই একখানি এদেশেও আসিয়াছে। আরো সংবাদ পাইলাম বাসন্তীর আত্মহত্যা বা ঐরূপ কোন কথা মিথ্যা, তাহার পিতার দৃঢ়বিশ্বাস সে বাঁচিয়া আছে, অনুতপ্ত শান্তনুই আত্মহত্যা করিয়াছে, আমি যত সংবাদ পাই তাহাতে বুঝি যে, বাসন্তী বাঁচিয়া আছে।

মণি। যে তোমায় ভালবাসিয়াছে, সে মরিতে পারিবে না।

সোম। তাহাকে যদি পাই, তুমি গ্রহণ করিবে ত?

মণি। ইহাতে কোন সন্দেহ করিও না।

সোম। তবে আজ আমার অপার আনন্দ। সে তোমাকে নিশ্চয়ই ভালবাসিবে। তোমাতে লয় হইয়া থাকা ভিন্ন আর তাহার কোন জ্ঞান থাকিবে না, ইহা নিশ্চয়। তুমি কাঁদিতেছ?

মণি। তুমি সুখী হও, তাহাতেই আমি সুখী হইব।

(প্রস্থান)

সোম। মণিমালার এ কি ভাব! মণিমালা ভুল বুঝিয়াছে। কি বুঝিয়াছে তাহা ত কিছু প্রকাশ করিল না। আমি কি বলিতে কি বলিলাম? শুধু ভাবিতেই জানি, কথা বলিতে জানি না। মণিমালা কি ভাবিয়াছে? আমি এখনো তাহাকে ভালবাসিতে শিখি নাই, নতুবা আমার প্রাণ তাহার প্রাণের কথা বুঝিতে পারিল না কেন?

(শ্রীহর্ষের প্রবেশ)

হর্ষ। কি সংবাদ?

সোম। অকস্মাৎ কাল বৈশাখী কোথা হইতে আঁধার আনিয়া শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহাতে ঝটিকা বা তৃপ্তিদায়ী বরষা, কি হইবে জানি না।

হর্ষ। আমি এই পথেই আসিতেছিলাম। সহসা তাহার সহিত দেখা। তাহার মুখ দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। আমি তাহার শিরচুম্বন করিয়া বলিলাম—সারা বিশ্ব আমার বিপক্ষ হইলেও, আমি তোমাকে সুখী করিব। সে কাঁদিল। তাহার আননে কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দুশ্চিন্তার ছায়া মাখাইয়া দিয়াছে, অথচ আনন্দের তুফান সারা অঙ্গে ভরিয়া উঠিয়াছে। আমি ত কিছুই বুঝিলাম না।

সোম। মহারাজ, আমার অদৃষ্ট মেঘাচ্ছন্ন।

হর্ষ। তুমি কাতর হইতেছ?

সোম। আমি বলিয়াছি, আমি দুঃখেই ভাল থাকি। জটিল ও দুর্ব্বোধ্য সমস্যাই আমার প্রাণের আকাঙ্খা।

হর্ষ। সোমদত্ত, আমি প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য অস্থির হইয়া

উঠিতেছি। কিন্তু মণিমালার সহিত তোমার বিবাহ দিব ইহা আমার স্থির সঙ্কল্প।

(মুক্ত ভিক্ষুণীর প্রবেশ)

মুক্ত। মহারাজ ক্ষান্ত হউন।

সোম। তুমি বাসন্তী! এ কি স্বপ্ন! (অগ্রসর হইয়া) ভগবান্ তুমি ধন্য।

(মূৰ্চ্ছা)

হর্ষ। ভিক্ষুণি, এ কি করিলে?

মুক্ত। এ মূৰ্চ্ছা সহজে ভাঙ্গিবে না।

হর্ষ। কোথায় কে আছ!

(অন্যান্য লোকের প্রবেশ)

বাস। মহারাজ, আমি আর সহিতে পারিব না, আমি চলিলাম।

হর্ষ। ভিক্ষুণি, তুমি পাষাণী।

মুক্ত। সময়ান্তরে এ কথার উত্তর দিব। এখানে থাকিলে এ পাষাণ গলিয়া যাইবে।

(প্রস্থান)

হর্ষ। আচার্য্য ও ভিষক্‌বরকে সত্বর আহ্বান কর। চল ইহাকে উন্মুক্ত বাতাসে লইয়া যাই।

(সকলে মূর্চ্ছিত সোমদত্তকে লইয়া প্রস্থান)



তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

পথ।

(ধাবক ও শ্রীহর্ষ)

ধাবক। দূরে হোক, বহু দূরে, অভিমত ধন—
অনুকূল থাকে যদি অদৃষ্ট লিখন,
মিলন হয় গো শেষে ; বাধা নাহি তার
মনোবৃত্তি নাহি করে দূরত্ব বিচার—

হর্ষ। তা ঠিক বলেছ, বেশ হয়েছে অতি সুন্দর সত্য কথা, এই আমার অঙ্গুরীয়ক এ শ্লোকের পুরস্কার। নাটিকা আদ্যোপান্ত অতি চমৎকার—তুমি যে নিষ্কর ভূমি সম্পত্তি পেয়েছ তাতে ভরণ পোষণ হবে ত—?

ধাবক। মহারাজের কৃপায় রাজ্যের ত কাহারও অভাব নাই, বিশেষতঃ সে রম্য উদ্যানে, ভবৎ সদৃশ স্নিগ্ধ মলয় আমোদ বিতরণে সদা প্রমোদিত।

হর্ষ। অলঙ্কার ঝঙ্কারে তোমার কাব্যোদ্যান মুখরিত হোক্, আমায় দিলে তাহা প্রিয়সখীর বিরহানলে শূন্যে মিলাইয়া যাইয়া বিরহ দ্বিগুণ হইবে।

ধাবক। ভাল যদি নাহি বাসো নাহি কোন ক্ষতি,
ঘৃণা যদি কর মোরে তাহে সুখ অতি ;

ভালবেসে রাখে দূরে, জানায় ছলনা,
অবহেলা করি যারে—ভুলিতে পারি না।

হর্ষ। ইহা হৃদয়ের কথা, একমাত্র কবির বীণায় প্রকাশ, আর কে তাহা পারে, এ কথায় তোমায় আর কি দিব। যে পুষ্পমাল্য, চিত্তের চঞ্চলতা যাহাতে লোকে না দেখিতে পায়, সেই জন্যই যাহার বক্ষে ধারণ, তুমি তাহাই লও। তাহার সহিত হৃদয়ের অতি ঘনিষ্টতা ছিল। আমি এখন স্থির চিত্ত হইয়া তোমার বাক্যেই চিত্তবৃত্তির ভাবান্তর সকল শুনিয়া অবহিত রহিব।

ধাবক। তা বটে, তবে—

হিয়ার মাঝারে—মদন তাড়ন
করেছে আকুল দেহ;
শয়নেতে মন রহেনা মগন,
কেমনে ছাড়িব গেহ!
কোথা রসরাজ গোপনেতে আজ,
কোথা বা বাজায় বাঁশী,
কোন্ বন হতে সমীর সহিতে
সে কথা পরাণে আসি
করেছে আকুল; সেফালি বকুল
চামেলি চাঁপার বাসে
সারা নিশীথের দুঃখ বহনের
মরণ ঘনায়ে আসে!

হর্ষ। আহা, অনেক দিন তোমার এ বিরহ্ ব্যাখ্যা শুনি নাই।

(বয়স্যের প্রবেশ)

বয়স্য। আমি তাহাই শুনিবার জন্য আসিতেছি। কি বলেন মহারাজ! আমি কি ভাগ্যবান নই ?

হর্ষ। মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধন যাঁহারবচনে তুষ্ট, তিনি কেননা ভাগ্যবান হবেন ?

বয়স্য। বস্তুতই আমার ভাগ্যে বান আসে, কিন্তু আবার সেই দণ্ডেই তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

ধাবক। সে কিরূপ ?

বয়স্য। মহারাজ মণিমালার হাস্যমুখ দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া আমায় বিশেষ সন্তুষ্ট করিলেন, আমিও সহাস্যে গৃহে আসিয়া কামিনী কাঞ্চন যোগ করিলাম। আকাশে বাষ্প হইলেই মেঘ ও সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি হয়। আমারও কামিনী কাঞ্চন যোগে যাহা হইবার তাহা হইল। সবই তৃণসম ভস্মীভুত হইবার সুযোগ হইয়াছে, ব্রাহ্মণী তাহা জঠোর ব্রতে নিঃশেষিত করিতেছেন। আবার ভিক্ষায় চলিলাম, তাই বলি ভাগ্যে বান আসে, কিন্তু টিকে না।

হর্ষ। যাহা আসে তাহাই যায় ইহাই বিশ্বের রীতি, কিছুই চিরকাল থাকে না, ইহাতেও আপনি সৌভাগ্যবান্।

হর্ষ। ভাল, ওহে কবিবর বয়স্যকে নায়ক করিয়া আর একখানি রত্নাবলী লেখনা কেন! তোমাদের কাব্যে ত যাহা নাই তাহাও হয়, তবে সাগরিকার বিহীনেও ত চলিতে পারে—যদি তাহাতে ব্রাহ্মণী শান্ত হয়েন।

বয়স্য। না, না তা চাহি না,—বেশ আছি, একটু গরমে থাকি। ও সব লইয়া তোমরা থাক, আমি আঁধারে রয়েছি ভাল, চাহি না আলোক। কি বল কবি!

ধাবক। বটে। যদি সে আলোক হয় শীতের প্রখরা।

হর্ষ। সহিতে নারেন শিব কি কথা আমরা ?

বয়স্য। বাঃ মহারাজও কি কবি হইলেন।

হর্ষ। আমি রত্নাবলীর মত প্রিয়দর্শিকা—নামে নাটিকা রচনা করিতেছি, কবি হইতে ইচ্ছা হয়।

বয়স্য। কেন ?

হর্ষ। প্রাপ্তির আশায় অপ্রাপ্তির অশান্তি লইয়া চিত্তবৃত্তি উচ্ছলিত করিবার জন্য।

(মুক্ত ভিক্ষুণীর প্রবেশ)

গীত

মুক্ত—

কে যাবি তরিতে, আয় গো ত্বরিতে,
এখনো পারিতে যেতে ভব নদীপার।
গাঙ্গে বহিছে তুফান, তাহে নাহি ভয় প্রাণ,
সুবাতাস বহমান পাল দিব তার।
যে মাঝি পেয়েছি আজ, নাহি অলসতা কাজ,
চল দরিয়ার মাঝ, দেখিব ওপার।
এ পারে বসিয়া রলে, বেলা যায় দূরে চলে,
এই বেলা নাহি গেলে, আসিবে আঁধার।
এ আলোক আর ফিরে আসিবে না আর।

বয়স্য। (স্বগত) ভিক্ষুণি, তুমি যে প্রেমে ভিক্ষুক এ জগত আর তাহা কে দিবে (প্রকাশ্যে) বাঃ বেশ গাও ত।

ধাবক। আবৃত্তির অনুভাব যেন মরমে মরমে পশিয়া যায়।

হর্ষ। ভিক্ষুণি ! তোমার কোন প্রার্থনা জ্ঞাপন কর।

মুক্ত। মহারাজ কি দিতে পারেন ?

হর্ষ। তাহা কি আমার চেষ্টারও অসাধ্য ?

মুক্ত। এমন কি কিছু এ বিশ্বে আছে যাহা চেষ্টার অসাধ্য ?

হর্ষ। তুমি আমায় লজ্জা দিতেছ।

মুক্ত। আমি সামান্যা তাই আপনাকে সামান্যই দিতেছি। লজ্জা অতি সামান্য, সকলেই পায়, সকলেই দেয়, কিন্তু কেহ ভাবিয়া দেখে না।

হর্ষ। কি চাও ভিক্ষুণী ? তুমি অতি জ্ঞানবতী, যথার্থ ভিক্ষুণী।

মুক্ত। ভিক্ষায় আবার জ্ঞান কি মহারাজ, অজ্ঞানতা চাই, আমি যাহা চাই দিবেন কি ?

হর্ষ। বল, অবশ্য দিব।

মুক্ত। তাহা এখন চাহি না, আবশ্যক হইলে প্রার্থনা জানাইব।

বয়স্য। রামের বনবাস নয় ত ?

মুক্ত। তা না হলে আজ আপনার সীতায় কে জানিত। আমি চলিলাম।

হর্ষ। কোথায় ?

মুক্ত। পথে।

(প্রস্থান)

ধাবক। অদ্ভুত।

বয়স্য। ভগবানের রাজ্যে কতই আছে।

হর্ষ। ভিক্ষুণী যাহার ভিখারী, আমার প্রাণও যেন সে ভিক্ষার জন্য কেঁদে উঠ্‌ছে। হিন্দুর কত অবতার এল, খৃষ্টানের খৃষ্ট এল, মুসলমানের মহম্মদ এল, ভারতে আবার বুদ্ধ এল—কত আসিতেছে কিন্তু জগতের ভ্রান্তি ঘুচিতেছে কই। দুদিনের জন্য আলোক আসে, ধর্ম্মের সংস্কার হয়—ধর্ম্ম বিপ্লব ঘটে, আবার যা তাই ; দুদিন পরে আবার ধর্ম্মের আত্মা রহিত

করিয়া পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্মের বাহ্যদেহ লইয়া বিবাদ আরম্ভ করে। ধর্ম্ম কোথায় যায়। কবি, তুমি ত কই ধর্ম্মের কথা কিছুই বল না।

ধাবক। মহারাজ! সব গোল হয়ে যাবে ব'লে ভয়ে কিছু বলি নাই; আর বুঝিও না তেমন। যাহাতে চিত্তের প্রবৃত্তি হয় ও যাহাতে অপরের মুখে ম্লান ছবি না দেখিতে হয়, তাহাই করি।

বয়স্য। স্ত্রীকে ত সবাই ভালবাসে—কেউ দেখায় চুম্বনে, কেহ আঁখি ঠারে, কেহ বা মুখোমুখি বসে, কেহ বা সাড়ি দেয়, কেহ বা সিঁথি দেয়, কেহবা চরণে লুটিয়া পড়ে—কিন্তু প্রধান ইচ্ছা ভালবাসা। আর ওসব ছাই ভেবে কি হবে। লোকের হিত কর, দরিদ্রকে ভর, আর এ ব্রাহ্মণকে পরিতোষ করে আহার করাও—মোক্ষ হবে।

হর্ষ। এ ঘোর কি ভোর হইবে না।

ধাবক। হবে—যেদিন প্রেম জগতের একমাত্র ধর্ম্ম হবে।

বয়স্য। তা ঠিক্ বলেছ। নিশি শেষে যখন একটু প্রেমাতুর হইয়া নিদ্রায় বিভোর হইতে চাই, তখনই ব্রাহ্মণী উঠিয়া প্রাতঃস্নানের ব্যবস্থা করিয়া আমায় নবমীর পশু করিয়া তুলেন।

(পরিচারক)

পরিচারক। মহারাজ, সভায় কবিবর ভবভূতি দেশপর্য্যটন ক্রমে উপস্থিত।

হর্ষ। এস সখা! বয়স্য আসুন, চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিতেছে। বিদেশী কবির অভ্যর্থনা করিবেন চলুন। কবি বলিয়াছেন, যাহোক্. তাহোক্ আমি রামের অঙ্গ স্পর্শ করিব, আমিও ভিক্ষাচরণ করিব।

বয়স্য। মা ফলেষু কদাচন। সুপক্ক ফল পাইলে ব্রাহ্মণকেই দিও।

ধাবক। তা বটে, যদি বাসবদত্তা অকাল বাতাবলী হইয়া না আসেন।

হর্ষ। সখা, তুমি কি আমার হৃদয়ে? অথবা ইহা তোমার কবিত্বশক্তি।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(রাজ্যবর্দ্ধনের প্রাসাদকক্ষে মণিমালা পাঠে রত)

মণি। না, ভাল লাগে না, এতে নূতনত্ব কিছুই নাই। ঐ এক কথা, বাসনা নির্ব্বাণ কর। কেমন করে নির্ব্বাণ করি, তা কেও বলে না; শুধু বলে ভাবিও না, কেমন করে ভাবনার নিবৃত্তি হয়? না এ আর পারিব না। (উঠিয়া গবাক্ষধারে গিয়া)

মুগ্ধনেত্রে সন্ধ্যা আসে,—মুগ্ধনেত্রে রবি
ডুবে যায় তরুর ছায়ায়, আকাশের
সারা অঙ্গ ভরি দিয়ে যায় হতাশ্বাসে
শেষ প্রীতিটুকু। এরও বাসনা আছে,
শেষ হয়, তবু ফিরে চায়।
পাতা কাঁপে সমীরণ আসিবে বলিয়া,
শাখা কাঁপে পাখী সব আসিবে কুলায়,
ফুটে ফুল সন্ধ্যায় আমোদ দিতে, কোথা
বাসনা অভাব? যাহা সর্ব্ব সৃষ্টিময়—
তাহার নির্ব্বাণে, কেমনে না জানি, হবে
মোক্ষ ফলোদয়,—তবে, সৃষ্টি কি লাগিয়া—
ওকে সোমদত্ত!—না ছি, আর চাহিব না।

আমি ত নির্ব্বাণ লোভী। দেখি,—দেখিব না—।
অনিমেষ মোর পানে, আছে সে চাহিয়া।
ফিরে ভুলিলাম—আর দেখিব না। যাই
এখনও চাহিয়া—আছে। অমনিত চিরদিন—
না—এখনো ফিরিতে পারি।
কে গায়?

সোমদত্ত সাম গান করে ভাল—ছি--না। দেখি এ পুস্তকে কি আছে। কাষ্ঠ শেষ হইলে অগ্নি নিভিয়া যায়, তবে দেহ শেষ হইলে বাসনার নিবৃত্তি হয়, কেমন—তবে দেহ থাকিতে নয়?

(মুক্তার প্রবেশ)

মুক্ত। না কেন?

মণি। ও—তুমি! তা গাও ত একটা গান শুনি—

মুক্ত।— গীত

অশোক কর সশোক হৃদি।
হৃদয় কর শান্ত রে!
আমি চরণে দলি বাসনাগুলি
নির্ব্বাণ লভি অন্তরে।

মণি। ভিক্ষুণী তুমি গান গাইয়া কি সুখ পাও?

মুক্ত। এক গান গাহিবার ইচ্ছা ভিন্ন আর কোন বাসনা প্রাণে থাকে না।

মণি। তবু একটা বাসনা থাকে।

মুক্ত। এ বাসনা নিভিতে কতক্ষণ।

মণি। ভিক্ষুণি, তোমার পরিচয় দাও, তুমি প্রতিশ্রুত আছ।

মুক্ত। সুগত তোমায় সুমতি দিন। পরে একদিন সময় মত বলিব।

মণি। আমি সোমদত্তকে কি বলিব?

মুক্ত। আমার পরিচয়ে তাঁহার কোনই আবশ্যকতা নাই, তিনি আমায় ভালবাসেন, ভালই; তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্তে সুগত আরো লোকহিতকর ধর্ম্মসাধনা দিন। আমি কি কাহাকেও শিক্ষা দিবার যোগ্যা!

মণি। তবে তুমি আমার এত করিতেছ কেন? আমাকে কোন পথে লইয়া যাইবে গো!

মুক্ত। সুগত তোমাকে সুমতি দিবেন।

মণি। কেন, আমি কি কুমতির কাজ করিতেছি? আমার বাসনা আছে? কাহার নাই? আর সকলে যদি বাসনাহীন হয়, তবে সৃষ্টি থাকিবে কোথায়? বাসনা আমার জন্য নয়? কেননা, আমি বিধবা? অদৃষ্টের কি উপহাস! যাহাকে প্রায় দেখি নাই, যার কথা কখনো শুনি নাই, যার আলাপনে কখনো বুঝি নাই যে আমি কেমন সধবা, তাহার বিহনে আমার জীবন, মরুভূমির মত শুধু দগ্ধ হইবার জন্য পতিত রহিবে। নিজে জ্বলিব, অপরে মরিবে, লালসার মরীচিকায় আমি বিশ্ব ধ্বংস করিবার জন্য জীবন ধারণ করিয়াছি কি? আমিই না হয় বাসনার বিসর্জ্জন দিলাম, তাহাতে অপরের কি?

মুক্ত। রাজকন্যে, আপনি যে পথে চলিয়াছেন, তাহাতে শান্তি নাই; আপাত মধুর সে পথ প্রচ্ছন্ন বিপদসঙ্কুল, বাহ্যত তাহা দৃষ্টিগোচর না হইলেও পরিণামে অতি ভয়ানক। এ নর দেহ নষ্ট হইলে, প্রেম বা লালসা কিছুই থাকিবে না। যাহা অবিনশ্বর, যাহাতে অনন্ত তৃপ্তি, আঁপনি তাহাই লাভ করিবার চেষ্টা করুন।

মণি। (স্বগতঃ)

ঐ সেথা করতলে রাখি তার মাথা
একান্ত নয়নে চাহি আছে মোর পানে।
কে সে? না না, আর চাহিব না, পারি কই!
না—এই ফিরিলাম।

মুক্ত। যাহা কিছু চিন্তা করা যায়, তাহা কি সব বাস্তবিক সম্ভব? যাহা অলীক তাহার জন্য জীবনের অত মায়া করিয়া কি ফল হইবে! আকাশ কুসুম আকাশেই ফুটে, পৃথিবীর সামান্য ধূলা স্পর্শ করিবারও তাহার সাধ্য নাই।

মণি। তুমি ঠিক বলিয়াছ। কিন্তু আমি যে মিথ্যায় ছিলাম বেশ। নিজের স্বপ্নরাজ্য নিজে গড়িয়া, নিজে ভাঙ্গিতাম, তাহাতে বেশ সুখী ছিলাম।

মুক্ত। সে কথা মিথ্যা। আকাঙ্ক্ষার মরীচিকায় সুখ নাই, কেননা তাহা আধার শূন্য, ছায়া মাত্র, তাহাতে আর কিছু নাই। তাহাতে ছায়ার শীতলতা নাই, বরং তীব্র উত্তাপ আছে। তাহাতে কি সত্যই কোন সুখ আছে?

মণি। না। তোমার সব কথাই ঠিক। তুমি একটী গান গাও। আমি চিত্ত স্থির করিব।

মুক্ত। মহারাজ আসিতেছেন।

মণি। কই, কোথায়?

(রাজ্যবর্দ্ধনের প্রবেশ)

রাজ্য। এই মা, আমি এসেছি।

মণি। পিতঃ. এক ভিক্ষা চাই।

রাজ্য। তুমি ভিক্ষা ল'বে? কি আছে অদেয় তোমা?

মণি। মোরে ফিরাবে না, কহিবে না, না!

রাজ্য। এ কথা অধিক মাত্র। সরলা বালিকা,
জানে না পিতার মায়া!

মণি। আমি ভিক্ষাব্রত ল'ব, পিতঃ!

রাজ্য। বিনামেঘে বজ্রাঘাত, তাও সুসম্ভব,
বাছা, তোর এ কথার চেয়ে! ছলনায়
একথা, ওঃ, তাও শেল সম হানে প্রাণে!

মণি। আমি সত্যই তাই চাই।

রাজ্য। এ তোর কোন ভাব? আঁখি দুটী জলে ভরে আছে, তবু যেন তাহাতে কি দৃঢ় সঙ্কল্পের আভাষ পাইতেছি। তোর প্রশ্বাস কত খর বহিতেছে, শুধু অনভ্যস্ত বলিয়া অবশে মৃদু হইয়া আসিতেছে। কোথা যাবি? কেন যাবি? হতভাগিনি, জন্মাবধি মাতৃহীনা; বিবাহ না হইতেই বিধবা; আমি তোরে বুকে ধরে পালন করেছি, আজ কোথা যাবি? আমি শুনিতেছি তোর কেমন ভাবান্তর হইয়াছে। গৃহে বসিয়া যথেচ্ছ ধর্ম্মাচরণ কর। ভিক্ষুণি! এসব তোমারি কাজ। তুমি কি পাষাণির মেয়ে? তুমিও কাঁদিতেছ। মণিমালা, কোথায় যাইবি!

মণি। এক দিন ত সকলেই যাইবে। কেহই এ জগতে চিরকাল রহিবে না! অনিত্য মায়া ও মোহ এই মহামূল্য জীবনকে নষ্ট করিবে কেন? আপনার যদি এত দিন স্বর্গলাভ হইত, আমি আজ কোথায় থাকিতাম,—কি করিতাম—ইহার কিছুই ত আপনাকে কোন শোক দিতে পারিত না। একে একে সকলেই যাইবে, ধর্ম্মপথে পথ শীঘ্র হইবে বলিয়াই আমি ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করিতে প্রয়াসী।

রাজ্য। সে পথ বড়ই কঠিন। তাহাতে কত বাধা, কত বিঘ্ন, কত প্রলোভন! সৎগুরু চাই, সে পথের শিক্ষা চাই, শরীরে সামর্থ চাই, ইহা অনায়াস লব্ধ নহে, বাছা। বিশেষতঃ গৃহে অবস্থান করিয়া ধর্ম্ম-যাজনা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

মণি। তাহাতে বাসনার সম্যক নির্ব্বাণ কই?

রাজ্য। ভিক্ষুণি, আমার সোণার পুত্তলিকা কোথায় লইয়া যাইবি!

মুক্ত। মহারাজ, পুত্তলিকা বিদায় দিতে অত অধীর হইবেন না।

রাজ্য। তুমি ঠিক বলিয়াছ। কিন্তু তোমার নবীন বয়স, তুমি সংসারের কিছু জান না। মায়া বলিয়া যে বিধাতার একটী আশ্চর্য্য সৃষ্টি আছে, তাহার রেখা তোমাতে কোন কষ্ট দিতে পারে নাই। তুমি আমার প্রাণ বুঝিবে না। ভাল, আমি কালি প্রাতে এ বিষয় স্থির নিশ্চয় করিব।

মণি। পিতঃ!

রাজ্য। বিষম সমস্যা।

মুক্ত। তাহা ত জীবন ভরিয়াই আছে। কিন্তু এত দিনে তাহার কোন বিষয়ের কিছু মীমাংসা হইল কি?

রাজ্য। না।

মুক্ত। তবে আর কেন?

মণি। (স্বগতঃ) সে এখনো বসিয়া আছে। আমি এখনো ভুলি নাই। হায়, এইবার নিশ্চয়—কি বলিতেছি—তাহাকে ভুলা যে অসম্ভব! (প্রকাশ্যে) পিতঃ, আমাকে বিদায় দিন। এই বিশাল রাজ্য, সম্পদ ইহার কিছুই আমার নহে। আমি তাহা জীবনে স্বপ্নেও বোধ হয় আকাঙ্ক্ষা করি নাই। আমি বিধবা, কোন সুখে আমার স্পৃহা নাই। বৈদিক ধর্ম্মে আমি শান্তি পাইব না বলিয়াই ভিক্ষাচরণ করিব।

রাজ্য। আমি এ প্রার্থনার জন্য যে একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না, তাহা নয়। তবু, তবু যে কি তাহা তোমাকে কি করিয়া বুঝাইব! যাহার সন্তান আছে, সে বুঝে। আমি মহারাজ রাজচক্রবর্ত্তী, আর আমার কন্যা ভিক্ষুণি! আমার এই বৃদ্ধ বয়স, আমি একমাত্র সন্তান হারা! এ কি স্বপ্ন? এ কি প্রহেলিকা? এ কোন্ মায়াবীর খেলা? আমি নিজেকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না! এক রাজকুমারের ধর্ম্মসাধনায় আজ অর্দ্ধজগৎ আলোকিত, তুই মা কি তেমনি পুণ্যবতী! তোর ধর্ম্মমহিমায় জগতের সামান্য একটু মলিনতাও দূর হইবে কি? আমার প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে। আয়, মা। আমি তোকে নিজে সাজাইয়া দিব। ভিক্ষুণি, তোমার চোখে জল কেন? আমার বিশ্বাস তোমার রূপান্তর আছে, কিন্তু তুমি স্নেহশীলা। আমি তোমার হস্তে আমার এই জীবন সর্ব্বস্বকে অর্পণ করিলাম। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

মুক্ত। মহারাজ, আপনার আশীর্ব্বাদ মঙ্গলময় হউক।

মণি। (স্বগতঃ) কই, আমি এখনো প্রাণ ফিরাইতে পারি নাই, সে এখনো বসিয়া আছে।

রাজ্য। কে কোথায় আছ, শ্রীহর্ষকে সত্বর আহ্বান কর, আমার পুনরায় সংসার আরম্ভ হইল। জীবনের এক অঙ্ক শেষ হইয়া নূতন অঙ্কে আমাকে নূতন প্রাণ আনিয়া দিল। তুমি বাসনা নিবৃত্তি করিবে, আমি কর্ম্মবীরের বাসনা প্রাণে স্থান দিব। নতুবা আমার উপায় নাই। এস মা!

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

বয়স্য ও ধাবক

বয়স্য। মন্দ হয় নাই, যঃ পলায়তি সঃ প্রাপ্নোতি, এ প্রেমময় জীবন যে ছাড়্তে পারে তারই লাভ। এ সব কবিতায় আসে না, জীবনে ঘটে।

ধাবক। তবু ব্যাপারটী কিছু কাব্যময় হইয়া পড়িয়াছে, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ এ পরিবর্ত্তন ?

বয়স্য। হ'লে অমনিই হয়; কোথাও কিছু ছিল না, সব ছিল আঁধার; আলো হলো, আকাশ হলো, পাতাল হলো, কত কি হলো, কাঠে থাকে চিনি, মাঠে লতায় থাকে গম, গরুর পেটে থাকে দুধ, হতে হতে কিন্তু পাকা ফলাহার হয়ে যায়।

ধাবক। মহারাজ অবশ্য কত কষ্ট পেয়েছেন।

বয়স্য। কিছু না। গৃহে ভার্য্যা নাই সুতরাং ও গৃহ ত গৃহই নয়। যা দুটো একটা ঘুটী ছিল তাও গেল, এখন একদিন ফাগুনে বাতাসেই সব সারা হয়ে যাবে।

ধাবক। আহা সব কথাই তোমরা উল্‌টো বুঝবে।

বয়স্য। সে টুক্ উভয়তঃ, আমরা মুখে তোমরা কাজে।

ধাবক। শ্রীকবি ভবভূতির পুস্তকখানি লইয়া আসি।

বয়স্য। আর কেন ? এখন গৃহে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। রাজ দরবারে আজ আর আবশ্যকতা নাই।

ধাবক। আমারও দরবার ভালই লাগে না।

(শ্রীহর্ষের প্রবেশ)

বয়স্য। তা আজ ত বোধ হয় আর দরবার হবে না।

হর্ষ। হবে, আজ অপরাহ্নে দরবার হবে। মহারাজ রাজ্যের

প্রতি সামন্ত, সেনাপতি, সৈন্য, প্রজা, সবাইকে আজ দরবারে আহ্বান করেছেন।

ধাবক। কিছু বিশেষ একটা আছে।

বয়স্য। হিন্দুর শেষ যা—বানপ্রস্থ। যখন দেখে জীবনে আর কিছু হবে না, সব রসটুকু নিঙ্‌ড়ান সারা হয়েছে, তখন যায় বনে; সংসারে থাকলে চারদিক্ দেখে শুনে আর ভোগ করতে পারিনে বলে যে খেদ হয়, বনে গেলে সব পাকা হাড়, চোক্ পুড়ে না।

হর্ষ। না কিছু বিশেষ কার্য্য আছে।

বয়স্য। হয় ত দেখ খেয়ালের মাথায় আমাকেই বা রাজত্ব দিয়ে বসেন!

হর্ষ। বেশ তো, কিন্তু যুদ্ধে যেতে হবে।

বয়স্য। কিগো কবি—একটা শ্লোক আওড়াও না।

ধাবক। সমরে না যেয়ো বীর ঘরে বসে থেকো।
প্রিয়ার সে মুখখানি বুকে ধরে রেখো।

হর্ষ। তাহলে যুদ্ধটা কিছু না—এঁ্যা

ধাবক। যদি যাও, ফিরে এস বুঝিয়া সুযোগ,
প্রাণ দিলে নাহি ফিরে সমর সুযোগ।

বয়স্য। তাই ভাল। যদিই যাও তবে পলায়নই শ্রেয়ঃ। বেঁচে এলে তবু আবার অন্য সময় যুদ্ধে যাওয়া যায়। মরলে ত সবই গেল।

হর্ষ। এতেই মহারাজকে বলা হয় তিনি শিকারে যাননা কেন? বলিহারি বীর!

বয়স্য। আমার ঘরে নথ নাড়া আছে জান—তবু "সে ভয়ে কম্পিত নয় আমার শরীর।"

হর্ষ। সোমদত্ত—

ধাবক। না এ পথে এল না।

বয়স্য। পাখী পালিয়েছে, এখন এপথ ওপথে তারতম্য নাই।

ধাবক। কার পাখী পালাল ?

বয়স্য। শেঠজীর মেয়ের।

হর্ষ। শেঠজীর আবার মেয়ে কই।

বয়স্য। তবে বুঝি তার স্ত্রীর।

হর্ষ। সেও ত অনেক দিন মরেছে।

বয়স্য। তবে বুঝি তোমার আর আমার।

হর্ষ। কবি ভবভূতি রচিত এই পুস্তকখানি শীঘ্র সোমদত্তকে দিয়ে এস। আমার কথা বলো যেন পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পড়ে দেখে।

(ধাবকের প্রস্থান)

বয়স্য। ওখানি কি ?

হর্ষ। মালতী মাধব। ভবিতব্য কে খণ্ডাইবে ? ও ! বেলাও হয়েছে, তরুচ্ছায়া প্রায় মূলদেশে আবদ্ধ হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

বয়স্য। চলুন, আমরাও মূলে যাই।

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

রাজ দরবার

(মহারাজ ও অন্যান্য সকলে আসীন)

রাজ্যবর্দ্ধন। কই, বৎস সোমদত্ত কই ?

(সোমদত্তের প্রবেশ)

সোম। এই মহারাজ, প্রণত চরণে দাস।

রাজ্য। আশীর্ব্বাদ করি পদে যোগ্যমতি হোক্।
শ্রীহর্ষ, আমি আর কতদিন রব।
দিন যায়, দিন আসে ; মানবের দিন
কেবলি ফুরায়,—দিয়ে যায় অতীতের
বিফলতা স্মৃতি ; তাই লয়ে দগ্ধ হই।
নির্ভরিয়া বর্ত্তমান অদৃষ্টের কাছে
ভবিষ্যতে চাই, তাও কবে আসে যায়
দেখিনা চাহিয়া, এমনি পুত্তলিমত
শুধু যেন খেলা ঘরে করি ধূলাখেলা।
তবু, সে খেলা খেলিতে হয় সত্য মনে
করি, না হইলে সৃষ্টি ব্যর্থ হয়।
হর্ষ। এই উপদেশ শিরে ন্যস্ত করি ভিক্ষা চাই চরণ আশিষ।
রাজ্য। সোমদত্ত! জগতের কত আছে ক্লেশ,
কত আছে দুঃখ, শোক, তাপ।
কেহ নাহি কিছু পায়, কাহার দুয়ারে,
উচ্ছিষ্ট অন্নের ভরে পথ নাহি রয়।
কারো স্বামী আছে, পুত্র আছে, আছে তার
প্রিয় পরিজন, অনাথা বিধবা কেহ
হারায়ে অঞ্চল নিধি ফিরে কেঁদে কেঁদে।
এ বাহ্য বৈষম্য মাঝে, আছে সে স্রষ্টার
অতি সুকৌশল নীতি। হর্ম্ম্য মাঝে কেহ
অতৃপ্তির,—অপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায়—দহে,
কুটীরে লবণ হীন অন্নে সুখী কেহ।
তাই বলি দুঃখময় ভেবোনা জগৎ।

বয়স্য। মহারাজ, আমায় কিছু বলুন।

রাজা। সখা, যুদ্ধে যাব আমি, তুমি সঙ্গে যাবে,
ব্রাহ্মণীরে বলে এস আসিব ফিরিয়া।

বয়স্য। যদি না আসি।

রাজা। তাঁরে যেতে বলো।

বয়স্য। চিত্রগুপ্তের কাছে, তা মন্দ নয়। মহারাজ, ব্রাহ্মণী যদি সেখানে গিয়ে বলেন আসি বলে কেন এলোনা, আমি বল্‌বো এই তোমার জন্য ঘর বাড়ী তৈয়ার করে রাখছি, তাই দেরী হচ্ছে। আচ্ছা আমি যুদ্ধে যাব, তবে কোথায় ?

রাজা। সে কথা বলিতেই এ দরবার। আমি দিগ্বিজয়ে বাহির হইব। কি বল ভাই।

হর্ষ। মহারাজ, দিগ্বিজয়ে কি আবশ্যকতা, আপনার অপর্য্যাপ্ত সম্পত্তি, প্রজাগণ ত বেশ কুশলে আছে, শত্রুও কেহ নাই, তবে ?

রাজা। মন্ত্রী কি বলেন ?

সোম। অধুনা হিন্দুরাজগণের মধ্যে আপনিই শীর্ষ, ইহা সব রাজাই স্বীকার করেন। তবে যদি রাজ্যলাভের বাসনা হইয়া থাকে, তবে আপনার অপরিসীম দয়া ও ন্যায়ের গুণে যে অক্ষয় রাজত্ব স্বর্গে স্থাপন করেছেন তাহাই কি যথেষ্ট নয় ?

রাজা। বয়স্য কি বল ?

বয়স্য। বুড়ো হয়েছেন, দুদিন পরে সব যাবে, আর বেথাপ্পা সখে কাজ কি ? চারিদিকে বেশ শান্তি, আর মিছে হাহাকার করিয়ে কাজ কি ? কত লোক্ মর্‌বে, কত জল ঝর্‌বে ; কত সনাথ অনাথা হবে, রাজ্যময় বিশৃঙ্খলা হবে। ধন রত্নাদি যা কিছু আন্‌বেন তাতে ত এই প্রজাদের দান, আর আমার ষোড়োশপচারে পূজা ? তা প্রজাদের যা আছে তাতেই আরনা

আরনা হয়ে গেছে, আর আমার বাড়ীতে দেখেছি দুটো কুমড়োগাছ হয়েছে তাতেই যথেষ্ট হবে।

রাজা। সোমদত্ত কি বল ?

সোম। যদি রাজ্য ও অর্থলাভ ভিন্ন অন্য কোন কারণ থাকে, তবে মহারাজ, আশীর্ব্বাদ দিন, আমি প্রফুল্লচিত্তে সৈন্য শৃঙ্খলা করিতে যাই।

রাজা। তুমি দীর্ঘজীবি হও। দিগ্বিজয় ইচ্ছার কারণ বলিতেছি, ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য অনেক আছে, শান্তিও আছে, সম্পদও আছে, কিন্তু একতা নাই ; ভারতে একতা না হইলে সব মিথ্যা, যে কোন মুহূর্ত্তেই কোন বহিঃশত্রু আসিয়া ভারতে প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে এবং এই একতার হীনতায় ক্রমে ভারত বিজয় করিতে পারিবে। আমি ভারতকে একছত্রী করিতে চাই। এক রাজা ভারতের অধিকারী হইবেন। অপরে তাঁহার অধীন থাকিযা একতায় আবদ্ধ থাকিবে। তাহাতেই ভারতের মঙ্গল। মন্ত্রীবর কি বলেন ?

মন্ত্রী। ইহাতে দুটি আপত্তি। প্রথমতঃ ভারতের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রকৃতি অনুসারে প্রজাবর্গের প্রকৃতির বিভিন্নতা।

রাজা। তাহা হইতেই ভারতের অনিষ্ট হইবে। আমি সব এক প্রকৃতি চাই। কিম্বা তাহা না হইলেও এক রাজার কর্ত্তৃত্বে থাকিলে রীতি নীতি শিক্ষার ক্রমান্বয়ে সমতা হইলে একই জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় ভারত গৌরবান্বিত হইবে।

মন্ত্রী। তারপর, আপনি যে এ কার্য্যে সমর্থ হইবেন তাহার স্থিরতা কি ?

রাজা। তাহা নিশ্চয়ই অস্থির, তবে আমি অশক্ত হইলে আমা অপেক্ষা পরাক্রান্ত অন্য কোন রাজা এ কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। এবং তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন। ইহাতে রাজ্যে আশু অশান্তি হইবে বটে কিন্তু দেশময় সাময়িক ভাব জাগ্রত হইবে। এবং রাজগণ আলস্য ত্যাগ করিবেন।

মন্ত্রী। মহারাজের উচ্চ আশা আপনারই উপযুক্ত।

রাজ্য। ভ্রাতার কি মত ?

হর্ষ। আপনার ইচ্ছা প্রকৃতই অতি উচ্চ কিন্তু ও পথে হইবে কি !

রাজ্য। অন্য পথ নিরূপণ কর।

হর্ষ। আর সুপথ ত পাই না।

রাজ্য। তবে এস, এ পথেই কার্য্য করি, আমাদের যদি ভুল হয় যোগ্যতর অন্য কেহ এ দৃষ্টান্তে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। সেনাপতির কি মত।

সোম। তাহা কার্য্যক্ষেত্র সাপেক্ষ।

রাজ্য। ইহাই বীরোচিত ধর্ম্ম।

রাজ্যের সমস্ত শ্রেষ্ঠী, মণিকার, নৌব্যবসায়ী এবং বিলাসিনীদিগকে এ বিষয় প্রথম হইতেই জানান আবশ্যক, বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে তাহাদের নিজ কর্ত্তব্য স্থিরতার আবশ্যক। তৎপরে প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা প্রচার করা যাইবে।

মন্ত্রী। আমি এ বিষয় এখনি সুবিহিত করিব।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ।

(চিত্রকর, শ্রেষ্ঠী ও নৌব্যবসায়ী)

চিত্রকর। চিত্রাঙ্কনের পক্ষে এ সুযোগ লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। মহারাজ আমাকে নূতন জীবন দান করিয়াছেন। প্রকৃত যুদ্ধের একখানি চিত্র আঁকিতে পারিলে আমার জীবনের যথেষ্ট কার্য্য করিলাম বলিয়া মনে করিব।

শ্রেষ্ঠী। বঙ্গেশ্বরের নিকট আমার অনেক রত্নের মূল্য প্রাপ্য আছে।

তাম্রপর্ণীজাত প্রবাল মুক্তা যাহা বঙ্গেই অধিক আইসে তাহাও কিছু সুবিধা মত ক্রয়ের সুবিধা হইবে।

নৌ। মহারাজ প্রথমতঃ কলিঙ্গ দেশ বিজয়ে যাত্রা করিলে আমরা অনেক সাহায্য করিতে পারিতাম। সেই স্থান হইতে বঙ্গদেশ যাত্রা বিশেষ লাভের হইত। আমরা এ বিষয় অনেক আলোচনা করিয়া দেখিলাম, যিনি বঙ্গোপসাগর হইতে জয় আরম্ভ করিবেন, সমগ্র আর্য্যস্থান তাঁহার করায়ত্ত হইবে।

শ্রেষ্ঠী। তাহা বটে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেশ্বর মহারাজের চির শত্রু, উৎকল রাজ তাঁহার মিত্র। প্রথম বঙ্গজয় করিয়া উৎকল পথে অগ্রসর হইয়া দাক্ষিণাত্য জয় করা যাইবে।

নৌ। ভাল, ভাল। আমরা সকলেই প্রস্তুত আছি।

চিত্র। বঙ্গ ও কলিঙ্গ দেশের শস্যশ্যামলা প্রকৃতির বিচিত্রতা অঙ্কনের তৃপ্তি লাভ করিবার জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিতেছে।

(শিল্পীর প্রবেশ)

আসুন, আসুন। আপনিও ত আমাদের সঙ্গী।

শিল্পী। মহারাজের বিশেষ অনুগ্রহ। উৎকলের শিল্পচাতুর্য্য আমাকে অনুকরণ করিতে হইবে।

শ্রেষ্ঠী। এ আনন্দের দিনে কিছু আমোদ প্রমোদ করা যাক্ গে।

চিত্র। মেঘ না চাহিতেই জল! প্রফুল্ল মকরন্দবাসিত মৃদু সমীরণে পীতাঞ্চলখানি দুলাইয়া প্রিয় সখি চন্দ্রাবলী সাথী বেষ্টিতা হইয়া এদিকেই সান্ধ্য ভ্রমণে আসিতেছেন।

নৌ। আমি সিন্ধুতীর হইতে যে সোমরস আনিয়া দিয়াছি তাহা প্রিয়সখীর বড়ই প্রীতিকর হইয়াছে।

শিল্পী। আমার গৃহিণীও তাহার অনেক সুখ্যাতি করিয়াছেন।

নৌ। সুখী হইলাম।

চিত্র। সন্ধ্যায় রবিচ্ছবির ম্লান জ্যোতিটুকু ওই গণ্ডদেশ কেমন কাঞ্চনাভ করিয়া তুলিয়াছে! পীত বসনে সুন্দরীকে অতি মধুরকান্তি করিয়াছে। চরণের অলক্তরসে রাজপথ ধন্য; চরণ ধূলি গায় মাখিয়া সন্ধ্যা ধূসর হইয়াছে, আর কণক-ঘুঘুর-মুখরিত প্রকৃতি যেন অলসে নিদ্রাবতী হইতেছে।

শ্রেষ্ঠী। কবিবর এ সময় উপস্থিত থাকিলে একটা কিছু শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন।

নৌ। তিনি ত সঙ্গেই আছেন।

শিল্পী। তবে মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে।

নৌ। খুব রঙ্গ রস চলিতেছে।

শ্রেষ্ঠী। চলুন, আমরা অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করি।

(সকলের প্রস্থান)

(অন্যপথে ডঙ্কাসহ রাজকর্ম্মচারী ও কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

নাগরিকগণ। কি হয়েছে, কি হয়েছে।

দূত। মহারাজ দিগ্বিজয়ে যাবেন, তাই রাজ্যের প্রজাগণকে বল্‌ছেন যে, তারা যেন তাঁর অনুপস্থিতে বেশ শান্ত হয়ে থাকে, ধর্ম্ম কার্য্য করে। তাঁর অনুপস্থিতি জন্য কোন গোলযোগ না হয়। সকলেই শিষ্ট ভাবে থাকে, আর মহারাজ শ্রীহর্ষ থাক্‌বেন তাঁকে সব রাজার মত দেখো বুঝ্‌লে।

১ম। হাঁ ভাই, তাতে গোল হবে কিসে?

২য়। তবু যদি কিছু হয়, তাই মহারাজ বল্‌ছেন যে ভাল হয়ে থেকো।

৩য়। চল যাই মহারাজার কল্যাণে পূজা দিয়ে আসি।

সকলে। চল চল।

(সকলের প্রস্থান)

(অন্য পথে অন্য কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

১ম। মহারাজ বুড়ো হয়েছেন আর কেন কষ্ট করতে যাবেন, রাজ্যে ত কারও আর কিছু অভাব নাই যে তার জন্য অর্থ আনতে হবে।

২য়। ওরে বুঝিস্ না তবু সম্মান কত, ষোলকলা পূর্ণ হবে, রাজা মানুষ চুপ করে বসে থাকবে, যুদ্ধটুদ্ধ করতে হয় বৈকি ?

৩য়। মহারাজ তবু এতদিন রাজকুমারীকে নিয়ে এক রকম ছিলেন, ওই এক সুখ ছিল, তাও যখন রৈল না তখন বসে বসে আর দিন কতক্ষণ কাটে।

১ম। তবু এত দিন যাওয়া ভাল ছিল, সৈন্যরা সব দলে দলে যাচ্ছে, ওরা এদিক্ আস্ছে না ? ওদের মুখে যেন কত ফুর্ত্তি।

৩য়। ক্ষত্রিয়ের ওর চেয়ে আর ধর্ম্ম কি আছে। বেশ গান গেয়ে গেয়ে চল্ছে।

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

সৈন্যগণ। কি ভাই, সকলে আমাদের হাসি মুখে বিদায় দেও, আর দেবতার কাছে বিজয় প্রার্থনা কর।

পৌরগণ। এই ত আমরা পূজা দিয়ে আস্ছি, ভাই দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।

সকলের গান

সবে আনন্দে আনন্দে মহানন্দে কর গান,
আদরে অধরে ধর ঐক্যতান,
সদা দেশের নাম জয়নাম হৃদে জপ অবিরাম
সম্মুখ সমরে পাবে সুখমোক্ষধাম ॥

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতীরস্থ উদ্যান।

(মণি ও মুক্ত)

মুক্ত। বহিন্ কি ভাবছিস্।

মণি। তুমি কতদিন এ ব্রত গ্রহণ করেছ ?

মুক্ত। শুধু এই ?

মণি। তাহা নয়, আরও কিছু। তবে যা জিজ্ঞাসা করিলাম—

মুক্ত। তোমার কি পছন্দ হয় ?

মণি। আবার তুমি কেন ?

মুক্ত। ভাল, ভুল হয়েছিল।

মণি। তোমার সবই ভুল।

মুক্ত। এ ব্রতটা ?

মণি। সেটী ত সকলের আগে।

মুক্ত। কিসে ?

মণি। এতে কি সুখ ?

মুক্ত। কি সুখ সংসারে ?

মণি। তবে সংসার হলো কেন ? সকলেই যদি এমন ব্রত গ্রহণ করে, তাহ'লে মানব কদিন থাক্‌বে ? সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি তাই ? সুগতও কি তাহাই চান্।

মুক্ত। না তাঁহার উদ্দেশ্য ঠিক্ তাই নয়। গৃহী হওয়ায় কোন আপত্তি নাই।

মণি। তবে তিনি নিজে গৃহত্যাগ কল্লেন কেন ?

মুক্ত। নিজে জ্ঞান পেয়ে অপরকে জ্ঞানবান কর্‌বার [illegible]।

মণি। তবে জ্ঞান পেয়ে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ কর্‌লেন [illegible] ?

মুক্ত। তাহাতে বাসনার নির্ব্বাণ হয় না।

মণি। তাহলেই জ্ঞানী হয়ে সংসার ত্যাগ কর্‌বে। যে তাঁহার জ্ঞান লাভ কর্‌বে সেই সংসার ত্যাগ করবে? তাহলে আমি যা বলিলাম সংসার থাকে কোথায়?

মুক্ত। গৃহস্থ হয়েও সেরূপ জ্ঞানী হওয়া যায়। গৃহীর পক্ষেও বিধি আছে, ভিক্ষুরও বিধি আছে।

মণি। কোন্‌টী ভাল।

মুক্ত। ব্যক্তি বিশেষে।

মণি। তোমার পক্ষে কি?

মুক্ত। এই ব্রত।

মণি। কেন? ওকি! তোমার চক্ষে জল আসিল, থাক্‌ আমি আর কিছু জিজ্ঞাসা করিব না, মুক্তা তুমি কাঁদিতেছ!

মুক্ত। এই নিবৃত্ত হইলাম।

মণি। তুমি এখনও পাকা হও নাই।

মুক্ত। তাই ত দেখিতেছি।

মণি। তবে আমায় সঙ্গে লইবে কেমনে?

মুক্ত। মাঝি পাকা আছে, না হয় দুজনে মিলিয়া মিশিয়া যাইব। একার চেয়ে ত ভাল।

মণি। চল যখন পথে বাহির হইয়াছি, তখন আর থামিব না। একবার দূরত্ব পরীক্ষা করিয়া লইব।

মুক্ত। চিত্ত স্থির কর। তোমার সুলভতায় আমারও ব্রত নষ্ট হইবে। অত খেদান্বিত হইওনা।

মণি। পুরাতন স্মৃতি কিসে নষ্ট হয়?

মুক্ত। মার? স্মৃতি?

মণি। ভালবাসার।

মুক্ত। কেমন ভালবাসা? ভক্তি, স্নেহ প্রেম অথবা ঘনিষ্টতা প্রীতি ও ইচ্ছার আকাঙ্ক্ষা।

মণি। ভিক্ষুণী, তুমি প্রেম কিছু বোঝ?

মুক্ত। কিছু কিছু বুঝি বই কি?

মণি। কেমন করে?

মুক্ত। দেখে শুনে।

মণি। তাহলে প্রাণে প্রাণে বুঝে না।

মুক্ত। হাঁ তাতেও একটু অধিকার আছে, কিসের ঔষধ চাই?

মণি। ওই প্রেমের।

মুক্ত। তাতে তোমার কি? তুমি ত ভিক্ষুণী।

মণি। না হয় শিখিয়া রাখিলাম।

মুক্ত। ভ্রান্তি।

মণি। তোমার জীবনটাই ভুল।

মুক্ত। আজ তোমার বিশ্বের শেষবন্ধনের শেষ।

মণি। কেমন!

মুক্ত। মহারাজকে দেখিবে?

মণি। কোথায়?

মুক্ত। এই গঙ্গাতীরে। তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়েছেন। কর্ণসুবর্ণাধিপতি শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের সহিত যুদ্ধ হইতেছে।

মণি। কি ফল?

মুক্ত। মহারাজের জয় ও ক্ষয়। যুদ্ধে জয়ী হইয়া[illegible] নরেন্দ্রগুপ্ত বন্দী, কিন্তু মহারাজ আহত হইয়া কল্য অবধি শিবিরে উ[illegible] রহিত। চল তোমায় সেথা লইয়া যাইব।

মণি। তুমি এ সংবাদ কখন পাইলে ?

মুক্ত। তুমি তখনও নিদ্রিতা ছিলে।

মণি। আমায় ডাক নাই কেন ?

মুক্ত। আবশ্যকতা ছিল না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তুমি তাঁহার দেখা পাইবে। তার পরই আমরা রাজগৃহে প্রস্থান করিব।

মণি। মহারাজের সাথে আর কে কে এসেছেন।

মুক্ত। মনে রেখ তুমি বৌদ্ধ ভিক্ষুণী, বাসনার নির্ব্বাণ দিতে এসেছ।

মণি। চল বহিন্—আমি আর বিকৃত হইব না।

(প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

সোমদত্ত,—উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে প্রবেশ

সোমদত্ত। ———চাহিতে আমার পানে
সে সাধে বাধিল সাধ ভ্রুভঙ্গে ভিক্ষুণী,
আঁখি ঊর্দ্ধে উঠি অমনি হইল নত,
দীর্ঘশ্বাস বক্ষে মিশে গেল,——

(অন্যমনে বিচরণ)

আমি কি ভাবিতেছি! আমার নিদ্রা নাই, কথনো যে ঘুমাইয়াছি এমন বো[illegible] না। ভোরের আলোর ঘুম ভাঙ্গে নাই, এখনো আকাশে তারা ঘু[illegible]মোব[illegible]ছ, এখনো পাখীরা ঘুমে অচেতন, প্রভাতের—সেফালি-সিক্ত স[illegible]চাথায় মরিয়া আছে—একমাত্র আমি দুর্ব্বিষহ যাতনায়

জ্বলিয়া মরিতেছি। আমায় কে শান্তি দিবে? এক মুহূর্ত্তও তাহার চিন্তা হইতে বিরত হইতে পারি না। একমাত্র সে ছাড়া যেন আমার আর কেহ নাই—আর কোন কাজ নাই—আর কোন চিন্তা নাই—আর কোন আদর নাই। আমার শিরে গুরুতর কার্য্যভার ন্যস্ত রহিয়াছে—আর আমি কি করিতেছি। না, আর ভাবিব না—শিবিরে যাই—। আমি কি অকৃতজ্ঞ—মহারাজ কেমন আছেন তাহাও জানি না। ধিক্ আমাকে—শুধু অসার চিন্তা ও স্বপ্ন লইয়া আমাকে পিশাচ করিয়া তুলিলাম—দূরে হাহাকার কেন? কি হয়েছে? যেন বিশ্বে প্রলয়ের আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে———

(বেগে প্রস্থান)

(মণি ও মুক্তর প্রবেশ)

মুক্ত। আর মহারাজের চিতা দেখ্‌তে গিয়ে কি হবে। সব ত শেষ হয়ে গেছে; যাহা বহমান তাহাতেই তাহা বহিয়া গিয়াছে, এখন তাহা শূন্য। শূন্যতা যত দেখিবে, তাহার ত সীমা নাই।

মণি। তবু একবার শেষ দেখে যাই, আজ কোন্ তিথি?

মুক্ত। শুক্লপক্ষের সপ্তমী।

মণি। কৃষ্ণপক্ষে সপ্তমীতে চাঁদ উঠিলে আমি ব্রত গ্রহণ করেছি; সেদিন চাঁদ উঠিতেছিল, আজ ডুবিতেছে। এখন ব্রত ভঙ্গ করা যায়? আমি ব্রত ত্যাগ করিব।

মুক্ত। এখানে থাকিলে চিত্ত আরও উদ্বেলিত হইবে, চল যাই।

মণি। তুমি যাও আমার আর যাইবার ইচ্ছা নাই।

মুক্ত। যদি এই করিবে তবে মহারাজকে ত্যাগ কেন? তাহলে আজ তাঁহার এখানে মৃত্যু হইত না। আর আজ

যখন তোমায় সন্তুষ্টা দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনিও সন্তুষ্টচিত্তে নির্ব্বাণ লাভ কর্‌লেন, তখন তাঁহাকে বলিলে না কেন ?—

মণি। ক্ষমা কর। জীবনের অনেক মায়া সহজে ভুলা যায় না। তাই সময় সময় চঞ্চল হইয়া উঠি। তুমি একটা গান গাও তোমার গানে আমি বেশ নির্লিপ্ত থাকি।

মুক্ত। তা বেশ।

মণি। কে যেন আস্‌ছে।

মুক্ত। তবে চল।

মণি। না, দেখি এত রাত্রে এ কোন্ প্রেমিক।

মুক্ত। না, আর দেখিয়া কাজ নাই। কখন কি বিপদ ঘটিবে! বিশেষতঃ তুমি স্থির থাকিতে পারিবে না।

মণি। আমি বেশ আছি।

মুক্ত। উহা লালসার তন্ময়তা মাত্র।

মণি। তাহাতে তোমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিল কেন ?

মুক্ত। এস, একটু আড়ালে যাই।

(প্রস্থান)

(সোমদত্তের পুনঃ প্রবেশ)

সোম। কিসের যুদ্ধ, কিসের যশস্পৃহা, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর আজ ধূলায় লুণ্ঠিত। মণিমালা ঠিক বুঝিয়াছে, এ জীবনের মিলন ত চিরস্থায়ী হইবে না বুঝিয়াই প্রেমময়ী মোক্ষপথের সাধনা করিতেছে। আমি [illegible] পথে যাই!

মু[illegible] মার [illegible]ল যাই।

[illegible] র একটু শুনি।

মুক্ত। তোমার ওষ্ঠ কাঁপিতেছে, তুমি কথা কহিয়া ফেলিবে।

মণি। তোমার ভয় নাই।

সোম। সে ভালবাসে ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট নহে কি? সে যদি ভালই বাসে, তবে আমাকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইল কেন? কাহারও ত কোন আপত্তি ছিল না। ভিক্ষুণির জন্য? ভিক্ষুণী তাহার কে? বেশ, সে সুখে থাকলেই সুখী হইব।

মুক্ত। তুমি কাঁপিতেছ!

মণি। তা হোক, একটু অপেক্ষা কর।

মুক্ত। না—আমি যে পারি না।

মণি। কেমন?

মুক্ত। চল—আমি আর থাকিব না।

মণি। আর একটু থাক।

সোম। মেঘ আরো আঁধার হইতেছে, আমার জীবনও যেন সেইরূপ মণিমালা বিহনে দুশ্চিন্তাময় হইতেছে। আমার প্রাণ চলিয়া গিয়াছে; নশ্বর দেহ, নিজেকে বিনষ্ট করিবার এমন সুযোগ কোথায় পাইবে?

মুক্ত। আর নয়। তুমি যে পড়িয়া গেলে!

মণি। আমায় ধর।

মুক্ত। বহিন, এ কি করিলে?

সোম। (সচকিতে) একি! কোথায়! কে? মণিমালা?

মুক্ত। কথার অবসর নাই, শীঘ্র একটু জল আনুন।

(সোমদত্তের প্রস্থান)

মণি। শীঘ্র চল, আমি স্থির হইয়াছি।

মুক্ত। যাইতে পারিবে?

মণি। উভয়তঃ মরণ।

মুক্ত। চল। (উভয়ের প্রস্থান)

(সোমদত্তের প্রবেশ)

সোম। কোথাও কেহ নাই ত! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? একি ভ্রান্তি? যাও, যাও মণিমালা—আমিও আসিতেছি। আমিও ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করিলাম। আমি তোমার, তুমিও আমার হইবে।

(প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাননে।

সোম। "সরসি শীতল জল কিম্বা স্নিগ্ধ চন্দ্র জোছনায়,
হৃদয়ের এ সন্তাপ কিছুতেই নাহিক জুড়ায়
নিষ্ঠাশূন্য হয় মন ভ্রমে ইতস্ততঃ
কত কি কল্পনা রচে নিজ ইচ্ছা মত।"

তবু মাধব মালতীকে পায় না! একদিন ত পেয়েছিল, আমিও কি পাব না? এত ভালবাসি তবু পাব না? যদি পাব না তবে এমন হলো কেন? কেন সে সন্ধ্যায় বাতায়নে করতলে মাথা রাখি আমার পানে অনিমেষে চেয়ে থাকৃতো; কেন দীর্ঘ রজনীতে শয়নে কণ্টক বোধ করিলে, আমি যখন মুখরা প্রকৃতির নিশিথমরণ দেখিতে উঠিতাম তখনও দেখিতাম সে জাগরিত। কেন সে তখন তার চন্দ্রাময়ী স্নিগ্ধ রূপরাশি লয়ে বাতায়ন একেবারে উন্মুক্তা করে দিত, কেন আমি সে সুধা পানে ক্লান্ত হয়ে বৃক্ষতলেই নিদ্রিত হয়ে পড়্তেম।

"সেই মূর্ত্তি হেরি আমি হেথা সেথা সম্মুখে পশ্চাতে,
অন্তরে বাহিরে সে যে চারিদিকে ফিরে সাথে সাথে।"

(কতিপয় ভিক্ষুর প্রবেশ)

কই—সে—কোথায়।

১ম। সন্তোষ ক্ষেত্রে, প্রয়াগ তীর্থে। কেন আপনি সেখানে যান নাই ?

সোম। সন্তোষ ক্ষেত্রে ? কে বল্লে।

২য়। অপূর্ব্ব দান। আমরা ছিলাম। ছত্রপতি মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিবাদে অকাতরে দান কর্‌ছেন, রাজকোষের সমস্ত অর্থ, ভাণ্ডারের সমস্ত খাদ্য, অবশেষে পরিধেয় পর্য্যন্ত দান করে তিনি ভিক্ষু বেশে অঙ্গে ধূলা মেখে নাম কীর্ত্তন কর্‌ছেন। আপনি যান নাই। দান সামগ্রী আমরা বহন করে আন্‌তে পারি নাই। পথে আমরাও বিতরণ কত্তে কত্তে আস্‌ছি।

সোম। হবে, যাও।

৩য়। কেরে ?

১ম। কোন পাগলা ভিক্ষু। চল, জয় মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের জয়।

(প্রস্থান)

সোম। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন রাজা, কেন মহারাজ কোথায়—স্বর্গে, মণিমালা কোথায় আমার অন্তরে! খুঁজে দেখি, নাই; মূর্ত্তি নাই, কায়া নাই, কি আছে ? যেমন ঈশ্বর নিরাকার সর্ব্বভূতময়, তুমি তেমনি আমার সর্ব্ব হৃদয়ময়।

আজ সিংহল দেশের কথা মনে পড়েছে কেন ? কি তার নাম ছিল, বেশ প্রেমিক, আমি। বাসন্তী ? সেত সাগর জলে ডুবে মরেছে, আমার জন্য! মণিমালা জীবন্মৃত; ভিক্ষুণী হয়েছে আমার জন্য। আমি পরশমণি, যা স্পর্শ করব দুঃখ আন্‌বে।

(মুক্তর প্রবেশ)

মুক্ত। মু[illegible] একলা রয়েছে। অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।

[illegible]মোব ?

আমি বাসনা বিসর্জ্জন দিতে এসে মণিমালার বাসনায় পড়েছি। একি সোমদত্ত ওখানে ?

সোম। "তুমি ভাল বাস মোরে এই মনে করি,
এত দিন প্রাণ আমি রহিয়াছি ধরি॥"

মুক্ত। এ এক ভালবাসা।

সোম। বাসন্তী ছিল বেশ।

মুক্ত। আজ কেন মনে পড়ে ? এত ভালবেসে ভুলে থাকে ?

সোম। আমি কারে চাই !

মুক্ত। আমি এমন হইলাম কেন ? যাইতে পারিতেছিনা ত ?

সোম। কোথা পাব মণিমালা ?

মুক্ত। (সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) আমি দেখাইয়া দিব।

সোম। তুমি কে ?

মুক্ত। আমি ভিক্ষুণী।

সোম। এখানে কেন ?

মুক্ত। আপনি মণিমালাকে দেখিবেন ?

সোম। দেখিব। পাইব কি ?

মুক্ত। না।

সোম। তবে এখন দেখিব না।

মুক্ত। তবে কখন ?

সোম। যখন পাব।

মুক্ত। পেয়ে কি সুখ ?

সোম। তুমি বুঝিবে না।

মুক্ত। আপনি ভিক্ষু, আপনার এ লালসা কেন ?

সোম। তোমার আঁখি প্রান্তে অশ্রু কেন ?

মুক্ত। আপনার অধর্ম্ম আচরণে।

সোম। ধর্ম্ম কি ?

মুক্ত। ভিক্ষু হইয়াছেন, লালসার বিসর্জ্জন দিন।

সোম। কে পারিয়াছে ? তুমি পারিয়াছ ? আমি ভাল বাসিয়াছি ভাল বাসিব, তাহাকে পাইব।

মুক্ত। যদি না পান ভুলিতে পারেন না ?

সোম। না।

মুক্ত। আর কি ভালবাসেন নাই ?

সোম। কে তুমি !

মুক্ত। বলিয়াছি ত আমি ভিক্ষুণী।

সোম। ভাল বাসিয়াছিলাম সত্য, পাইলাম না।

মুক্ত। অন্বেষণ করিয়াছিলেন।

সোম। সে সাগর জলে ডুবিয়াছে।

মুক্ত। যদি সে বাঁচিয়া থাকে ?

সোম। তুমি কে ?

মুক্ত। একটা কথার কথা বলিতেছি, যদি সে না মরিয়া থাকে।

সোম। তুমি তর্ক চাও।

মুক্ত। বেশ ত।

সোম। তাহাকেও চাই।

মুক্ত। মণিমালা।

সোম। তাকেঁও।

মুক্ত। যদি মণিমালার অনভিপ্রায় হয় ?

সোম। তাহার অনিচ্ছা নাই।

মুক্ত। [illegible] স্বীকার করে ?

[illegible] মোর [illegible]

সোম। আমি তোমার কথা বেশ বুঝিতেছি না, তুমি যাও আমি মণিমালাকে ভাবিতেছিলাম তাহাকেই ভাবিব।

মুক্ত। সে অবলা বালিকা; কেন তাকে মজাইবেন।

সোম। এই তরু মূলে সে যদি বসিত আসি,
ওই নির্ঝরিণী হতে, স্বচ্ছ বারি আনি
বিন্দু বিন্দু বসাতাম চিবুকে তাহার,
তারা গলে যেত—

মুক্ত। ভিক্ষু, তোমার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক।

(প্রস্থান)

সোম। "সে চন্দ্র বদন মনে ভাবি নিশি দিন,
এখন ফিরান চিত্ত বড়ই কঠিন।
লজ্জায় করিয়া জয় অতিক্রমি সংযমের ভাব
ধৈর্য্যেরে উচ্ছিন্ন করি শিথিলিয়া বিবেক প্রভাব।
সহসা একি এ মোহ চিত্ত মাঝে হলো আবিভাব।"

যথার্থ আমার প্রায়শ্চিত্ত চাই। আমি বাসন্তীকে জলে ডুবিয়েছি। মণিমালাকে বনচারী করেছি, তাতেও আমার স্বস্তি নাই। সে যদি ভিক্ষায় শান্তি পায়, আমি তাও সহিতে পারি না; তাকেও ডুবাইতে চাই।

দ্বিতীয়:গর্ভাঙ্ক

কাননের অপর পার্শ্ব।

মণিমালা। এ গীতগুলি বেশ; প্রাণে বড় শান্তি আনে। মুক্ত ফল অন্বেষণে গেছে। আমি আপন মনে বেশ গাইতেছিলাম। অত ভিক্ষু ভিক্ষুণী কেন এল। আমি পালিয়ে [illegible] আহা সে যখন

গায় "তোমারি দুয়ারে রাখিও আমারে, তোমারই চরণ ধোয়াতে" আমি বেশ শুনি, তার পর তন্ময় হয়ে ভাবি সোমদত্তের চরণ আমার অশ্রুতে ধৌত করিতেছি।

গীত

তোমারি দুয়ারে রাখিও আমারে
তোমারি চরণ ধোয়াতে,
আঁখি ভরা আছে জল
দিও চরণ যুগলে সঁপিতে।
আমি রহিব মগ্ন তোমারি কাজে,
নাহি কোন কাজ বিশ্বমাঝে,
অন্তর মোর হইবে অন্ত,
কায়া ছায়া হবে তোমাতে।

আমার কায়াও অনেক দিন হইল ছায়াতে মিশাইয়াছি; কাহার ছায়াতে, হায় তোমায় ভুলিতে পারিলাম না। কেন, কোন্ দিন ভুলিতে চাহিয়াছি? মুখে হয় ত বলিয়া থাকিব। তবু ভুলিবার কথা—সম্পূর্ণ ভুলিবার কথা বলিতে পারিয়াছি কি? ছি! আমি ভিক্ষুণী। কেন? বাসনা বিসর্জ্জন দিব বলিয়া? তা বাসনা কি গেল? কই এই ভুলিবার ও ত বাসনা? তপ্ত কটাহ হইতে দীপ্ত বহ্নিতে পড়িয়াছি মাত্র। বাসনার রূপান্তর, বাসনার নির্ব্বাণ নয়। দীপ সূত্র ক্ষয় হইতেছিল, আর একটি নূতন তাহাতে দিলাম। এই মাত্র, ইহাতে কি সুখ?

(সোমদত্তের প্রবেশ)

সোম। মণিমালা? তুমি—

মণি। তুমি [illegible] তোমায় এ ভিক্ষুবেশ কেন?

সোম। "চন্দ্রকান্ত মণি যথা মহীধরে দ্রবকরে
জ্যোতিঃ বরিষণে,
এ হৃদি পাষাণ মোর বিগলিত হলো আজি
হেরি চন্দ্রাননে।"
আমি তোমার জন্য বনচারী।

মণি। আমি বিধবা, আমি আত্মসুখের জন্য নিন্দা কুড়াইব না বলিয়া সংসার ত্যাগ করিলাম। তুমি আমায় দেখা দিলে কেন! তুমি কোথা হইতে আসিলে? কতবার বলিয়াছি আমি তোমার দাসী, আমি তোমার, তুমি জানিয়া, নিরপরাধিনী রমণীর ব্রহ্মচর্য্যে বাধা দেও কেন? জীবন ধন! প্রাণের প্রাণ! তুমি পুরুষ—আমি নারী; তুমি দেবতা,—আমি সন্ন্যাসিনী; তুমি শক্তিবান,—আমি দুর্ব্বল, আমাকে সদ্গতি দেখাও।

সোম। তুমি আমার মোক্ষ, তুমি আমার নির্ব্বাণ, তোমাকে ত্যাগ করিলে আমার সদ্গতি কোথায়? আমি আর্ত্ত, আমায় কৃপাকর; তাহাতেই তোমার সদ্গতি। ধন জন সম্পদ মান প্রতিপত্তি সব ত্যাগ করেছি; তোমার জন্য জীবন উদ্ভ্রান্ত করেছি। অনাহারে, অনিদ্রায়, বনে বনে, পথে পথে, শরীর ক্ষয় করেছি; আর তুমি আমায় ভুলিবে? তুমি মোক্ষ চাও, তোমার পদতলে আর্ত্ত ক্লান্ত ক্লিষ্ট, ইহা যদি না দেখ কিসের তোমার নির্ব্বাণ, কিসের তোমার সাধনা।

মণি। আমি বাসনা বিনাশ করিবার জন্য এই ব্রত গ্রহণ করেছি; তোমাকে ভুলিবার জন্য নির্ব্বাণ সাধনা করিব। তুমি আর্ত্ত কে বলে, আমার চেয়ে নও! জ্বলন্ত অগ্নিতে শুষ্ক তৃণ রাখিয়াছ, তৃণগুচ্ছ পুড়িতে চাহে না অথচ অঙ্গার হইয়া পড়িতেছে। জ্বালা কার বেশী, সোমদত্ত, তৃণের না অগ্নির? চিত্ত ফিরান কঠিন কি?

সোম। ও চন্দ্রবদন মনে ভাবি নিশিদিন।
এখন ফিরান চিত্ত বড়ই কঠিন॥

(অগ্রসর হওন)

মণি। আমাকে স্পর্শ করো না; আমি অবলা রমণী; আমি আত্মসংবরণ করিতে পারিব না; আমি বিধবা।

সোম। শুনে হাসি পায়, তুমি যখন বৈদিক ধর্ম্ম মাননা, বিধবা বিবাহ হবে না একথা স্বীকার করিব না।

মণি। আমি ভিক্ষুণী। আমি তর্ক জানি না।

সোম। মণিমালা! তোমার আশ্চর্য্য চরিত্র। তোমার এ ব্রতে তোমার বিশ্বাস কতটুক্।

মণি। বিন্দু মাত্র নয়।

সোম। তবে ?

মণি। চেষ্টা—

সোম। প্রশংসনীয় বটে। লাভ!

মণি। অব্যবসায়ীর অদৃষ্ট। আমি বিধবা, অবলা; আমার পক্ষে সুখ স্পৃহা লোকাচার বিরুদ্ধ; আমায় মজাইও না।

(মণিমালার প্রস্থান)

(সদাভিক্ষুর প্রবেশ)

সদাভিক্ষু। বিহার পতির আদেশে তোমার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। আপাততঃ নির্জ্জন বাস।

সোম। চল একবার তোমার নির্জ্জন বাসই দেখিব।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজগৃহ

(মণিমালা ও মুক্ত)

মণি। তোমায় খুজিতেছিলাম।

মুক্ত। আমিও তাই।

মণি। তোমার ব্রত এ পর্য্যন্ত।

মুক্ত। দূর, পোড়ামুখী, চিত্ত স্থির কর।

মণি। চিত্ত স্থির করা অসম্ভব। বাক্য এবং কার্য্য সমান হইলে সংসার রহিত না। আমি এ ভাবে আর দিন যাপন করিতে পারিতেছি না। আমার একটা গতি কর।

মুক্ত। সুপথেই আছ, গতি অবশ্য হইবে।

মণি। তাহা হয় না। তুমি ভাবিতেছ, আমি বেশ আছি। ভিক্ষুণি, তুমি এ কষ্টের কি বুঝিবে!

মুক্ত। এক দিনত বলিয়াছি, ইহাও বুঝি। আজিও বুঝি। চিত্ত স্থির কর, নইলে উপায় নাই, পুড়িয়া মরিবে।

মণি। পুড়িতেছি! অগ্নির নির্ব্বাণ নাই, অকস্মাৎ বাত্যায় আবার জ্বলিয়া উঠে। আজ সোমদত্ত—

মুক্ত। তাহা জানি। তিনি বিহারপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া নির্জ্জন বাসে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

মণি। তিনি ইচ্ছা করিলে বিহার পতিকে এই দণ্ডে রাজ্যচ্যুত করিতে পারেন। তাঁহার কারাবাস যদিও অসম্ভব তবু তিনি কি ইচ্ছায় কি করিয়াছেন বলিতে পারি না।

মুক্ত। আমি সত্যই বলিয়াছি—

মণি। নির্জ্জনতা কোথা পাই ; যেথা যাই আমি,
যেথা থাকি, চিন্তাগতি শূন্যাকাশ মাঝে
করে লয় সৃষ্টি আপনার—

মুক্ত। অনিষ্টের—

মণি। যাও, আমি আর কথা বলিব না।

মুক্ত। আজি ভুবনেশ্বর যাইতে হইবে, চল প্রস্তুত হইয়া থাকি। ভিক্ষুগণ রাত্রেই যাত্রা করিবেন।

মণি। আমি ত যাইব না।
দেখ কেমন রবিচ্ছবি ম্লান হইতেছে।

মণি। কোথা যাব, কে দেখাবে পথ, কে ডাকিয়া
লবে কার কাছে। রবি ডুবে যায়, আসে
শাখে পাখী ; কপালে তারার টিপ, সন্ধ্যা
এল লজ্জাময়ী, আঁধার অঞ্চলে ঢাকি
সারা অঙ্গখানি। কোথা যাব, কেবা আছে ?
প্রাণ ভেঙ্গে যায়, কত কেঁদে উঠে প্রাণ—
অধৈর্য্যের ভরাডালা বহিতে অক্ষম !
বরষার নদী বহে ভাসায়ে দুকূল
অপরে জানায়ে ব্যথা শান্ত করে লয়
আপনার বিক্ষোভিত প্রাণ। আমি কারে কব !

মুক্ত। দেখ বোন্ আলোকের শেষ প্রাণটুকু
নিভাইয়া দিল তোর সাধের আঁধার।

মণি।

মুক্ত। এমনি নিশীথে এক দীপ্ত আলো পাশে,
উঠিল দাঁড়ায়ে প্রভু শয়ন ত্যজিয়া।
কত মায়া, কত দয়া, কত স্নেহ পাশ
বিচ্ছেদ করিয়া হলো আঁধার নির্ব্বাণ,
চিররশ্মি পাইবার আশে। তোর চেয়ে
কত জ্বালা লয়ে, কত তাপে ক্লিষ্ট, তবু,
জগৎ মঙ্গল তরে ভিক্ষা ব্রত রাজপুত্র
করেন গ্রহণ।—তুমি পারিবে না তাহা!

মণি। আমি রাজকন্যা! ভিক্ষুণি, লাভ কিছু দেখিতেছিনা।

মুক্ত। অনন্ত প্রেম! সোমদত্ত ও তোমাতে যে ভালবাসা তাহা কোন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার স্পৃহা মাত্র। কিন্তু আমি যে প্রেমের কথা বলিতেছি, তাহাতে অনন্ত মিলন—অনন্ত ভরিয়া সব একাত্মা। সোমদত্তকে ত পাইবেই, অধিক, সারা বিশ্ব তোমার আপন হইবে।

মণি। তাহাতে বুঝি সুখ নাই।

মুক্ত। তোমার সুখ নশ্বর দেহের সুখ। রক্ত মাংসের পিশাচ প্রবৃত্তির সুখ, সামান্য মুহুর্ত্তের। বহিন্, কোন মুখে এই সুখের কথা বলিস্।

মণি। চল্ ভুবনেশ্বরে যাই।

মুক্ত। বেশ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কান্যকুব্জ

(ধাবক ও বয়স্য)

বয়স্য। কবিতা আর একটা শুনাও ; বিরহের।

ধাবক। তুমি বসে আছ কোথায় কে জানে।
হায়, প্রাণটা বেশ হয়েছিল
ভালবাসার মত,
আর মনের মধ্যে এসেছিল
হা হতাশ্বাস কত,
প্রেমের কথা সবই হতো কানে—
এমন ভরা মলয় কাঁদিয়ে দিল প্রাণে।

বয়স্য। তা আমি কাঁদিতেও পারি না। ব্রাহ্মণী বলেন যেন ওটার ভাতার মরেছে!

(শ্রীহর্ষের প্রবেশ)

হর্ষ। তবে আজ ব্রাহ্মণ বাড়ীতে প্রসাদ পাব। সেত বহু পুণ্যফলের কথা।

বয়স্য। মহারাজ, সে কামনা আমি নিত্য নিত্য করি। কেন না মহারাজের যথাসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণেরই। তাহলে, নিত্য নিত্য ব্রাহ্মণীর পিণ্ড আমায় গলাধকরণ করিতে হয় না।

হর্ষ। ব্রাহ্মণীর হস্তের পাক তবে মুখরোচক নয়।

বয়[illegible] শোধক বটে। পাক তিনি অনেক জানেন—সব চেয়ে

ভাল যখন তিনি নির্ব্বাক থাকেন—কেননা ঝড়ের প্রারম্ভে মুখরা প্রকৃতি স্তব্ধ থাকে। কি বল, কবি?

হর্ষ। বলুনত! কিছু।

ধাবক। ওই আকাশ পানে চেয়ে দেখি
উছল ছায়াপথে,
কত কাঁপছে আঁচল রূপসীর
এমন মধুর রাতে;
পড়ছে খসে ফুটলে কলিহার,—
আমায় কে এনে দেয় একটু কণা তার!

বয়স্য। কেন, তোমার গৃহিনী সঙ্গে থাকলে কি আকাশের তারা হাতে পাও? কবিগুলো কথায় অমন হয়, কাজে কিছু নয়।

হর্ষ। যাহাই হোক—আমার সন্তোষক্ষেত্রের উপলব্ধি প্রিয় কবির অন্তর উদ্ভূত। আমি সে জন্য চিরকৃতজ্ঞ।

বয়স্য। তাইত মহারাজ, আপনার সন্তোষক্ষেত্র সুক্ষেত্র হইলেও, দাক্ষিণাত্য জয় বিহীনে সুসঙ্গত হইতেছে না।

হর্ষ। সেথা প্রবল পরাক্রান্ত চালুক্যরাজ পুলকেশী আমার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইবে। আমি সোমদত্তের ন্যায় সেনাপতি পাইলে চেষ্টা করিতাম। আজি সে কোথায়—

ধাবক। বিজ্ঞ কবি বলিয়াছেন—

"তুমি ভালবাস মোরে এই মনে করি
এত দিন প্রাণ আমি রাখিয়াছি ধরি—"

তিনি নিশ্চয় বাঁচিয়া আছেন।

হর্ষ। আর মণিমালা ?

বয়স্ত। একই কথা।

হর্ষ। শুন বয়স্ত, মণিমালা বিহনে আমার এই রাজ্য প্রীতিহীন, সোমদত্ত বিহনে রাজ্য বলহীন। আমার ইচ্ছা হয়, যদি তাহাদের পাই, আমি তাহাদের বিবাহ দিয়া রাজ্যভার অর্পণ করি। সংসারের আসক্তি, চেষ্টা, উত্তম আমাতে যেন আর নাই। যে হর্ষবর্দ্ধন একদিন মহারাজ রাজ্যবর্দ্ধনের চরণ স্মরণ করিয়া দিগ্বিজয় করিয়াছিল, সে আর আমি নাই। যদি বল আমি নিজে বাসনা নির্ব্বাণ করিতে প্রয়াসী অথচ অন্যের বাসনার প্রশ্রয় দিই—কিরূপে ? আমি দেখিতেছি নির্ব্বাণের একটী সময় আছে, নহিলে সৃষ্টি ব্যর্থ হয়।

বয়স্ত। তাহা সত্য—

হর্ষ। বয়স্ত, আমার চিত্ত স্থির নাই। সমগ্র ভারতময় চর পাঠান যাউক, সোমদত্ত মণিমালা যেখানে থাকে—আমার নামে কাঁদিয়া বলিবে আমি তাহাদের বিহনে সব শূন্য দেখিতেছি।

(প্রস্থান)

বয়স্ত। মহারাজ কোন দিন পরম শৈব, কোন দিন বা পরম বৌদ্ধ। ব্রাহ্মণগণ সন্তোষক্ষেত্রে এবং প্রায় প্রত্যহই যথেষ্টরূপ দান সামগ্রী পাইয়াও তৃপ্ত নহে, অন্য দিকে বিজেতা বৌদ্ধ রাজগণও আন্তরিক স্বাধীনতাপ্রয়াসী। দেশে সম্প্রীতির অভাব, বিশেষতঃ এই সময় সত্যই যদি মণিমালার বিবাহ হয়, অনেকে শিখা উন্নত করিয়া উঠিবে।

ধাবক। আমি এ বিবাহের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কিন্তু তবু কেন যেন আমার মন মলিন হইয়া উঠিতেছে। মহারাজ যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন, তখনও এমন ভাব কখনো আসে নাই যে মহারাজ পরাস্ত হইবেন।

বয়স্য। ঠিক আমারও মনে তাহাই জাগিতেছে। দেশময় ত কেবল যুদ্ধ, শান্তি কই! মাত্র অনায়াসলব্ধ প্রচুর শস্যশালিনী ভারত বলিয়া প্রজারা বাঁচিয়া আছে। ও কি? ও!

(নেপথ্যে মন্ত্রধ্বনি)

ধাবক। যাহা বলিয়াছেন, মহারাজ শৈব হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ স্তব পাঠ করিতে করিতে ঠাকুর লইয়া সভায় যাইতেছেন। চলুন, দেখি।

বয়স্য। চল।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

ভুবনেশ্বর।

(মুক্ত ও মণিমালা)

মণি। আমার অন্তঃকরণ বাসনাময়, আমি নির্ব্বাণ ধ্যান করিতে পারিতেছি না।

মুক্ত। বিহারপতির সহিত সোমদত্তের যে তর্ক হয়, তাহার ফলে তিনি ভিক্ষুশ্রেণী হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। তিনি কামিনী-কাঞ্চন-প্রয়াসী।

মণি। যে একথা তোমায় বলিয়াছে সে মিথ্যাবাদী। যদি সমগ্র বৌদ্ধজগতে কাঞ্চন লোভশূন্য কেহ থাকে তবে সে সোমদত্ত। যদি কেহ পরম সৌগতের মত জিতেন্দ্রিয় থাকে তবে সে সোমদত্ত।

মুক্ত। তোমার অন্তঃকরণ সোমদত্তময়, সে তোমার নির্ব্বাণ ধ্যানের বিঘ্ন। তুমি সুগতের চরণ ধ্যান কর, সোমদত্তকে ভুলিয়া যাও। যাও,

রাণী গুহার সম্মুখে যে প্রস্তরময় সুগত মূর্ত্তি আছে, সেখানে বসিয়া ধ্যান কর।

মণি। আমার জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যৌবনপ্রভাতে যাহাকে ভাল বাসিয়াছি, তাহাকে ভুলিতে পারিব না। আমি আজ পর্য্যন্তও কখনো নির্ব্বাণ ধ্যান করিতে পারি নাই, জাগরণে ও স্বপ্নে সেই পবিত্র মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছি।

মুক্ত। চল নগর ভ্রমণে যাই।

মণি। কোথাও গিয়া শান্তি নাই! তোমার নিরাকার ঈশ্বরে আর আমার প্রাণ ভরিতেছে না।

যে আকাশে জ্যোৎস্না ফুটে বারেক হাসিতে,
যে প্রাণেতে প্রেম ফুটেছে বারেক দেখাতে,
যে ঝরণার জল পেয়েছে কে তারে রোধিবে—
লক্ষ তারা পেলে রাতির সাধ কি মিটিবে?

গীত

তুমি থাকগো হৃদয় মাঝে হৃদয় সখা প্রাণপতি,
মুদিয়া আঁখি নিরখি আমি প্রেমময় ও মূরতি।
আমি পাষাণে তোমারে নাথ, গড়িতে পারিবনাত
কোমল অতি তোমার চিত, পাষাণে গড়া আমার মতি!

মুক্ত। ছিঃ বহিন, এত করিয়াও কিছু হইল না।

মণি। তুমি আছ বলিয়াই আছি, নতুবা থাকিতে পারিতাম না। আমি যেন জগতে তোমাকেই সব চেয়ে ভালবাসি।

মুক্ত। যদি তাই হয় তবে ভগবানকেই ভালবাস।

মণি। ভগবান কই, তুমি যে সাক্ষাৎ; তাই বলিতেছিলাম, নিরাকারে আর প্রাণ ভরিতেছে না।

মুক্ত। এস, সাকার ঈশ্বর দেখাইব। ঈষৎ তরঙ্গায়িত শ্যামল শস্যপ্রান্তরে দিনান্তের পদ্মরাগ-ম্লানরবিচ্ছবিখানি কেমন শোভা পাইয়াছে। শীতকান্তি তরুলতাশোভিত গিরি উপত্যকায় খরস্রোতা জলরেখা যেন সন্ধ্যার শান্তির আভাষ পাইয়া আনন্দে গা ঢালিয়া দিয়াছে, উদয় গিরির শিখর দেশে নীললোহিতধূসরলিখিত কি এক আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে মন্দ সমীরে বনপুষ্প কেমন তাহার আদর মাখাইয়া দিয়াছে; এই হাস্যময়ী প্রকৃতি—এই তোর সাক্ষাৎ ঈশ্বর—এমন আর কোথাও নাই। মানুষ কি দিবে; আয় আয় ইহাতে লয় হইতে পারিবি কি?

মণি। মানুষকে ভালবাসিয়া কি ইহাকে ভালবাসা যায় না?

মুক্ত। যে মানুষকে ভালবাসেনা, সে ইহাকেও ভালবাসিতে পারে না। কিন্তু ভালবাসা কি? রিপুর চরিতার্থতাই কি ভালবাসা? প্রবৃত্তির দাসত্বই কি প্রেম? কামনার মত্ততাই কি জীবনের সাধনা? কামের বশ্যতাই যদি ভালবাসা হয়—তবে সংসারে ত কিছুই পাপ নয়।

মণি। গৃহীর ধর্ম্ম মাত্রেই পাপ নহে।

মুক্ত। বরং সেই ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা বরণীয়।

মণি। তবে আমার দোষ কি?

মুক্ত। বহিন, তোমার এ লালসা, প্রেম নয়।

মণি। তুমি একটা গান গাও; চল, দেখি সাধুগণ কি ভাবে ধ্যান করিতেছেন।

মুক্ত। সুগত সুমতি দিন।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

(ধাবক ও বয়স্য)

বয়স্য। মহারাজ কখনো বৌদ্ধ, কখনো হিন্দু। যখন যে ভাবে থাকেন। আজ প্রাতেই সোমদত্ত ও মণিমালাকে অন্বেষণ করিতে শত শত চর প্রেরণ করা হইয়াছে। বীরসিংহ আসিয়া গোপনে ব্রাহ্মণগণকে বশ করিয়া যখনি মহারাজকে বলিয়াছে, মণিমালা তাহার ভ্রাতৃবধূ—তাঁহাকে দেশে লওয়া আবশ্যক—আর যখনি ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছেন—ঠিক ঠিক—অমনি মহারাজের মত পরিবর্ত্তন হইল। মহারাজ যখন সভায় থাকেন তখন হিন্দু, যখন একলা থাকেন সম্পূর্ণ বৌদ্ধ।

ধাবক। মাহারাণীর কি মত।

বয়স্য। তিনি বলেন মালব কুমারকে তাড়াইয়া দেও। আমাদের মেয়ে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব, বেশী কোন কথা বলে মালব দেশটীকেও নিজের রাজ্যের মধ্যে টানিয়া লও।

ধাবক। বাহবা—এ ঠিক রাজরাণীর মতই কথা হইয়াছে।

বয়স্য। কিন্তু তাঁহার কথাটা থাকিতেছে না। তা না থাকুক—আমি সব ঠিক করিয়া লইব।

ধাবক। পারিবে ঠাকুর!

বয়স্য। আমি ব্রাহ্মণ, আমার বুদ্ধি আছে। এই সব চরের সহিত আমার নিজের লোক পাঠাইব। এরা সব কোথায় যায়। ওহে নাগরিক-গণ! এই পথে এস।

(কতিপয় নাগরিকের প্রবেশ)

সকলে। প্রণাম চরণে।

বয়স্য। কুশল হউক। কোথায় যাইতেছ?

সকলে। আমরা মহারাজের নিকট বিচারপ্রার্থী।

বয়স্য। তাহাত এ সময়ে হইবে না। অসময়ে তোমাদের এমন কি প্রয়োজন ?

১ম। ঠাকুর! সব যায় যে। এমন সোণার রাজ্য, এত ঐশ্বর্য্য, রত্নপ্রসূ ভারতের সর্ব্ববিধ পণ্য, বহুপুরুষের অনন্ত গৌরব সব যায় যে।

বয়স্য। কেন? কি হইয়াছে, কি চাও! প্রতি পল্লীতে দেব মন্দিরের অমূল্য ভাণ্ডার অনাথ আতুরের জন্য সদা উন্মুক্ত, রাজপথ স্নিগ্ধ বিটপী ছায়াযুক্ত, স্থানে স্থানে পিপাসার্ত্তের জন্য জলছত্র, সময় অসময়ের জন্য সর্ব্বত্রই পান্থশালা, নগরে নগরে প্রতি পথে পথে ঐশ্বর্য্য ও পরিতৃপ্তির কি জীবন্ত ছবি; একজন বিলাসিনীর বৈভবের সহিত অন্যত্র একটী রাজত্বের তুলনা লজ্জিত হইয়া পড়ে—কি চাও ?

সকলে। সুখ নাই। শান্তি নাই—

বয়স্য। কেন ? কেন ?

১ম। দাক্ষিণাত্যে বাণিজ্য বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। সে দেশে আর আমাদের মান সম্ভ্রম কিছু মাত্র নাই; তার পর আমাদের মধ্যে যাহারা হিন্দু, তাহারা অপর বৌদ্ধ রাজার নিকট হইতে মূল্য পায় না, যাহারা বৌদ্ধ তাহারা হিন্দুর নিকট হইতে পায় না; দেশেও ভয়ানক ব্যাপার, মহারাজ আজ হিন্দু, কাল বৌদ্ধ, আমরাও তাই; যে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য এই রাজ্যের সমৃদ্ধি, তাহাত যায়।

বয়স্য। শুনিলে কবি!

ধাবক। চলুন মহারাজের কাছে যাই।

সকলে। আপনার জয় হউক।

বয়স্য। তোমরা অগ্রসর হও, আমরা আসিতেছি।

(নাগরিকগণের প্রস্থান)

বয়স্য। ইহার জন্য পুনরায় দিগ্বিজয় চাই।

ধাবক। সোমদত্তকে চাই।

বয়স্য। ঠিক বলিয়াছ। এস, আমি তাহাকে আনিব।

ধাবক। কিরূপে?

বয়স্য। মানুষ ডাকিলে ভগবানকে পায়, আর মানুষ পাইব না! এস।

(প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

ভুবনেশ্বর, একটী গুম্ফার সম্মুখ

সোমদত্ত। "এ জগতে ইচ্ছামত ভ্রমিতে ভ্রমিতে
যদি কভু প্রিয়া পড়ে তোমার দৃষ্টিতে।
প্রথমে আশ্বাস দিয়া বলো তারে
মাধবের দশা,
বলিতে সে কথা কিন্তু দেখো যেন
ভেঙ্গো নাকো আশা।"

সব সহিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তোমাকে আর পাইবনা, তোমাকে আর দেখিবনা, ইহা সহ্য করিতে পারি না।

আমার কি উপায় হইবে! কেহ কি প্রিয়ার দেখা পাইবে না, এ জগতে কি আর সাক্ষাৎ হইবে না, মৃত্যুর পর ভিন্ন তাহাকে কি আর পাইব না। কি নিদারুণ নৈরাশ্য, প্রাণ ভাঙ্গিয়া যায়।

(প্রস্থান)

(মণিমালার প্রবেশ)

মণি। আমি যাহাকে চাই, তাহাকে ত পাই না। এত লোক এই ভিক্ষুসম্মিলনী দেখিতে আসিয়াছে, আমার প্রাণের প্রাণ সে সোমদত্ত কই। এত যাত্রী আসে, আমার এ প্রেমতীর্থে কোন যাত্রী আসে না। আমি ক্রমেই হতাশ হইতেছি।

(মুক্তর প্রবেশ)

মুক্ত। আজি তোর নির্ব্বাণ সাধনা সফল করিয়া দিব। সুখী হইবি।

মণি। তোর চোখে জল কেন ? আমি তোর চোখের জল লইয়া কোন সুখ চাহিনা।

মুক্ত। আয়, আজি এ ভিক্ষুণীর বেশ ত্যাগ করাইয়া দিব, রুক্ষ্য কেশ বাঁধিয়া দিব ; কপোলে, আমার সমস্ত প্রাণের সঞ্চিত কত সোহাগের টিপ মাখাইয়া দিব।

মণি। এ কোন হেয়ালী, ভিক্ষুণি !

মুক্ত। আজি তোকে স্বামী সোহাগিনী করিব। এই দেখ, ভিক্ষা করিয়া সব আনিয়াছি। তোর জন্য দেশ বিদেশে দূত ঘুরিতেছে। কেহ বলে, মহারাজ তোর সাথে সোমদত্তর বিবাহ দিবেন ; কেহ বলে, তিনি তোকে মালব দেশে পাঠাইবেন। ভয় নাই, বোন, ভয় নাই। আমি তোকে সোমদত্তর হাতে দিব। সন্দেহ করিস্ না। সোমদত্ত এখানে আছে, মূর্চ্ছা যাবি কেন ? মুখখানি আমায় দেখিতে দে। আজ তোকে সুখী দেখিয়া আমি নির্ব্বাণ লাভ করিব।

মণি। একবার দেখা।

মুক্ত। দেখাইব। আগে তোকে সাজাইয়া লই। ও দিকে ও কি

গোল হইতেছে, আমি দেখিয়া আসি, এই তরুমূলে শান্ত হইয়া বসো, রহিন।

মণি। না, না, আমায় একা রাখিয়া যাইও না।

মুক্ত। আজ ভয় নাই ; সোমদত্ত এখানে আছে।

(প্রস্থান)

মণি। এস, জীবনসর্ব্বস্ব, আমার প্রাণ যে যায় !

(উৎকলরাজের কতিপয় অনুচর)

১ম। ইনি কান্যকুব্জের রাজকুমারী।

২য়। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের আদেশ অনুসারে মহারাজ উৎকলাধিপতি আপনাকে সসম্ভ্রমে জানাইতেছেন যে আপনাকে সসম্মানে কান্যকুব্জে যাইতে হইবে। আমাদের সাথে মহারাজের তাম্বুলবাহিনী সব উপস্থিত।

মণি। হে বিপদবারণ—তুমি কোথায় !

(মূর্চ্ছা)

(তাম্বুলবাহিনীগণের প্রবেশ)

১ম। রাজকুমারী মূর্চ্ছিতা, ত্বরায় শিবিকা আনয়ন কর।

অনুচরগণের গোলযোগ ইত্যাদি।

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

ভুবনেশ্বর

(সোমদত্ত বাসন্তীর হস্তধারণ করিয়া)

সোমদত্ত। আর ভুলিব না, তুমি বাসন্তী—

মুক্ত। ছাড়, ছাড়; মণিমালার বিপদ। নীচ কামাতুরের ন্যায় ব্যবহার করিবার কি এই সময়!

সোম। মণিমালা—কোথায় মণিমালা—কিসের বিপদ?

মুক্ত। এতক্ষণ যাহা বলিলাম কিছুই শুন নাই! হায়, হায়, উৎকল-রাজের সব লোক জন তাহাকে লইয়া গিয়াছে,—দেশে পাঠাইবে—মহারাজের মতি স্থির নাই,—তিনি হয়ত মণিমালাকে মালবদেশে পাঠাইবেন—হায় হায় কি হইবে। সোমদত্ত যুদ্ধ কর, উদ্ধার কর—

সোম। তুমি এখনো সেই বালিকা!

(বয়স্যের প্রবেশ)

বয়স্য। যুদ্ধ কর, উদ্ধার কর। কলিঙ্গাধিপতির সমস্ত সৈন্য দিতেছি, উদ্ধার কর।

সোম। কই অস্ত্র দেও, আমি বাসন্তীর জন্য সমস্ত উৎকল দেশ উচ্ছন্ন করিব।

(অনুচরসহ ক্ষিপ্র কলিঙ্গরাজের প্রবেশ)

কলিঙ্গ। আমি স্বল্প সৈন্য লইয়া সজ্জ দেখিতে আসিয়াছিলাম। আপনার বীরপণা আমার বিদিত আছে। আসুন, অস্ত্র ও সৈন্য লইয়া বিপন্নাকে উদ্ধার করুন।

সোম। অস্ত্র দিন, সৈন্য যাহা আছে দিন। বাসন্তী, তোমায় ছাড়িব না।

কলিঙ্গ। আসুন, আসুন—আর বিলম্ব সহিবে না।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

চিল্কা তট।

(মণিমালা শিলাপরি শায়িতা, পার্শ্বে সোমদত্ত)

সোম। তুমি যে তাহাকে গ্রহণ করিতে, সে কথা আমি জানি। তোমাকে একদিন আভাষ দিয়াছিলাম, তুমিও আপত্তি কর নাই।

মণি। সে দিন আমার ভ্রম হইয়াছিল। আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি বাসন্তী-উদ্দেশী, তাই তোমাকে পাইব না বলিয়া ভিক্ষুণী হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার ভ্রম হউক আর যাহাই হউক, আমি তাহাতে কোন বাধা দিব না এ কথা নিশ্চয় ও আমার সমস্ত প্রাণ ভরিয়া এ কথা তোমায় বলিতে পারিয়া আমার অপার আনন্দ হইতেছে। আমি ভিক্ষা ব্রত গ্রহণ না করিলে আজ বাসন্তীকে হারাইতে না। আমার জন্য এত অন্বেষণ করিয়াছ, চেষ্টা করিলে বাসন্তীকেও পাওয়া যাইবে।

সোম। তুমি বিশেষ অসুস্থা, বিচলিতা হইও না।

মণি। তোমার ভয় নাই, এখন আমার মরণে অনেক সুখ।

সোম। এই জন্য বুঝি সারাবিশ্ব তোমায় খুঁজিয়াছি, পাষাণি !

মণি। আমার সাধ মিটিয়াছে, আমি তোমায় পাইয়াছি, আমার নির্ব্বাণ লাভ হইয়াছে।

সোম। এমন হারানিধি আমি ছাড়িতে পারি কি ? এই দেখ, নীল,

ঘন নীল, অনন্ত জলরাশি ; তরঙ্গায়িত কিন্তু প্রাণে উদ্বেলিত উচ্ছাস নাই। পরিতৃপ্ত সাধনা প্রাণে শান্তি আনে। এস, কাছে এস ; মৃদু মরুত হিল্লোলে তোমার অলকাবলী সচঞ্চল হইবে, আমি তাহা দেখিতে দেখিতে এ আকাঙ্ক্ষিত অশান্ত প্রাণের সাধনা সার্থক করিব ; আর এমনি চুম্বন করিয়া তোমার সমস্ত ব্যাধি দূর করিব।

মণি। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, তোমার ও চুম্বনে আমায় লয় হইতে দেও।

সোম। মণিমালা, তোমার ক্লিষ্টতায় আমি বড় ব্যথা পাই।

মণি। তবে আর বলিব না।

সোম। ওই তোমার বিপ্রবর আসিতেছেন।

(বয়স্যের প্রবেশ)

তুমি উঠিও না।

বয়স্য। বেশ আছ মা, বেশ আছ। আমার জীবন সার্থক হইয়াছে।

সোম। কি সংবাদ।

বয়স্য। ভাল ; আবার যুদ্ধ!

মণি। যুদ্ধ কর, বাসন্তীকে আন।

বয়স্য। এ সে যুদ্ধ নয়।

মণি। আপনি বাসন্তীকে আনুন, নতুবা সুখ নাই।

বয়স্য। তোমার ?

মণি। উভয়ের।

বয়স্য। সেনাপতি নির্ব্বাক কেন ?

সোম। আমার আশা মিটিয়াছে।

মণি। বাসন্তী নহিলে নয়।

বয়স্য। সপত্নীতে এত সাধ কেন মা !

মণি। সে আমার নিতান্তই আপনার জন। আমি তাহাকে না পাইলে সুখী হইব না।

বয়স্য। তাহাই পাইবে, উঠিও না। এখন নিশ্চিন্ত হও। আমিও ব্রাহ্মণীর জন্য বড় চিন্তিত আছি, দেশে যাইবার সুযোগও হইয়াছে।

মণি। } কিরূপ
সোম }

বয়স্য। তাহাই বলিতে আসিয়াছি। মহারাজ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছেন। চালুক্যরাজ পুলকেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ; এদিক কলিঙ্গরাজ তাঁহার অধীন, এবং উৎকলরাজ চালুক্যের প্রাধান্য অস্বীকার করতঃ আমাদের মহারাজকেই সার্ব্বভৌম স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং চালুক্যরাজকে সাহায্য করিতে যাইয়া আমাদিগের মহারাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে। এ বিবাদটা যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার দ্বারাই একরূপ মীমাংসা হইয়া যাইবে। আমরাও স্বচ্ছন্দে গৃহে যাইব।

সোম। বড়ই জটীল সমস্যা। মণিমালার যে অবস্থা—অতদূর লইয়া যাওয়াই অসম্ভব।

মণি। আমি তাহা পারিব। কিন্তু মহারাজ—

বয়স্য। তোমায় যে মহারাজ সাদরে গ্রহণ করিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মণি। তবে তাই চল, কিন্তু বাসন্তীকে আনিয়া দেও।

বয়স্য। তুমি যে তাহার জন্য পাগল হইলে। সবই পাওয়া যাইবে। তোমার বাসন্তী সোমদত্ত হারা থাকিতে পারিবে না। যেথা সোমদত্ত যাইবে, সেথায় সে যাইবেই।

মণি। যে একবার ভালবাসিয়াছে, সে ভুলিতে পারিবে না।

সোম। এই যুদ্ধটী একটী সমস্যার বিষয় হইল। মহারাজের কোন জয়ের আশা দেখিতেছি না। তিনি নর্ম্মদা পার হইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। আপনি যেরূপ আশ্বস্ত হইয়াছেন, আমি কিছুই হইতে পারিতেছি না। ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিতেছি।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। মহারাজ আপনার সহিত দেখা করিবেন, কখন আপনার অবসর হইবে জানিতে চাহেন।

সোম। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইব।

(দাসীর প্রস্থান)

মণি। চল, তবে গৃহে যাই।

সোম। এখনি যাইবে কেন? অপরাহ্নের ধূসর ছায়া হ্রদের সারাগাত্র আরো নীলাভ করিয়া তুলিয়াছে, গিরিশিখরে কণক কিরীটের অলস ছবিখানি বিচিত্র শোভা পাইতেছে, আগন্তুক শান্তির আভাষে নলবনরাজি স্নেহকম্পিতদেহে কি এক অস্ফুট ধ্বনি তুলিয়াছে; প্রকৃতির উদার আনন্দের গেহে তোমার দেহ নিরাময় হইবে।

(দাসীর পুনঃ প্রবেশ)

দাসী। মহারাজ অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়াছেন। আপনি ভিন্ন অন্য গতি নাই—কেবল এই বলিতেছেন।

মণি। চল প্রভু; আমি তোমা রাখিব না ধরে।
বিশাল এ প্রকৃতির বিশ্বভরা কাজ;
বিশাল এ পুরুষের সর্ব্বসিদ্ধি সাজ।

সকলেরি আগ্রহের কেন্দ্র তুমি আজি
আমাতে রহিবে বাঁধা ? আমি সহিব না।

বয়স্য। এক মাত্র তুমি নারী যোগ্যা এরি সাথে।

সোম। যত কিছু একাগ্রতা, বাধা আছে যত,
সকলেরি এক পণ—প্রিয়ার সহিত
অমিল করিতে হবে আমারি মিলন ?
এস তবে।

মণি। প্রাণ কেঁপে উঠে, সখা।

সোম। দেখ হিয়া মোর।
কোথা যেন যেতে চায়—বাধা নাহি মানে!

মণি। যেথা যাবে সাথে যাব আমি।

বয়স্য। (স্বগত)
হে অন্তর্য্যামী, তুমি জান ভবিষ্যৎ !
রক্ষা করো তুমি।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

চিল্কাতটস্থ শিবির।

(কলিঙ্গরাজ ও মন্ত্রী)

মন্ত্রী। উভয়তঃ বিপদ। কতক সৈন্য চালুক্যরাজকে না দিলেও নয়, আবার উৎকলরাজের বিরুদ্ধে আমরা স্বল্পসৈন্যে কিরূপে দেশ রক্ষা করিব ? আপনি নবীন সেনাপতির কথা যাহা বলিতেছেন, সত্য হওয়াই সম্ভব, আমিও তাঁহার পরাক্রমের বিষয় শুনিয়াছি বটে, কিন্তু—

কলিঙ্গ। আর বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের অন্য উপায় কি ?

(সোমদত্তের প্রবেশ)

আসুন, আসুন—এখন উপায় কি ?

সোম। উপায় কি তাহা যে ঠিক বলিতে পারিব এ বিশ্বাস আমার নাই। তবে এইমাত্র বলিতে পারি উৎকালরাজকে পরাস্ত করা সম্ভব হইবে, কিন্তু মহারাজ চক্রবর্ত্তী হর্ষবর্দ্ধনের বিপক্ষতা শ্রেয় হইবে না।

মন্ত্রী। আমরা যে চালুক্যরাজের প্রধান্য স্বীকার করিয়াছি, আর তাঁহার বিপক্ষতা করিবেন কিরূপে ?

সোম। চালুক্যরাজ পরাক্রান্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যদি মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সহায়তা করি—আর উৎকলরাজ যদি আমাদের পক্ষেই যোগ দেন, তবে চালুক্যের জয়ের আশা নাই।

কলিঙ্গ। উৎকলরাজ আমার চিরশত্রু এবং আপনারও বোধ হয় মিত্র নহেন।

সোম। যদি দেশের মঙ্গল চান তবে এ সব শত্রুতা ভুলিতে হইবে। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন শুধু যে পরাক্রমশীল তাহা নয়—তিনি আদর্শ নৃপতি। তিনি ভারতের একছত্র অধিপতি হইলে ভারতবাসীর শ্লাঘার বিষয় হইবে।

মন্ত্রী। আপনি তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে বোধ হয় অনিচ্ছুক।

সোম। আপনিই বা কেন ইচ্ছুক হইবেন ?

কলিঙ্গ। আপনি যাহা বলিতেছেন সত্য; আমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া যাহা হয় নির্দ্ধারণ করুন।

সোম। আপনি বৌদ্ধ; মহারাজও বৌদ্ধদিগের প্রধান আশ্রয় দাতা;

আপনি তাঁহাকে সাহায্য করিলে আপনার স্বধর্ম্মীর অনেক উপকার হইবে।

কলিঙ্গ। যাহা হয় সিদ্ধান্ত করুন।

সোম। উৎকলরাজের নিকট দূত প্রেরণ করা যাক্—আমরা দুই রাজ্য মিলিত হইয়া চালুক্যের বিপক্ষতা করিলে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের জয়লাভের কোন সন্দেহ নাই

মন্ত্রী। মহারাজের আজ্ঞা সাপেক্ষ।

কলিঙ্গ। মন্ত্রী আমার প্রাণ, সেনাপতি আমার শিরস্ত্রাণ, যখন উভয়ের এক মত তখন আর আপত্তি কি? মহারাজ শ্রীহর্ষের নিকটও দূত প্রেরণ করা যাক্।

(অনুচরের প্রবেশ)

অনুচর। উৎকলরাজ স্বয়ং সসৈন্যে স্থলপথে অগ্রসর হইতেছেন, জলপথেও সৈন্য আসিতেছে। নৌ-সেনাপতি সংবাদ দিয়াছেন, রম্ভাই শত্রুপক্ষের উদ্দিষ্ট গতি।

সোম। উত্তম হইয়াছে। আমরা চালুক্যরাজকে অথবা হর্ষবর্দ্ধনকে সাহায্য করিব, এই জটিল সমস্যা হইতে উদ্ধার পাওয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ নিজের শত্রুকে খর্ব্ব করা যাইবে।

কলিঙ্গ। ইচ্ছামত সৈন্য লইয়া আপনি রম্ভায় অগ্রসর হউন, আমিও কিছু সৈন্য লইয়া শত্রুকে পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণ করিব। শত্রুকে জল-পথে বাধা দিবার কোন আবশ্যকতা নাই, তাহারা হ্রদের মধ্যে প্রবেশ করিলে সূক্ষ্মপথ অবরুদ্ধ করা যাইবে।

মন্ত্রী। আমিও একটা সদুপায় দেখি।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নর্ম্মদা তীরস্থ হর্ষবর্দ্ধনের শিবির

(শ্রীহর্ষ ও মালবরাজকুমার)

মালব। আপনার সাদর আহ্বানে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। আপনি যে ধর্ম্ম মতাবলম্বীই হউন না কেন, আমি শৈব, আমার কুলাচার রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। আমার ভ্রাতৃবধূ ভিক্ষুণি হইবেন, বা বিধবা হইয়াও পুনরায় বিবাহ করিবেন, ইহা আমরা সহ্য করিতে পারিব না।

হর্ষ। আপনি উপায় নিরুপণ করুন।

মালব। আপনি উৎকলরাজকে আজ্ঞা করুন, তাঁহার সাহায্যে আমরা মণিমালাকে পাইতে পারিব।

হর্ষ। একবার ত সে চেষ্টা হইয়াছিল।

মালব। পুনরায় হইতে পারে।

হর্ষ। চালুক্যরাজ অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন। কিন্তু উৎকল ও কলিঙ্গ আমার সপক্ষ হইলে আমি তাহাকে নিশ্চয় পরাজিত করিতে পারি। নতুবা কিছুই সাধ্য নাই।

মালব। তবে আর আমাতে আপনার আবশ্যকতা নাই। আমাকে বিদায় দিন।

হর্ষ। কার্য্যটী বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ। আপনার নিকট হইতে আমি যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

মালব। আমি স্বেচ্ছায় আপনার শিবিরে আসিয়াছি, আপনি যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারেন।

হর্ষ। আপনি আমাকে অতি হীন ভাবিতেছেন, আপনাকে ক্ষমা করিলাম।

মালব। ইহা আপনার মহত্ত্ব। কিন্তু আমার ধর্ম্ম যদি না রহিল তবে আর আমার জীবনে প্রয়োজন কি?

হর্ষ। কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

মালব। আপনার সেনাপতি আপনার বিপক্ষ, আপনারই বয়স্য আপনার ধর্ম্মনষ্ট করিতেছে; ভারতে ক্রমশঃই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিতেছে, আপনার এ বিশালরাজ্যে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। যদি হিন্দু ধর্ম্ম নষ্ট হয়, আপনিই বা কোথায় থাকিবেন, আমিই বা কোথায় থাকিব?

হর্ষ। আপনার যুক্তি উত্তম বটে।

মালব। মণিমালার প্রলোভন না থাকিলে সোমদত্তর সেনাপতিত্ব নষ্টপ্রভাব হইবে; কলিঙ্গ যদি উৎকলের নিকট পরাস্ত হয়—তবে আর তাহার পুলকেশীকে সাহায্য করিবার সামর্থ থাকিবে না। উৎকলের যথেষ্ট চর কলিঙ্গদেশে বিরাজ করিতেছে, শুধু আপনার আজ্ঞা সাপেক্ষ। মণিমালা যেরূপ অতর্কিত ভাবে আছে, তাহাকে লাভ করিতে আমাদের কোন কষ্ট হইবে না।

হর্ষ। আমি আর কিছু শুনিতে চাহি না। আপনি যথাবিহিত করুন।

মালব। আমি কৃতার্থ হইলাম। (প্রস্থান)

হর্ষ। আজ হইতে আমার গৌরবরবি অস্তমিত হইল। জীবনে আজ প্রথম পরের কুপরামর্শে স্বীকৃত হইলাম। অর্দ্ধ ভারতের অধিপতি আমি আজ নগণ্য সামন্তের বশীভূত। কেন? বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের বিবাদেই আমি সর্ব্বস্বান্ত হইলাম। ভিন্ন জাতি হোক, ভিন্ন ধর্ম্ম হোক, কেহই দেখিবে না যে সকলেই এক ভারতবাসী। ভারতের পতন সুনিশ্চিৎ, অন্ধকার ঘন হইয়া আসিয়াছে।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। মহারাজ, এই মাত্র উৎকল হইতে সংবাদ আসিয়াছে—আপনার আজ্ঞা সুনিশ্চিৎ জানিয়া তিনি কলিঙ্গ দেশ আক্রমণে যাত্রা করিয়াছেন।

হর্ষ। সব মিথ্যা, সব প্রবঞ্চনা। কুলাচার,—ধর্ম্মাচার—সব পাপাচার। এখনি কলিঙ্গরাজের নিকট সংবাদ দেও তিনি সোমদত্ত ও মণিমালার বিবাহ দিন। আমি মালবের সাহায্য চাহি না। যদি ন্যায় যুদ্ধে সকলকে বশে আনিতে পারি, তবে সকলকে শিখাইব যে ধর্ম্ম কি? আমি যে প্রাণ চাই, তাহা কোথাও পাইলাম না। ভারতে যে প্রাণ ছিল, তাহা গেল কোথায়!

(প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বয়স্য ও মণিমালা

বয়স্য। তুমি বুদ্ধিমতীর মতই কায করিয়াছ। তুমি সঙ্গী হইলে সোমদত্তর যুদ্ধ করা হইত না।

মণি। কিন্তু আমার মন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। আমি আর বাঁচিব না, এসময় বাসন্তী থাকিলে কতক শান্তি পাইতাম।

বয়স্য। তাহাকে পাইলে বাঁচিবি?

মণি। দেও, তাহাকে আনিয়া দেও। (নতজানু হইয়া) তুমি ব্রাহ্মণ, সর্ব্বজ্ঞ, তুমিই সাক্ষাৎ দেবতা। দেও, তাহাকে আনিয়া দেও।

বয়স্য। উঠ, বাসন্তী আসিবে। ভালবাসিয়া যে সন্ন্যাসিনী হইয়াছে, তাহার সে ব্রত কতক্ষণ ?

মণি। আহা, বাসন্তী যখন গাহিত—"অশোক কর সশোক হৃদি"—আমি যেন সারাবিশ্ব সোমদত্তময় দেখিতাম। তাহার প্রাণের শোক লাঘব কর, তাহাকে তাহার প্রার্থিত বস্তু দেও, ভগবান, আর দুঃখ দিও না।

(নেপথ্যে গীত)

ওই আমার বাসন্তী! কই, আয় আমার প্রাণের সাথী! দুঃখের সাথী সুখের সাথী হইবি, আয়! কই, কই তুমি!

(বাসন্তীর প্রবেশ)

গীত

আজি তরী ধীরি ধীরি কুল ছাড়ি চলি যায়
অনুকূল বহে বায়ু—সব ব্যথা মুছে দেয়।
ভাল যদি বেসে থাকো, হাসি মুখে চলে যাবো,
কাঁদিতে যেটুকু হবে আপনাতে লব তাই।
ঢেউ যদি উঠে গাঙ্গে, বলিব না থামিতে,
মরু যদি ঘিরে ধরে অভাগীর পথেতে,
আপনারি বোঝা লয়ে—আপনারি পথ বয়ে—
স্বপন ভুলিয়া আজি—আঁখি মেলি চলে যাই।

মণি। বাসন্তী!

বাস। ভগবান তোমার মঙ্গল করিয়াছেন। তুমি সুখী হও। একি, তুমি এমন হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছ!

বয়স্য। তোমাকে না পাইয়া।

মণি। তুমি আসিয়াছ, আমি এখন ভাল হইব। আর যাইও না। তুমি বলিতে যে সুখ পরকে না বিলাইলে তৃপ্তি হয় না আমার সুখ তোমাকে না দিলে আমি সুখী হইব না।

বয়স্য। আমি আসি।

(প্রস্থান)

বাস। আমি সুখ পাইয়াছি, শান্তি পাইয়াছি, আমার সাধনা পূর্ণ হইয়াছে।

মণি। তুমি এই জন্য আসিয়াছিলে? না, আমার ভুল হইয়াছে। একবার বল, লজ্জা, সরম, অভিমান—তোমার কোন্ বাধা আমি কোন মন্ত্রে অপসারিত করিব, আমাকে তাহা শিখাইয়া দেও।

বাস। আর কোন বাধা নাই। তোমাকে দেখিতে আসিয়াছিলাম।

মণি। আর কাহাকেও দেখিতে চাও না।

বাস। দেখিব।

মণি। কি বলিবে?

বাস। বলিবার কথা অনন্ত। তাহা আপাততঃ থাকুক। আবার আমি পিতৃদেশেই ফিরিয়া যাইব। যে আশ্রমে শৈশবের শান্তি রাখিয়া আসিয়াছি সেইখানেই যৌবনের খরতাকে শান্ত করিব।

মণি। তুমি নির্ম্মম, নিষ্ঠুর। এখানেই থাক। যদি তাঁহাকে দেখিয়া যাইতে পার, যাইও।

বাস। কেন উতলা হইবে? আশা পূর্ণ হইয়াছে, এখন চিত্ত সংযম কর।

মণি। আমি সত্যই হতভাগিনী।

বাস। মণিমালা, এতকাল একত্রে বাস করিয়াছি, আজ বিদায়ের দিনে তোমার মধুর মুখে হাসি দেখিয়া যাইব বলিয়া আসিয়াছিলাম।

মণি। আমার সারা অঙ্গে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে, আর সে মাধুরী কই? তুমি যদি দাও—বল, তুমি একবার বল, তোমার সব কথাই মিথ্যা।

বাস। উদ্বিগ্নতা তোমার নিত্য সহচর।

মণি। কাহার নয়। তাম্রপর্ণী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, কাহার জন্য? সন্ন্যাসিনী হইয়াছে কাহার জন্য? আমাকে ভিক্ষুণী করিলে কাহার জন্য?

বাস। তুমি ঠিক বলিয়াছ। সেই জন্যই আজ প্রাণের তরী ভাসাইয়া দিব স্থির করিয়াছি। অকূলে পড়িয়া দেখিব, কত দূরে কোন জীবনের পারে সে কূল আছে। যেখানে লালসা নাই, তন্ময়তা নাই, মোহ নাই, বিচ্ছেদ নাই, সেই কূলে গিয়া আমি তোমার সহিত মিশিব। নতুবা, মণিমালা, শান্তি নাই।

মণি। আমি মরিতেছি। তোমাদের জন্য সেই পুণ্যতীর্থে আসন পাতিয়া রাখিব। এস।

বাস। তোমার প্রাণ, অনন্ত, অসীম ভগবৎ প্রেমের আধার স্বরূপ। আমি ইহার যোগ্য নই।

মণি। (নতজানু হইয়া)

ভগবান, এ প্রাণ ক্ষুদ্র, কিন্তু স্বার্থপর নহে। আমার বাসনা মিটিয়াছে, আমি সুখী হইয়াছি। আমাকে তোমার চরণে আশ্রয় দেও। সুগত, বাসন্তীর সুমতি দেও। বহিন, তবে বিদায় দে, আমিই আগে যাই।

(বাসন্তীর দেহে মূর্চ্ছিত ভাবে পতন)

বাসন্তী। সুগত এ কি করিলে!

(বয়স্যের প্রবেশ)

বয়স্য। একি সর্ব্বনাশ! হায়, হায় ভিক্ষুণি তুমি কি করিলে? মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন পরাজিত হইয়াছেন, কলিঙ্গরাজ বিপন্নরূপে আবদ্ধ, সোমদত্তর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

মণি। (উন্মাদ ভাবে উঠিয়া) কি হইয়াছে। কোথায় সোমদত্ত। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাইব। আমি ক্ষত্রিয় কন্যা, আমাকে কে রোধিবে? বাসন্তী সাথে যাইবি?

বাস। যাইব।

মণি। কোথায় কে পথ দেখাইবে?

বয়স্য। যাহা অদৃষ্টে থাকে চল—পথ আমি দেখাইব।

মণি। বাসন্তী সোমদত্তকে ত্যাগ করিয়া মুক্তির সুথ চায়—আমি সে পদপ্রান্তে মরিয়া তাহাতেই লয় হইতে চাই। চল।

(প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

যুদ্ধক্ষেত্র

(সোমদত্ত ও দূত পরস্পর ভিন্ন দিক হইতে)

সোম। কি সংবাদ।

দূত। মহারাজ ব্যূহ ভেদ করিয়াছেন।

সোম। উত্তম সংবাদ!

(দ্বিতীয় দূত প্রবেশ)

২য় দূত। উৎকল সৈন্য পলায়নপর হইয়াছে।

সোম। সাধু যাহার ইচ্ছা ভগবান তাহার সহায়, এ আনন্দ সংবাদে আমার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে।

(তৃতীয় দূতের প্রবেশ)

৩য় দূত। আমি সংবাদ আনিয়াছি, শ্রেষ্ঠী কন্যাকে পাওয়া গিয়াছে।

সোম। মণিমালা কুশলে আছে!

২য় দূত। সকলেই কুশল।

(বয়স্যের প্রবেশ)

বয়স্য। মণিমালা ও বাসন্তী শত্রু হস্তে পড়িয়াছে। রক্ষা কর, রক্ষা কর।

সোম। আমি কি উন্মত্ত!

বয়স্য। সব যায়, সত্বর হও। তাহার নৌকায় লইয়া যাইবে এইরূপ বোধ হয়।

সোম। কোথায়--কোন পথে—সেই মায়াবিনী যেথা যায় সেথায়ই অনর্থের সৃষ্টি।

(সোমদত্ত ও বয়স্যের প্রস্থান)

২য় দূত। ব্যাপার কি পৃথিবী যেন অধীরা হইয়া ছুটিতেছে।

১ম দূত। তাই ত!

৩য় দূত। মহারাজ আসিতেছেন।

১ম দূত। তাঁহারা বোধ হয় এ সংবাদ পান নাই।

(কলিঙ্গরাজ ও অনুচরগণের প্রবেশ)

কলিঙ্গ। আমি বুঝিয়াছি। আমার ও সেনাপতির বিপদ শুনিয়া তাঁহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতেছিলেন আমি মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সংবাদ ও মালবের চক্রান্তের কথা বলিবার অবসর পাই নাই। তাহাতেই এ বিপদ ঘটিয়াছে। চিন্তা নাই চতুর্দ্দিকেই আমাদের সৈন্য ধাবিত হইয়াছে।

১ম দূত। কিন্তু শত্রুপক্ষ তাঁহাদিগকে নৌকায় লইয়া যাইবে এইরূপ সংবাদ পাওয়া গেল।

কলিঙ্গ। ইহা বিশেষ চিন্তার কথা। বিপক্ষের নৌকা দেখিলে আমাদের বিজয়ী নাবিকেরা নৌকাখানি ডুবাইয়া দিবে। এ যে ভয়ানক ব্যাপার হইল। ত্বরান্বিত হও, নৌ সেনাপতিকে সংবাদ দেও।

(১ম দূতের প্রস্থান)

আমি নিজে এ বিষয় অনেকটা উপেক্ষা করিয়াছি! ধিক আমাকে। আমার অশ্ব লইয়া আইস, আমি নিজে যাইব।

(সকলের প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

চিল্কা হ্রদে ; একখানি ভগ্নতরী।

(বাসন্তী ও মণিমালা)

বাসন্তী। আর ভয় নাই। কূল নিকটে বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি ভাল দেখিতে পাইতেছি না।

মণি। আমি ত আর ধরিয়া রাখিতে পারি না। তুমি পার ত তীরে উঠ। তুমি বাঁচিয়া থাকিলে আমি সুখী হইব।

বাস। একটু সাহস কর, হতশ্বাস হইও না। শত্রুর অস্ত্রে শত্রুই বিনষ্ট হইয়াছে, সব মরিয়াছে, ভগবান যে আমাদের বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন নিশ্চয় তাঁহার কোন মহিমা সিদ্ধ হইবে।

মণি। যাহাই হউক, তাঁহার সহিত আর দেখা হইবে না। তাঁহাকে বলিও,—আমার সমস্ত প্রাণ, আবেগ উদ্বেগজনিত তাঁহারি ধ্যান, তাঁহারি জ্ঞান আমি সব তোমাতেই সঁপিয়া দিলাম।

বাস। তুমি একটু যদি সাহস করিতে তবে আমি একবার দেখিতাম তল কত দূর।

মণি। আমায় ভয় করে। এক মুহূর্ত্ত তোমা হারা হইলে আমার রক্ষা নাই। মরিবার ভয়ে বলিতেছি না। মরিবার সময় তোমায় না দেখিয়া মরিলে সুখ পাইব না।

বাস। অত কাতর হইতেছে কেন ?

মণি। আমি তোমারি জন্য কাতর, বাসন্তী। তোমার সহিত কিক্ষণে দেখা হইয়াছে জানি না, দুজনেই এক পথের যাত্রী, এক প্রেমের ভিখারী। তুমি ভিক্ষায় যাহা পাইয়াছ, আমাকেই দিলে ; পথের যত কষ্ট সব নিজে সহিয়া, নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া আমারই স্বার্থে তন্ময় হইলে। আমি তোমারি জন্য কাতর।

বাস। যাহা অদৃষ্টে ছিল, ঘটিয়াছে,

এই সাগর জলে ত একদিন ডুবিয়াছিলাম, সেদিন বাঁচিলাম কেন? তোমাকে ভিক্ষুণি সাজাইবার নির্ব্বুদ্ধিতা আমার আসিল কেন? তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি। কিন্তু আর কষ্ট নাই, এইবার তুমি নিরাপদ হইবে।

মণি। আর তুমি ?

বাসন্তী। যে পথে সুগত পথ দেখাইবেন তাহাতেই চলিব।

মণি। আমি তীরে উঠিব না, এইখানেই ডুবিব।

বাসন্তী। পারিবে?

মণি। যদি তুমি একটা কথা প্রতিশ্রুত হও।

বাসন্তী। কি?

মণি। আমার সোমদত্তর প্রাণে আমার স্থান অধিকার করিবে?

বাস্। চল, তীরে উঠি

মণি। তুমি পাষাণি!

বাস। তাহা অপেক্ষাও কঠিন, নতুবা আমার প্রাণ এত দিন থাকতে পারে? কত বিপদ গিয়াছে, কই, জীবন ত নষ্ট হয় নাই; কত সুখে বঞ্চিত হইয়াছি, তবুও আর্ত্ত হই নাই, অথচ মোহ নিদ্রা ত কিছুতেই ভাঙ্গে না। এবার ডুবিয়া দেখি—তাহাতে কি আছে।

মণি আমি ত প্রস্তুত।

বাস। আমি এত ভীত হইতেছি কেন? জীবনের কি এত মায়া? তাহাতে কি আছে? দয়াময়, তোমার এত ছলনা, এত পরীক্ষা? মণিমালা, আমি ডুবিতে পারিলাম না।

মণি। তুমি থাক, আমি যাই। ঐ দেখ, ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে—ভয়ানক তুফান হইতেছে। আর রক্ষা নাই—দুজনকেই মরিতে হইবে, তুমি পার ত তীরে উঠ।

বাস। সাবধান। খুব জোর করিয়া ধর। ভয়ানক তুফান আসিতেছে। এই মালা গাছ গলায় পর, কোন ভয় নাই।

মণি। প্রভু, হৃদয় স্বামী—

বাস। মণিমালা, আমি দেখিতেছি আমার প্রাণ সোমদত্তময়।

মণি। বহিন, এ কথা আগে বলিস্ নাই? দেখ, কুলে যাইতে পার কিনা?

বাস। এ কূলে কিছু নাই। মণিমালা, ওপারে দেখা হইবে।

(তুফান দেখিয়া উভয়ের ভয়জনিত চিৎকার। তুফানের আঘাতে উভয়ের জলমগ্নহওন। সোমদত্ত ও সঙ্গীগণের কূলে আগমন)

সোম। যায়—যায়—কি দেখ—আমিও ওই সাথে যাইব—

(জলে ঝম্পদান)

সকলে। দেখ, দেখ।

(সকলের জলে অবতরণ)

দৃশ্য পরিবর্ত্তন

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

চিল্কাতটে

দুই জন সৈনিক ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে প্রবেশ

১ম। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে। সব ডুবিয়াছে।

২য়। হরিষে বিষাদ। যেরূপ ঝড় ও তুফান তাহাতে ঠিক করিয়া কিছু বুঝিবার উপায় নাই।

১ম। ওই সিংহল দেশের মেয়েটাই যত অনিষ্টের মূল! শুনেছি ও যখনি আসে তখনই একটা বিপদ ঘটে।

২য়। তা হবে! ওকে ত মানুষ বলে বোধ হয় না।

১ম। মুক্তা ফুটে বের হয়েছে, তাই ওর নাম মুক্তা—আরও কত নাম আছে!

২য়। তা হবে! ও সব করিতে পারে! এ দেশে এমন ঝড় ত কখনো দেখি নাই! ঘোর কলি, তার আর সন্দেহ নাই। এই বৌদ্ধ ধর্ম্মেই প্রলয় আসিবে। শুনেছি এ মেয়েটা ত বৌদ্ধ।

১ম। ঠিক্, ঠিক আমাদের মহারাজ আবার ওদের বড় ভালবাসেন! আর রক্ষা নাই। কোথায় যাবে?

২য়। কোথায় বা যাবো, আর কি বা খুঁজিব? এ সব দানব দৈত্যের কাণ্ড। কোথায়—চল, দেখি আর সকলে কোথায়।

১ম। তাই চল।

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

চিল্কা হ্রদ

(কাষ্ঠখণ্ড ধরিয়া বাসন্তী ও সোমদত্ত)

সোম। বাসন্তী?

বাস। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, সকল তপস্যার সাধনা, কিন্তু আমি ভিক্ষুণি!

সোম। আমি ভাবিলাম আজ জীবনের সব শেষ, সব এই সাগর জলে বিসর্জ্জন দিতে হইল! আমিও স্বেচ্ছায় ডুবিতেছিলাম, সহসা ভিক্ষুণীর বেশ কাহাকে দেখিয়া আবার জীবনে মায়া করিলাম। কে আমাকে পাষাণে গড়িয়াছে? নারী মূর্ত্তি' কে এত দয়ামায়াহীন করিয়া মর্ত্তে পাঠাইয়াছে? বাসন্তী, আর কিছু চাহি না—তোমার সম্মুখে হ্রদের ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ডুবিয়া সব জ্বালা দূর করিতে দাও। আর প্রলোভন দিও না। তুমি কি সেই বাসন্তী, না তাহার প্রেতাত্মা! মানুষ এমন কঠিন হইতে পারে না! তুমি যথা ইচ্ছা যাও, মণিমালা মরিয়াছে, আমি তাহার কাছেই যাইব।

বাস। যে মণিমালা তুমি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে তাহা আমি তাহার গলায় পরাইয়া দিয়াছি—তাহাতে দৈবশক্তি আছে—মণিমালা নিশ্চয় তীরে উঠিতে পারিবে। আমি মরিতে পারিতাম, কিন্তু তোমার স্মৃতি অধিকক্ষণ বুকে ধরিয়া রাখিতে পারিব বলিয়া মরিলাম না, ভাবিলাম, মরণে যদি সে অনুভব শক্তি না থাকে! তোমাকে মনে করিয়া দিন কাটাইব, যথা সাধ্য দীন দুঃখীর সেবা করিব, বিশাল প্রকৃতির সারা অঙ্গ ব্যাপিয়া আমার প্রাণটী মুগ্ধ রহিবে!

সোম। তাই যদি চাও, তবে চল, সংসারে কাজ নাই, তোমার সেবাব্রতে আমাকে সাথী করিবে—আমার আর কোন বাসনা নাই।

বাস। তাহা হয় না।

সোম। তোমার সব মিথ্যা! মণিমালা, কোথায় তুমি, আমায় সাথে লও।

বাস। তুমি ভ্রান্ত হইতেছ!

সোম। আমার বুদ্ধি অভ্রান্ত হইল কবে? সবই যে স্বপ্ন—তুমি সেই স্বপ্ননির্ম্মিতা কোন মায়াবিনী! কে তুমি?

বাস। আমি বাসন্তী। এ জীবনে যাহা হইবার হইল, মৃত্যুর পর যাহাতে আমি তোমাতে লয় হইতে পারি আর যাহাতে বিচ্ছেদ না হয় সেই পথের অন্বেষণে যাইব। তুমিই ত বলিয়াছ—সুখ হ'তে দুঃখ ভাল, আমি সেই দুঃখের সন্ধানে যাইব যাহাতে অনন্ত সুখ মিলে।

সোম। আমায় সাথে লও। পারিবে না? আমার এ প্রাণে তোমার আসন হইবে না! আমায় সুখী হইতে দিবে না?

বাস। দয়াময়, রক্ষা কর।

সোম। কেন? কি চাও? কি পাইবে? আমাকে ত্যাগ করিয়া কি সুখ পাইবে? আমার প্রাণ ভাঙ্গিয়া কি আনন্দ হইবে? বাসন্তী—

বাস। তোমার কাছে থাকিয়া মরিতে পারিলাম, আর কিছু চাইনা—আমার সব ব্রত সফল হইয়াছে।

(জলে নিমজ্জন)

সোম। কই, বাসন্তী কই? ওই দূরে—ওই তীরে—কই? জলে স্থলে সর্ব্বত্রই বাসন্তীময়—কিছু ত দেখিতে পাই না! তীরে উঠিয়া দেখি—

(সন্তরণপূর্ব্বক তীরে আগমন)

কই, কোথায় বাসন্তী? ওই, ওই, ওই—দেখা যায়—ওই পাহাড়ের কাছে—

(প্রস্থান ও অন্যপথে মণিমালা)

মণি। এই যে দেখা যাইতেছিল! কে যেন ওই পাহাড়ের কাছে তীরে উঠিল! ওই যে বাসন্তী জলে! বাসন্তীকে ছাড়িয়া সোমদত্ত নিশ্চয় তীরে উঠিবে না। আমার সব গিয়াছে—আর কেন? হে প্রভু, হে স্বামী—যে পথে তুমি গিয়াছ আমায় সাথে লও।

(জলে ঝম্প দিতে উদ্যত ভাব)

(বেগে সোমদত্তের প্রবেশ ও মণিমালাকে বক্ষে ধারণ)

সোম। মণিমালা, কোথা যাবি—

মণি। তুমি—তুমি—বাসন্তী?

সোম। তুমিই আমার প্রাণ—আর কাহাকেও চাহি না—আর কেহ আসিবে না।

(কলিঙ্গরাজ ও অন্যান্য সকলের প্রবেশ)

কলিঙ্গ। সেনাপতি, যেখানে প্রেম সেইখানেই জয়।

মণি। ওই—দূরে—

সোম। মহারাজ, আপনার জয় হউক, আমি মণিমালা পাইয়াছি। বাসন্তী যে স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছে—তাহা আমাদের জীবনের ভ্রান্তি দূর করিবে। মণিমালা আর ভয় নাই।

মণি। আর তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইও না।

কলিঙ্গ। যে এ প্রেমের যুদ্ধে জয়ী হইয়াছে তাহার আর ভয় নাই। আমি এই স্থানে এই প্রেমের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া স্তম্ভ স্থাপন করিব।

(বয়স্য ও ধাবকের প্রবেশ)

সোম। আজ সবই স্বপ্নের মত।

বয়স্য। মিলনের সময় দেখিতে পাই নাই, আর এই পাগল কবি সময় মত না আসিলে জীবনের লীলাই শেষ হইত। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে তোমরা মঙ্গলযুক্ত হও।

ধাবক। মহারাজের দেশ হইতে পলাইয়াছি, সেথায় আর কাব্য নাই, যাহা চাই ঠিক তাহাই মিলিয়াছে।

মণি ও সোম। মহারাজের কুশল ত !

ধাবক। মহারাজ এত জানেন না, জানাইবার আবশ্যকতা নাই—নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ পত্র দিয়াছেন। দিগ্বিজয়ে যাহা হইবার হইয়াছে—এখন দেশে যাইতে হইবে।

কলিঙ্গ। সে কথা পরে বিবেচ্য। এখন আসুন—আপনি শিলা-স্তম্ভের শ্লোক রচনা করিবেন।

ধাবক। প্রেমে ধর্ম্ম, প্রেমে মুক্তি ; প্রেমের সাধনা
নির্ব্বাণের মোক্ষগতি,—মোক্ষ আরাধনা।

(পটক্ষেপণ)